স্তুতি-পারিজাতঃ

দ্বিতীয় খণ্ড

শাস্ত্রধর্ম প্রচার সভা

স্তুতি-পারিজাতঃ

দ্বিতীয় খণ্ড

হরে দয়ালো ভব মে শরণ্যঃ ।
ধর্ম্মস্য বৃদ্ধিং জগতঃ কুরুষ্ব ।।
খলস্য নাশং সুবিপর্য্যয়ং চ ।
সতাং প্রবৃদ্ধিং সদনুগ্রহ-স্ত্বম্ ।।

শাস্ত্রধর্ম প্রচার সভা
৯১, চৌরঙ্গী রোড,
কলকাতা-২০

প্রকাশক ঃ

শাস্ত্রধর্ম প্রচার সভা
৯১, চৌরঙ্গী রোড,
কলকাতা-২০

দ্বিতীয় সংস্করণ
(বঙ্গানুবাদ সহ)
শ্রীশ্রীশ্রাবণী শুক্লাষ্টমী, ১৪১৫

অক্ষর বিন্যাস ঃ

শেখর দাস

দক্ষিণা ঃ ৪০টাকা।

সূচী-পত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
জগদীশ্বর স্তোত্র	১
জগদীশ্বরী স্তোত্র	২
দশাবতার স্তোত্র	২
শ্রীকৃষ্ণের ১০৮ নাম গান।	৩
দিব্যপুরুষ জয়গাথা	৯
দ্রৌপদীর কৃষ্ণ স্তুতি	১০
শ্রীকৃষ্ণ-স্তুতি (গোপী-গীত)	১২
শ্রীরামনাম-মাহাত্ম্য	১৫
শ্রীশ্রীরামায়ণ-কীর্ত্তনম্ (বালকাণ্ডম)	১৮
অযোধ্যা-কাণ্ডম্	১৯
অরণ্যকাণ্ডম্	২০
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডম্	২০
সুন্দর-কাণ্ডম্	২১
লঙ্কাকাণ্ডম্	২২
উত্তরকাণ্ড	২৩
মালক্ষ্মীর বাসস্থান	২৪
শ্রীশ্রীমালক্ষ্মীর ব্রতকথা	২৫
পুষ্পাঞ্জলি	৩৬
নারায়ণী স্তুতি (বাংলা)	৩৭
শ্রীরামচন্দ্রকৃত শ্রীশ্রীদুর্গা স্তব	৪২
শ্রীদুর্গা স্তব	৪৪
দৈন্য নিবেদন স্তুতি	৪৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীশ্রীউপেন্দ্রায় নমঃ	৪৮
নারায়ণ-পরায়ণ পুরুষ	৫১
পারের কড়ি	৫২
কোন তিথিতে কোন বস্তু আহার নিষিদ্ধ	৫৪
শ্রীকৃষ্ণের ৩৪ অক্ষরে স্তব	৫৪
অ	
অতিদূর পাঞ্জাব হ'তে	৫৭
অধমে তারো গো মা অধমতারিণী	৫৮
অন্নদার দ্বারে আজি পাতকী পেতেছে পাত	৫৮
অয়ি গিরিনন্দিনি, নন্দিত মেদিনি	৫৯
আ	
আও গোবিন্দ আও দয়াল	৫৯
আপনাতে আপনি থেকো	৬০
আমার আশা না মিটিল বাসনা না গেল	৬০
(আমার) কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার	৬১
আমার কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার	৬২
আমার জলে গোবিন্দ স্থলে গোবিন্দ	৬৩
(আমার) মনের ময়লা যাবে বল, কেমনে	৬৪
আমার শ্যামকে যে চায়	৬৪
আমার হৃদয় মন্দির মাঝে এস রাম ধনুর্দ্ধারী	৬৫
আমার হৃদি বৃন্দাবনে বাস কর এসে কমলাপতি	৬৫
আমার এই মতে ব্রজের পথে চলিব গো	৬৬
আমায় দে মা পাগল ক'রে	৬৭
আমায়, সকল রকমে কাঙাল করেছে	৬৮
আমায় মাতিয়ে দাও তোমার কৃপার লেশে	৬৮

বিষয় পৃষ্ঠা

আমি কালারে পাইতে সকলি ত্যজিনু	৬৯
আমি কি এমতি রব (মা তারা)	৬৯
আমি কেমনে পাব শ্রীচরণ	৭০
আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে	৭১
(আমি) দেখেছি জীবন ভ'রে চাহিয়া কত	৭১
আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি	৭২
আমি ভক্তের অধীন	৭২
আমি মুক্তি চাই না হরি	৭৩
আমি মুক্তি দিতে কাতর নই	৭৩
আর কিছু নাই শ্যামা মা তোর	৭৪
আর কবে দেখা দিবি মা	৭৫
আর কারে ডাকবো মাগো	৭৫
আর কি থাকিতে পারি	৭৬
আর ঘুমায়ো না মন	৭৬
এ	
এই ছিল কি মনরে তোর (ওরে মন আমার)	৭৭
একবার ব্রজে চলো ব্রজেশ্বর দিনেক দুয়ের মত	৭৭
একবার রাম রাঘব রূপে দেখা দাও মোরে শ্রীহরি	৭৮
এখন কি মন রবে অচেতন	৭৯
এখনও তারে চোখে দেখিনি	৮০
এ ভবে আসিয়া বেড়াই ভাসিয়া	৮১
এমন দিন কি হবে তারা	৮২
এমন প্রেমমাখা হরিনাম, নিমাই কোথা হতে এনেছে	৮৩
এ মায়া প্রপঞ্চময়	৮৩
এ বড় আক্ষেপের কথা	৮৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
এস এস হে	৮৫
এস প্রভু আমার হৃদ্-মাঝারে	৮৭
ঐ নীল আকাশের কোলে বসে	৮৮
ও	
ও মা আনন্দময়ী আমায় নিরানন্দ করোনা	৮৮
ও মা কেমন মা তা কে জানে	৮৯
ওরা, চাহিতে জানে না, দয়াময়	৮৯
ওরে আয়রে তোদের শোন বলি	৯০
ক	
কণ্ঠে কণ্ঠে বন্দনা গাও, আজিকে ভক্তিভরে	৯২
কণ্ঠে কণ্ঠে বন্দনা গাও সকলে ভক্তিভরে	৯২
কত উপরোধ কত অনুরোধ	৯৩
কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার	৯৩
কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার	৯৪
কলির জীবে ভরসা দিতে	৯৫
কহ্নৈয়া গায় চরাবণ যাত	৯৬
কাজ কি মা সামান্য ধনে	৯৭
কাঁহা জীবনধন বৃন্দাবনপ্রাণ	৯৭
কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল গাইতে থাক	৯৮
কে আছ পাপী তাপী এস না ছুটে	৯৮
কি আর চাহিব বল, হে মোর প্রিয়	৯৯
কে ওই ভবসিন্ধুকূলে	৯৯
কে তোর মরা গাঙ্গে বান ডাকিয়ে	১০০
কেন বঞ্চিত হব চরণে	১০০
কেন হরি হরি বলেনা পোড়া মনরে	১০১

বিষয়	পৃষ্ঠা
কেশব কুরু করুণাদীনে কুঞ্জ-কাননচারী	১০২
গ	
গোপাল জয় জয়, গোবিন্দ জয় জয়	১০২
গিরিধারী লাল চাকর রাখো জী	১০৩
চ	
চঞ্চল মন অনুদিন মনে চিন্তহ	১০৩
চন্দ্র কিরণ অঙ্গে নম বামন-রূপধারী	১০৪
(আমার) চরম সময়ে, হও মা উদয়	১০৪
চল চল সবে মিলে কুতূহলে	১০৪
চলিলেন গিরীশসুত (এই) মাঘমাসে গরিফাতে	১০৫
চলো মন গঙ্গা যমুনা তীর	১০৬
চিরদিন কি এমনি যাবে	১০৬
চিরদিন কি এমনি যাবে হরি বল না	১০৬
জ	
জগত তোমাতে তোমারি মায়াতে	১০৭
জগৎ দেখ্‌রে চেয়ে	১০৭
জগ মেঁ সুন্দর হ্যায় দো নাম, চাহে কৃষ্ণ কহো য়া রাম	১০৮
জনমে কৌশল্যা কী লাল রঘুবর	১০৮
জয় করুণাময় করুণা ভিখারী	১১১
জয় জয় সুন্দর নন্দদুলাল	১১১
জয় দুর্গে, জয় দুর্গে	১১২
জয় নন্দনন্দন, গোপীজন বল্লভ	১১৩
জয় প্রসন্ন-আনন সুঠাম-শোভন	১১৪
জয় মুরলীবাদন মদনমোহন যশোদানন্দন হে	১১৫
জয় যোগপতে জগদেকপতি	১১৬

বিষয়	পৃষ্ঠা

জয় শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী ১১৬

জয়তি রঘুকুল তিলক রাম ১১৭

জিন্‌কে হৃদয় মে শিরি রাম বোলে ১১৭

জীবন নদে ঢেউ উঠেছে আঁধার করা মেঘে ১১৮

জীবন ফুরায়ে এলো ১১৯

জীবনবল্লভ তুমি, দীনশরণ ১১৯

জেনেছি জেনেছি তারা ১২০

ট

ট্রুথ লেখা কি কথার কথা ১২১

ঠ

ঠুমকি চলত রামচন্দ্র বাজত পৈঁজনিয়া ১২২

ত

তখন যেমন এসেছিলে ভাই ১২২

তব নাম নিয়া মোর নয়নে না বহে লোর ১২৪

তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম ১২৪

তারা তারা তারা বল ১২৫

তারা দিলিনা দিলিনা দিন (মা তারা) ১২৫

তুমি নির্মল কর, মঙ্গল করে ১২৬

(ঠাকুর) তোমার আমি, তোমার আমি ১২৭

তোমারি চরণে রাখ এই দীনহীনে ১২৭

তোমারি চরণে শির লুটাইতে ১২৮

তোমারি চরণে শ্যাম মন প্রাণ বিকাইব ১২৮

তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুঃখ ১২৮

তোরে ভালবাসি মন ১২৯

বিষয় পৃষ্ঠা

দ

দয়ার সাগরে তুমি কখনও ভুলনা ১৩০
দিবানিশি অনুক্ষণ হরি হরি বল মন ১৩০
দীনদয়াময় পতিতপাবন অধমতারণ হরি হে ১৩০
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু কৃপাবিন্দু বিতর ১৩১
দীনবন্ধু গিরিশসুত ভকত ভয় ভঞ্জন ১৩২
(আমি) দেখেছি জীবন ভরে চাহিয়া কত ১৩২
দেব দেব শ্রীগোবিন্দ ১৩৩
দোল সুন্দর গোপাল ব্রজবিহারী ১৩৪
দুখের বেশে এসেছ বলে' ১৩৪

ধ

ধরম করম সকলি গেল ১৩৫

ন

নবীন মেঘসন্নিভম্ সুনীল-কোমলচ্ছবিম্ ১৩৫
নারায়ণ পরমব্রহ্ম ভকতভয়ভঞ্জন ১৩৬
নেচে নেচে আয় মা শ্যামা ১৩৬

প

পঙ্কজ-দলগত-জলমিব ১৩৭
পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে! ১৩৭
পরম সময়ে হও মা উদয় ১৩৮
পাপ তাপ আর দুঃখহতা ১৩৮
পাসরিতে চায় মনে, পাসরা না যায় গো ১৪০
পায়োজী ম্যয়নে রাম রতন ধন পায়ো ১৪০
পুণ্য পাপের বিষম বিবাদ লোক সমাজে ১৪১
প্রণমি তোমারে করুণাময়ি তোমার রাতুল চরণে ১৪২

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রণমি সকলে মহাপুরুষে	১৪৩
প্রভু মেরে অবগুণ চিত ন ধরো	১৪৪
প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে	১৪৫
প্রেমমুদিত মনসে কহো, রাম রাম রাম	১৪৫
প্রেমের রাজ্যে লীলাখেলা না যায় বর্ণন	১৪৬
ব	
বদনে বল সীতা রামচন্দ্র	১৪৭
বনের ফল মিষ্টি বড়	১৪৮
বল, বল, বল সবে, শত বীণা-বেণু-রবে	১৪৮
বসিলেন হেমবরণী হেরম্বেরে লয়ে কোলে	১৪৯
বসো মোরে নৈননমেঁ নন্দলাল	১৫০
ব্রহ্মচারী চারুচন্দ্র	১৫০
বাজে শ্যামের মোহন বেণু	১৫১
বাবা বিশ্বেশ্বর পরম ঈশ্বর	১৫২
বারে বারে যে দুঃখ	১৫২
বিপদ ভয় বারণ যে করে ওরে মন	১৫৩
বিষয় সুখে মন তৃপ্তি কি মানে	১৫৪
বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের	১৫৫
ভ	
ভকত-বৎসল দীনদয়াময়	১৫৭
(আমায়) ভক্তি ভরে ডাক্‌লে আমি	১৫৭
ভজ মন রামচরণ সুখদাঈ	১৫৮
ভজতে তোমায় আন্‌লে আমায়	১৫৮
ভজ রাধা কৃষ্ণ গোপাল কৃষ্ণ	১৫৯
ভবভয় ভঞ্জনকারী হরি	১৫৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভবপারে যাবে যদি বাঁধ হরিনামের ভেলা	১৬০
ভারত আমার ভারত আমার	১৬০
ভুলেও দুঃখেতে ভয় ক'রোনা	১৬২
ভূতের বেগার খাট্‌ব কত	১৬৩
ভেইয়া রে কানাইয়া রে	১৬৪
ম	
মঙ্গল জলধারা মঙ্গল কলসে	১৬৪
মনরে আমার এই মিনতি	১৬৫
মঙ্গলমূরতি মারুতনন্দন	১৬৫
মন আমার নয় মনের মতন	১৬৬
মন রে কৃষিকাজ জান না	১৬৬
মন কেন তোমার ভ্রম গেল না	১৬৭
মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া	১৬৭
মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া	১৬৮
মন কেনরে ভাবিস্‌ এত	১৬৯
মন তুই কাঙ্গালী কিসে	১৭০
মন তোর পায়ে ধরি একটা কথা শুনিস্‌ রে	১৭১
মন তোমার এত ভাবনা কেনে	১৭৩
মন যদি তুই করতে চাস অভয়পদ সাধনা	১৭৩
মন হারালি কাজের গোড়া	১৭৪
মনুয়া ভজলে সীতারাম, মনুয়া ভজলে সীতারাম	১৭৫
মা মা বলে ডাকি তারা	১৭৫
মীরাকে প্রভু সাঁচী দাসী বনাও	১৭৬
(জয়) মুরলীবাদন মদনমোহন যশোদানন্দন হে	১৭৬

মোঁকো কাঁহা ঢুঁড়ো বন্দে ময়তো তেরে পাস মে ১৭৭

বিষয় পৃষ্ঠা

য

যতনে হৃদয়ে রাখ ১৭৮
যা দিয়েছ তুমি অনেক দিয়েছ ১৭৮
যাই গো ঐ বাজায় বাঁশি ১৭৯
যাদের চাহিয়া তোমারে ভুলেছি ১৭৯

র

রাধাকৃষ্ণ বল রাধাকৃষ্ণ বল ১৮০
রাধে রাধে গোবিন্দের নাম ১৮০
রামের জনম শুনি নাচেন সকল মুনি ১৮১

ল

লোকে বলিত আছ তুমি ১৮২
ল্যাংটা মেয়ের এত আদর জোটে ১৮৩

শ

শচীনের কাছে কৃপাবার্ত্তা শুনে ১৮৩
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, বলরাম নিত্যানন্দ ১৮৪
শ্রীরাধারমণ রমণী-মনমোহন ১৮৫
শ্রীরামচন্দ্র কৃপালু ভজ মন ১৮৬
শুনেছে তোমারি নাম তাপিত আতুরজন ১৮৬

স

সকলি তোমারি ইচ্ছা ১৮৭
সখি এই মাঝি কি পার করিবেন যমুনায় ১৮৮
সতীর জয় জয় সত্যের জয় জয় ১৮৯
সংসারের উজান স্রোতে যাও বেয়ে ১৯০

সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু ১৯১

বিষয়	পৃষ্ঠা

সেথা আমি কি গাহিব গান ১৯১
সে দিন আমার কবে হবে ১৯২
সে দিন যেমন এসেছিলে হরি ১৯৩

হ

হর হর শঙ্কর শশাঙ্ক শেখর ১৯৪
হর শিব শঙ্কর গৌরীশং বন্দে গঙ্গাধরমীশম্ ১৯৪
হরি তব পদ যেন নাহি ভুলি ১৯৫
হরি তার তার এই দীন জনে ১৯৫
হরি দিন ত গেল সন্ধ্যা হলো ১৯৬
হরি নাম কর সার মনরে আমার ১৯৬
(হরি) নামামৃত পান কর সবে ভাই ১৯৭
হরি বলতে কেন নয়ন ঝরে না ১৯৮
হরিবল হরিবল হরিবল বল মন ১৯৮
হরি বল মূঢ় মন, বল হরি হরি অনুক্ষণ ১৯৯
হরি'সে লাগি রহোরে ভাই ১৯৯
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ ১৯৯
হে গোবিন্দ রাখ শরণ ২০০
হে ব্রজ তোমার রজের মাঝারে ২০১

জগদীশ্বর স্তোত্র।

জয় জগদীশ্বর দেব পরাৎপর
সর্ব্বগুণাকর বিশ্ববিধে।
প্রেম-সুধাকর সুমধুর সুন্দর
কলুষ-গরল-হর শান্তিনিধে।। ১।।
জয় ভয়-ভঞ্জন ধার্ম্মিক-রঞ্জন
নিত্য নিরঞ্জন বিশ্বপতে।
পাতকী-তারণ পাপ-নিবারণ
নির্বৃতি-কারণ জীবগতে।। ২।।
জয় নারায়ণ পরম পরায়ণ
শোক-মহার্ণব পারতরে।
সত্য সনাতন পুরুষ-পুরাতন
মুক্তি-নিকেতন কৃষ্ণ হরে।। ৩।।
জয় মহিমোজ্জ্বল নিষ্কল নির্ম্মল
সকল সুমঙ্গল কল্পতরো।
ভবপথ-সম্বল সর্ব্বতপঃ ফল
দুর্বল-বল-জগদেক-গুরো।। ৪।।
জয় পরমেশ্বর দেব দিগম্বর
বিশ্বম্ভর হর শঙ্কর হে।
জয় দামোদর ভক্ত মনোহর
মুরহর করুণা-সাগর হে।। ৫।।
জয় মধুসূদন নাথ জনার্দ্দন
দুঃখহরণ পাপসূদন হে।
ত্রিতাপ-নাশন বিভূতি-ভূষণ
দুষ্টদনুজগণ-ভীষণ হে।। ৬।।

—ঃঃ—

জগদীশ্বরী স্তোত্রম্।

জয় ভয়-বারিণি নির্বৃতি-কারিণি
দুর্গতি-হারিণি তারিণি হে।
জয় নারায়ণি দেবি সনাতনি
জননী ত্রিভুবন-পালিনি হে।। ১।।
শ্মশান-বাসিনি রুদ্র-বিলাসিনি
কালী কলুষ-কুল নাশিনি হে।
জয় জয় শঙ্করি ভক্ত শুভঙ্করি
বিশ্বেশ্বরি পরমেশ্বরি হে।।২।।

—ঃঃ—

দশাবতার স্তোত্র।

জয় জয় নারায়ণ পতিত পাবন।
রজোগুণে করিতেছ জীবের পালন।। ১।।
সত্যযুগে কূর্ম্মরূপে বসুধা ধরিলে।
বরাহের রূপে হিরণ্যাক্ষ বিনাশিলে।। ২।।
নরসিংহ রূপে হরি প্রহ্লাদে তুষিলে।
ধরিয়া বামনরূপ বলিরে ছলিলে।। ৩।।
রামরূপে বিনাশিলে দুষ্ট দশানন।
কৃষ্ণ রূপে কংস ভূপে করিলে নিধন।। ৪।।
বাল্যে গরু চরাইলে রাখালের সনে।
বংশীরবে মাতাইলে যত গোপীজনে।। ৫।।
দুরন্ত কালীয় নাগ করিলে দমন।
বাঁচালে গোকুল-বাসী ধরি গোবর্দ্ধন।। ৬।।
রাখিলে কৃষ্ণার লজ্জা কৌরব সভাতে।
সারথি হইলে হরি অর্জ্জুনের রথে।। ৭।।

তোমার কৃপায় পাণ্ডুপুত্র পঞ্চজন।
অনায়াসে জিনিলেন কুরুক্ষেত্র রণ।। ৮।।
কলিযুগে নদীয়ায় গৌর অবতার।
সুমধুর হরিনাম করিতে প্রচার।। ৯।।
জগাই মাধাই নামে পাপী দুইজন।
অনায়াসে তরে গেল পেয়ে ও চরণ।। ১০।।
এই মত হরি তুমি দয়া কর যারে।
সার্থক জনম তার অবনী মাঝারে।। ১১।।
অধম দাসের প্রতি কর প্রভু দয়া।
অন্তিমেতে পাই যেন শ্রীচরণ ছায়া।। ১২।।

--- ঃঃ---

শ্রীকৃষ্ণের ১০৮ নাম গান।

জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর।
কৃষ্ণচন্দ্র কর কৃপা করুণা-সাগর।।
জয় রাধে গোবিন্দ গোপাল বনমালী।
শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দ মুরারী।।
হরিনাম বিনে রে ভাই গোবিন্দ নাম বিনে।
বিফলে মনুষ্য জন্ম যায় দিনে দিনে।।
দিন গেল মিছে কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে।
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণের চরণার-বিন্দে।।
কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।
মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে বৃক্ষসম হইনু।।
ফল রূপে পুত্র কন্যা ডাল ভাঙ্গি পড়ে।
কালরূপে সংসারেতে পক্ষ বাসা করে।।

যখন কৃষ্ণ জন্ম লন দেবকী উদরে।
মথুরাতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।।
বসুদেব রেখে আসেন নন্দের মন্দিরে।
নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ বাড়েন দিনে দিনে।।
শ্রীনন্দ রাখেন নাম নন্দের নন্দন। ১
যশোদা রাখেন নাম যাদু বাছাধন।।২
উপানন্দ নাম রাখেন সুন্দর গোপাল। ৩
ব্রজবালক নাম রাখেন ঠাকুর রাখাল।। ৪
সুবল রাখেন নাম ঠাকুর কানাই। ৫
শ্রীদাম রাখিল নাম রাখাল রাজা ভাই।। ৬
ননীচোরা নাম রাখেন যতেক গোপিনী। ৭
কালসোনা নাম রাখেন রাধা বিনোদিনী।। ৮
কুব্জা রাখিল নাম পতিত-পাবন হরি। ৯
চন্দ্রাবলী নাম রাখে মোহন বংশীধারী।। ১০
অনন্ত রাখেন নাম অন্ত না পাইয়া। ১১
কৃষ্ণ নাম রাখেন গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া।। ১২
কন্বমুনি নাম রাখে দেব চক্রপাণি। ১৩
বনমালী নাম রাখেন বনের হরিণী।। ১৪
গজহস্তী নাম রাখেন শ্রীমধুসূদন। ১৫
অজামিল নাম রাখেন দেব নারায়ণ।। ১৬
পুরন্দর নাম রাখেন দেব শ্রীগোবিন্দ। ১৭
দ্রৌপদী রাখেন নাম দেব দীনবন্ধু।। ১৮
সুদাম রাখেন নাম দারিদ্র্য-ভঞ্জন। ১৯
ব্রজবাসী নাম রাখেন ব্রজের জীবন।। ২০
দর্পহারী নাম রাখেন অর্জ্জুন সুধীর। ২১
পশুপতি নাম রাখেন গরুড় মহাবীর।। ২২
যুধিষ্ঠির নাম রাখেন দেব যদুবর। ২৩
বিদুর রাখেন নাম কাঙ্গালের ঠাকুর।। ২৪
বাসুকী রাখেন নাম দেব সৃষ্টি-স্থিতি। ২৫
ধ্রুবলোকে নাম রাখেন ধ্রুবের সারথি।। ২৬

নারদ রাখেন নাম ভক্ত প্রাণধন। ২৭
ভীষ্মদেব নাম রাখেন লক্ষ্মী-নারায়ণ।। ২৮
সত্যভামা নাম রাখেন সত্যের সারথি। ২৯
জাম্বরতি নাম রাখেন দেব যোদ্ধাপতি।। ৩০
বিশ্বামিত্র নাম রাখেন সংসারের সার। ৩১
অহল্যা রাখেন নাম পাষাণ-উদ্ধার।। ৩২
ভৃগুমুনি নাম রাখেন জগতের হরি। ৩৩
পঞ্চমুখে রাম নাম গান ত্রিপুরারি।। ৩৪
কুঞ্জকেশী নাম রাখেন বলি সদাচারী। ৩৫
প্রহ্লাদ রাখেন নাম নৃসিংহ মুরারি।। ৩৬
বশিষ্ঠ রাখেন নাম মুনি-মনোহর। ৩৭
বিশ্বাবসু নাম রাখে নবজলধর।। ৩৮
সম্বর্ত্তক রাখে নাম গোবর্দ্ধনধারী। ৩৯
প্রাণপতি নাম রাখে যত ব্রজনারী।। ৪০
অদিতি রাখিল নাম অরাতি সূদন। ৪১
গদাধর নাম রাখে যমল অর্জ্জুন।। ৪২
মহাযোদ্ধা নাম রাখে ভীম মহাবল। ৪৩
দয়ানিধি রাখে নাম দরিদ্র সকল।। ৪৪
বৃন্দাবন-চন্দ্র নাম রাখে বৃন্দাদূতি। ৪৫
বিরজা রাখিল নাম যমুনার পতি।। ৪৬
বাণীপতি নাম রাখে গুরু বৃহস্পতি। ৪৭
লক্ষ্মীপতি রাখে নাম সুমন্ত্র সারথি। ৪৮
সন্দীপনি নাম রাখে দেব অন্তর্য্যামী। ৪৯
পরাশর নাম রাখে ত্রিলোকের স্বামী।। ৫০
পদ্মযোনি নাম রাখে অনাদির আদি। ৫১
নট-নারায়ণ নাম রাখিল সম্বাদি।। ৫২
হরেকৃষ্ণ নাম রাখে প্রিয় বলরাম। ৫৩
ললিতা রাখিল নাম দূর্বাদলশ্যাম।। ৫৪
বিশাখা রাখিল নাম অনঙ্গমোহন। ৫৫
সুচিত্রা রাখিল নাম শ্রীবংশীবদন।। ৫৬

আয়ান রাখিল নাম ক্রোধ-নিবারণ। ৫৭
চণ্ডকেশী নাম রাখে কৃতান্ত-শাসন।। ৫৮
জ্যোতিষ্ক রাখিল নাম নীলকান্তমণি। ৫৯
গোপীকান্ত নাম রাখে সুদাম-ঘরণী।। ৬০
ভক্তগণ নাম রাখে দেব জগন্নাথ। ৬১
দুর্বাসা রাখেন নাম অনাথের নাথ।। ৬২
রাসেশ্বর নাম রাখে যতেক মালিনী। ৬৩
সর্বযজ্ঞেশ্বর নাম রাখেন শিবানী।। ৬৪
উদ্ধব রাখিল নাম মিত্র-হিতকারী। ৬৫
অক্রূর রাখিল নাম ভব-ভয়হারী।। ৬৬
গুঞ্জমালী নাম রাখে নীল পীতবাস। ৬৭
সর্ববেত্তা রাখে নাম দ্বৈপায়ন ব্যাস।। ৬৮
অষ্টসখী নাম রাখে ব্রজের ঈশ্বর। ৬৯
সুরলোক রাখে নাম অখিলের সার।। ৭০
বৃষভানু নাম রাখে পরম ঈশ্বর। ৭১
স্বর্গবাসী রাখে নাম দেব পরাৎপর।। ৭২
পুলোমা রাখেন নাম অনাথের সখা। ৭৩
রসসিন্ধু নাম রাখে সখী চিত্রলেখা।। ৭৪
চিত্ররথ নাম রাখে অরাতি-দমন। ৭৫
পুলস্ত্য রাখিল নাম নয়ন-রঞ্জন।। ৭৬
কশ্যপ রাখেন নাম রাস-রাসেশ্বর। ৭৭
ভাণ্ডারীক নাম রাখে পূর্ণ-শশধর।। ৭৮
সুমালী রাখিল নাম পুরুষ-প্রধান। ৭৯
পুরঞ্জন নাম রাখে ভক্তগণ প্রাণ।। ৮০
রজকিনী নাম রাখে নন্দের-দুলাল। ৮১
আহ্লাদিনী নাম রাখে ব্রজের-গোপাল।। ৮২
দৈবকী রাখিল নাম নয়নের মণি। ৮৩
জ্যোতির্ময় নাম রাখে যাজ্ঞবল্ক্য মুনি।। ৮৪
অত্রিমুনি নাম রাখে কোটি চন্দ্রেশ্বর। ৮৫
গৌতম রাখিল নাম দেব বিশ্বম্ভর।। ৮৬

মরীচি রাখিল নাম অচিন্ত্য অচ্যুত। ৮৭
জ্ঞানাতীত নাম রাখে সৌনকাদি সুত।। ৮৮
রুদ্রগণ নাম রাখে দেব মহাকাল। ৮৯
বসুগণ রাখে নাম ঠাকুর দয়াল।। ৯০
সিদ্ধগণ নাম রাখে পুতনা-নাশন। ৯১
সিদ্ধার্থ রাখিল নাম কপিল তপোধন।। ৯২
ভাগুরি রাখিল নাম অগতির গতি। ৯৩
মৎস্যগন্ধা নাম রাখে ত্রিলোকের পতি।। ৯৪
শুক্রাচার্য্য রাখে নাম অখিল-বান্ধব। ৯৫
বিষ্ণুলোকে নাম রাখে দেব শ্রীমাধব।। ৯৬
যদুগণ নাম রাখে যদুকুলপতি। ৯৭
অশ্বিনীকুমার নাম রাখে সৃষ্টি-স্থিতি।। ৯৮
অর্য্যমা রাখিল নাম কাল-নিবারণ। ৯৯
সত্যবতী নাম রাখে অজ্ঞান-নাশন।। ১০০
পদ্মাক্ষ রাখিল নাম ভ্রমর ভ্রমরী। ১০১
ত্রিভঙ্গ রাখিল নাম যত সহচরী।। ১০২
বঙ্কচন্দ্র নাম রাখে শ্রীরূপমঞ্জরী। ১০৩
মাধুরী রাখিল নাম গোপী-মনোহারী।। ১০৪
মঞ্জুমালী নাম রাখে অভীষ্ট পূরণ। ১০৫
কুটিলা রাখিল নাম মদন মোহন।। ১০৬
মঞ্জরী রাখিল নাম কর্মবন্ধ-নাশ। ১০৭
ব্রজবধূ নাম রাখে পূর্ণ-অভিলাষ।।১০৮
দৈত্যারি দ্বারকানাথ দারিদ্র্য-ভঞ্জন।
দয়াময় দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ।।
স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি।
বৈকুণ্ঠে ক্ষীরোদ-শায়ী কমলার পতি।।
রসময় রসিক নাগর অনুপম।
নিকুঞ্জ-বিহারী হরি নব ঘনশ্যাম।।
শালগ্রাম দামোদর শ্রীপতি শ্রীধর।
তারকব্রহ্ম সনাতন পরম ঈশ্বর।।

কল্পতরু কমল-লোচন হৃষীকেশ।
পতিতপাবন গুরু জ্ঞান উপদেশ।।
চিন্তামণি চতুর্ভুজ দেব চক্রপাণি।
দীনবন্ধু দেবকীনন্দন যদুমণি।।
অনন্ত কৃষ্ণের নাম অনন্ত মহিমা।
নারদাদি ব্যাসদেব নাহি পান সীমা।।
নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার।
অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার।।
শত ভরি সুবর্ণ কিম্বা গো--কোটি কন্যাদান।
তথাপি না হয় কৃষ্ণের নামের সমান।।
যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি।।
শুন শুন ওরে ভাই নাম সংকীর্ত্তন।
যে নাম শ্রবণে হয় পাপ বিমোচন।।
কৃষ্ণ নাম ভজ জীব আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই যম আগে পিছে।।
কৃষ্ণ নাম হরি নাম বড়ই মধুর।
যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।।
ব্রহ্মাদি দেব ধ্যানে নাই পায় যাঁরে।
সেই হরি বঞ্চিত হলে কি উপায় হবে।।
হিরণ্যকশিপুর উদর বিদারণ।
প্রহ্লাদে করেন রক্ষা দেব নারায়ণ।।
বলিরে ছলিতে প্রভু হলেন বামন।
দ্রৌপদীর লজ্জা হরি কৈলা নিবারণ।।
অষ্টোত্তর শত নাম করিলে পঠন।
অনায়াসে মিলে রাধাকৃষ্ণের চরণ।।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করেন নন্দের নন্দন।
মথুরায় কংস ধ্বংস লঙ্কায় রাবণ।।
বকাসুর বধ আদি কালিয় দমন।
দ্বিজ হরি কহে এই নাম সংকীর্ত্তন।।

---ঃঃ---

দিব্যপুরুষ জয়গাথা

(১)

সমস্ত শাস্ত্র সাগর—প্রশস্তমন্দরোপমঃ
প্রভূতযত্ন সুন্দরশ্চিরত্ন রত্নদোহনঃ।
কলি প্রভাবকালিম প্রকামকামদাহনো
জয়ত্যুপেন্দ্রমোহনো জগজ্জনৈকমোহনঃ।।

(২)

যদা সিতাঙ্গপুঙ্গব—প্রচাররঙ্গ রঞ্জিতো
বভূব বঙ্গদেশজঃ সমাজ লঙ্ঘনোদ্যতঃ।
তদাত্মগর্জনোর্জিত—প্রতাপ সৃষ্ট কম্পনো
জয়ত্যুপেন্দ্রমোহনো বিমূঢ় চিত্ত শোধনঃ।।

(৩)

অপূর্ববৈষ্ণবাগ্রণী দ্বিজান্ববায় সম্ভবো
গভীরভক্তি সংবিদাং নবো মহত্তরোহর্ণবঃ।
অশেষ দেশ ভারতী রতি প্রগাঢ় ভাবনো
জয়ত্যুপেন্দ্রমোহনশ্চলন্মনঃ প্রবোধনঃ।।

(৪)

প্রণীতভূরিপুস্তকঃ প্রতীত সূরিসত্তম
স্তথাপি নিঃস্পৃহো যশো-ধনেষু বীতবিভ্রমঃ।
বহূপদেশদেশিকঃ কৃত স্বনামগোপনো
জয়ত্যুপেন্দ্রমোহনো বিলাসমোহনাশনঃ।।

(৫)

স্বধর্মমর্ম সম্ভৃতো দৃঢ়স্থিতিপ্রতিষ্ঠিতো
মহাব্ধিবদ্ হিমাদ্রিবদ্ গভীরতুঙ্গতান্বিতঃ।
অলঙ্ঘ্যতাগুণালয়ো মহার্ঘ্য দিব্য পুরুষো
জয়ত্যুপেন্দ্রমোহনঃ স্বয়ং প্রকাশ সদ্রসঃ।।

(শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ)

দ্রৌপদীর কৃষ্ণ স্তুতি

ওহে প্রভু কৃপাসিন্ধু অনাথ জনার বন্ধু
অখিলের বিপদভঞ্জন।
এই জন-সভার মাঝ ইথে নিবারিতে লাজ
তোমা বিনা নাহি অন্যজন।। ১।।
যে প্রভু পালিতে সৃষ্টি সংহার করিতে ঋষ্টি
পুনঃ পুনঃ হও অবতার।
তাঁহার চরণ ছায়া স্মরিয়া সঁপিনু কায়া
অনাথার কর প্রতিকার।। ২।।
বিষদন্তী খরক্রোধে ভুজঙ্গ দন্তীর পদে
যেই প্রভু রাখিলে প্রহ্লাদে।
তাঁহার চরণ যুগে দ্রৌপদী শরণ মাগে
রক্ষা কর বিষম প্রমাদে।। ৩।।
যাঁহার উজ্জ্বল চক্র কাটিয়া মস্তক নক্র
নিস্তার করিল গজরাজ।
বল করে দুরাশয়ে শরণ নিলাম ভয়ে
তাঁহার চরণ পদ্মমাঝ।। ৪।।
যেই প্রভু ঈষদক্ষে কৃপায় সংসার রক্ষে
নাচয়ে যে ফণাধর-মুণ্ডে।
তাঁহার চরণ-রঙ্গ সঁপিনু আমার অঙ্গ
রাখ প্রভু দুষ্ট কুরুদণ্ডে।। ৫।।
যে প্রভু কপটে ছলি পাতালে লইল বলি
নির্ভয় করিয়া শচীপতি।
তাঁহার ত্রিপাদ পদ্ম ত্রিপথ গামিনী সদ্ম
তিনি বিনা নাহি মম গতি।। ৬।।
পরশি যে পদধূলা অনেক কালের শিলা
দিব্যরূপ অহল্যা পাইল।

জলনিধি করি বন্ধ বিনাশেন দশস্কন্ধ
দ্রৌপদী শরণ তাঁর নিল।। ৭।।
যে প্রভু পর্ব্বত ধরি গোকুলের গোপনারী
রক্ষা কৈলা ইন্দ্রের বিবাদে।
বেদশাস্ত্র লোকে খ্যাত পতিপুত্রগণ নাথ
পাণ্ডু-বধূ রাখহ প্রমাদে।। ৮।।
যাঁহার সৃজন সৃষ্টি সংসার যাঁহার দৃষ্টি
মোর দুঃখ কেন নাই দেখ।
বলিষ্ঠ দুর্জন জনে পীড়ন করিছে শুনে
এ সঙ্কটে কেন নাহি রাখ।। ৯।।
নৃসিংহ বামন হরি বিষ্ণু সুদর্শন ধারী
মুকুন্দ মুরারী মধুহারী।
নারায়ণ বিষ্ণু রাম ইত্যাদি যতেক নাম
লয়ে ডাকে দ্রুপদ কুমারী।। ১০।।
দ্রৌপদী আকুল জানি অস্থির যে চক্রপাণি
যাঁর নাম আপদ-ভঞ্জন।
ধর্ম্মরূপে জগৎপতি রাখিতে এলেন সতী
সত্যধর্ম্ম করিতে পালন।। ১১।।
আকাশ মার্গেতে রয়ে বিবিধ বসন লয়ে
দ্রৌপদীরে সঘনে যোগান।
যত দুঃশাসন কাড়ে ততেক বসন বাড়ে
সর্ব্ব গায় করি আচ্ছাদন।। ১২।।
লোহিত পিঙ্গল পীত নীল শ্বেত বিরচিত
নানা চিত্র বিচিত্র বসনে।
বিবিধ বর্ণের সাড়ী দুঃশাসন ফেলে কাড়ি
পুঞ্জ পুঞ্জ হইল স্থানে স্থানে।। ১৩।।
পর্ব্বত সমান বাস দেখি লোকে হৈল ত্রাস
চমৎকার হইল সভাতে।

কভু নাহি দেখি শুনি সভাজন বলে বাণী
ধন্য ধন্য দ্রুপদ দুহিতে।। ১৪।।
ধন্য গর্গ মহামুনি নিস্তার করিতে প্রাণী
বাছিয়া থুইল কৃষ্ণ নাম।
যে নাম লইলে তুণ্ডে বিবিধ দুর্গতি খণ্ডে
হেলে পায় সবাঞ্ছিত কাম।। ১৫।।
নরেতে যে নাম ধরি ভবসিন্ধু যায় তরি
খণ্ডে মৃত্যুপতি দণ্ড-দায়।
ক্ষণেক যে নাম জপি অশেষ পাপের পাপী
সকল ধর্ম্মের ফল পায়।। ১৬।।
ভারত অমৃত কথা ব্যাস বিরচিত গাথা
অবহেলে যেইজন শুনে।
দুরন্ত সংসার তরি যায় সেই নিত্যপুরী
কাশীরামদাস বিরচনে।।

—ঃঃ—

শ্রীকৃষ্ণ-স্তুতি (গোপী-গীত)

তব জন্মবশে ব্রজ ধন্য মানি,
প্রিয় নিত্য বসে হেথা লক্ষ্মীরাণী।
শুধু তোমারি তরে মোরা প্রাণ ধরি,
মরি খুঁজে হে খুঁজে—দেখা দাও হে হরি।। ১।।
নব পদ্মসম তব নেত্র দিয়া।
আছে বিদ্ধ সদা হের গোপী হিয়া।
মোরা মূল্য বিনা তব দাসী পদে,
কেন ইচ্ছা তব হেন নারী বধে?।। ২।।

বিষ-অম্বু পানে, অঘ-দৈত্য-করে,
পরি-বর্ষ-বায়ে কত ব্যাল ডরে,
তব শক্তিবলে সবে মৃত্যু তরে—
মরে দাসীগণে—আজি রক্ষ হরে।। ৩।।
শুধু গোপরাজ-সুত নও হে তুমি,
সারা-বিশ্বহৃদে তুমি জ্ঞানভূমি।
পরমেষ্ঠী যাচে ভব-রক্ষা-তরে,
তাই জন্ম নিলে বসুদেব-ঘরে।। ৪।।
ওগো বৃষ্ণিবর! ভব মুক্তি-তরে
নাশ' ভক্ত-ভয়ে সেই স্নিগ্ধ করে।
সেই পদ্মকরে নিজ পদ্মাধরে,
সেই পুণ্য-করে রাখ শীর্ষ-পরে।। ৫।।
ব্রজ-দুঃখহর! মৃদু হাস্য লয়ে
নাশ' ভক্ত-হৃদি-স্থিত গর্ব্বচয়ে।
তব দাসীগণে রাখ স্নেহ দানে
দেখা দাও হে দয়াময় আত্মজনে।। ৬।।
পদপদ্ম তব নত পাপ হরে,
চলে ধেনুসনে, সেবে লক্ষ্মী করে,
দাপে দর্পিত ফণি-ফণ বীর্য্যভরে,
হৃদি কামনা ভরি' রাখ বক্ষ পরে।। ৭।।
চির-বল্গু-কথাযুত বাক্য দিয়া
হর পদ্ম-দলেক্ষণ! বিজ্ঞ-হিয়া;
মোরা মুগ্ধা সদা তব আজ্ঞাকারী,
তব স্পর্শসুধা দেহি চিত্ত ভরি'।। ৮।।
বচনামৃত তব চির প্রাণপ্রদ,
শ্রুতিমঙ্গল, নাশে মন-পাপমদ,

গাহে ব্রহ্মবাদী সদা বিশ্ব-ভরি'
আছি পুণ্যকথা শুনি' প্রাণ ধরি'।। ৯।।
মৃদু হাস্যভরা স্নেহদৃষ্টি তব,
বনলীলা—বিচিন্তনে নিত্য শুভ,
তব নির্জ্জন-সঙ্কেত চিত্ত মাঝে
শঠ! যন্ত্রণা দেয় আজি ক্ষুব্ধ লাজে।। ১০।।
চল গোষ্ঠ পথে লয়ে গাভীদলে,
শিল-কন্টক-কুশ ফুটে পাদতলে,
পদপদ্ম হতে কত রক্ত ঝরে—
স্মরি দাসীগণ তব দুঃখে মরে।। ১১।।
দিনমান শেষে ঘন রাত্রি আসে,
মুখচন্দ্র ঢাকে তব নীলকেশে।
উড়ি' গোষ্ঠরেণু পড়ে ম্লানমুখে
স্মরি' বীর হে মরি মোরা মৌনদুখে।। ১২।।
শরণাগত-কামদ—শান্তি ভরা—
বিধিবন্দিত—চিন্তনে বিঘ্নহরা—
ধরণীতল-মণ্ডন সৌম্য সাজে—
তব পাদকমল রাখ বক্ষ মাঝে।। ১৩।।
তব ওষ্ঠ পুটে মৃদু বায়ুভরে
উঠে বেণু বাজি, মন-শোক হরে—
বৃথা লিপ্সা যত ভুলে সর্ব্বজনে,
তব স্পর্শ দেহি আজি দেহ মনে।। ১৪।।
দিনে যাও হে যবে চলি বৃন্দাবনে,
যুগ দীর্ঘ লাগে মনে অর্দ্ধক্ষণে;
হেরি সন্ধ্যাকালে মুখপদ্ম খানি
থাকি আঁখি মেলি, — মনে ধন্য মানি।। ১৫।।

তব বেণুরবে শঠ! আত্মভুলে
করি লঙ্ঘন পতিসুত-জ্ঞাতি-কুলে।
হেথা আগত আজি মোরা রাত্রিবেলা,
অভিসারিকা বলি যেন করো না হেলা।। ১৬।।
স্মিত-বীক্ষণ সঙ্কেত-প্রেম ছলে
জ্বলে কামনা অন্তরে পূর্ণবলে;—
তব ইন্দিরামন্দির বক্ষপুটে
মুহুরাকুল মূর্চ্ছিত চিত্ত লুটে।। ১৭।।
তব সঙ্গলাভে ব্রজবাসী যত
মনে ধন্য মানে, — হত পাপশত
মোরা তোমারে চাহি' নয়, মরিতে পারি,—
মরে সর্ব্বজন,— দেখা দাও হে হরি।। ১৮।।
যে পদ কোমল বলি সাবধানে ধরি বুকে,
বনে বনে সেই পদে কেমনে ভ্রমিছ সুখে?
পাষাণে কি কুশাঙ্কুরে ব্যথা কি হে নাই পাও
গোপীজীবন-ধন। দেখা দাও,— দেখা দাও।। ১৯।।

—ঃঃ—

শ্রীরামনাম-মাহাত্ম্য

শমন দমন রাবণ রাজা
রাবণ-দমন রাম।
শমন ভবন না হয় গমন
যে লয় রামের নাম।। ১।।
সুকৃত জনন দুষ্কৃত দমন
শ্রুতি সুখ রামায়ণ।
শ্রবণ মনন করে যেই জন।
তা'রে তুষ্ট নারায়ণ।। ২।।
রাম নাম জপ ভাই অন্য কর্ম্ম পিছে।
সর্ব্ব ধর্ম্মকর্ম্ম রাম নাম বিনা মিছে।। ৩।।

শ্রীরামের মহিমার কি দিব তুলনা।
তাহার প্রমাণ দেখ গৌতম ললনা।। ৪।।
করিলেন অশ্বমেধ শ্রীরাম যতনে।
অশ্বমেধ ফল পায় রামায়ণ শুনে।। ৫।।
রাম নাম লইতে না কর ভাই হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবারে রাম নাম ভেলা।। ৬।।
অনাথের নাথ রাম প্রকাশিতে লীলা।
বনের বানর বন্দী জলে ভাসে শিলা।। ৭।।
রাম নাম স্মরণে যমের দায়ে তরি।
ভবসিন্ধু তরিবারে রামপদ তরী।। ৮।।
শ্রীরাম স্মরিয়া যেবা মহারণ্যে যায়।
ধনুর্ব্বাণ লয়ে রাম পশ্চাতে তার ধায়।। ৯।।
রাম রাম বল ভাই মুখে বার বার।
ভেবে দেখ রাম বিনা গতি নাহি আর।। ১০।।
এমত রামের গুণ কে দিবে তুলনা।
পদস্পর্শে শিলা নর নৌকা হয় সোনা।। ১১।।
পার কর রামচন্দ্র পার কর মোরে।
দীন দেখি নৌকা রাম লয়ে গেল দূরে।। ১২।।
যার সঙ্গে কড়ি ছিল গেল পার হয়ে।
কড়ি বিনা পার করে তা'কে বলি নেয়ে।। ১৩।।
ধ্যান পূজা তন্ত্র মন্ত্র যার নাহি জ্ঞান।
তারে যদি পার কর তবে বলি রাম।। ১৪।।
যোগ যাগ তন্ত্র মন্ত্র যেই জন জানে।
তা'রে কি তরাবে রাম তরে নিজ গুণে।। ১৫।।
মোর সঙ্গে কড়ি নাই পার হব কিসে।
কর বা না কর পার কূলে আছি বসে।। ১৬।।
নেয়ের স্বভাব আমি জানি ভালে ভালে।
কড়ি না পাইলে পার করে সন্ধ্যাকালে।। ১৭।।
আপনি যে ভাঙ্গ প্রভু আপনি যে গড়।
সর্প হৈয়া দংশ তুমি ওঝা হইয়া ঝাড়।। ১৮।।

সকলি তোমার লীলা সব তুমি পার।
হাকিম হয়ে হুকুম দাও পেয়াদা হয়ে মার।। ১৯।।
অধম দেখিয়া যদি দয়া না করিবে।
পতিত-পাবন নাম কি গুণে ধরিবে।। ২০।।
সাধু জনে তরাইতে সর্ব্বদেব পারে।
অসাধু তরান যিনি ঠাকুর বলি তারে।। ২১।।
অহল্যা পাষাণ হ'য়ে ছিল দৈববশে।
মুক্তিপদ পাইল তব চরণ পরশে।। ২২।।
পার কর রামচন্দ্র রঘু-কুলমণি।
তরিবারে দু'টিপদ করেছ তরণী।। ২৩।।
তুমি যদি ছাড় মোরে আমি না ছাড়িব।
বাজন নূপুর হয়ে চরণে বাজিব।। ২৪।।
রাম-নদী বয়ে যায় দেখহ নয়নে।
তাহে গিয়া স্নান কর কূলে বসি কেনে।। ২৫।।
এ নদীর মধ্যে নাই কুম্ভীর হাঙ্গর।
ঝড় বৃষ্টি কিছু নাই ইহার উপর।। ২৬।।
পাবে স্বচ্ছ সুশীতল সুমধুর জল।
কোথায় চলিয়া যাবে অন্তরের মল।। ২৭।।
যতই করিবে পান না মিটিবে আশা।
জল পিতে পিতে পুনঃ বাড়িবে পিয়াসা।। ২৮।।
বারেক যাইলে রাম নদীর ওপার।
এ'পারে আসিতে নাহি হয় পুনর্ব্বার।। ২৯।।
হ্যাদেরে পামর লোক পার হ'বে যদি।
প্রিয় রাম-নামামৃত ব'য়ে যায় নদী।। ৩০।।
মৃত্যুকালে একবার রাম বলি ডাকে।
স্বর্গে যায় সেই, যম দাঁড়াইয়া দেখে।। ৩১।।
এমন রামের গুণ কি বর্ণিতে পারি।
হেলায় তরিয়া যাবে মুখে বল হরি।। ৩২।।

—ঃঃ—

শ্রীশ্রীরামায়ণ-কীর্ত্তনম্।

বালকাণ্ডম্ ।

পূর্ণব্রহ্ম পরাৎপর রাম
তুরীয়-নির্গুণ-গুণময় রাম
স্বপ্ন-সুষুপ্তি-নিয়ামক রাম
ধৃতসুর-তির্য্যগ্ নরতনু রাম।।
প্রণবানন্তর্গত সীতারাম
কালাত্মক পরমেশ্বর রাম
শেষতল্প-সুখ-নিদ্রিত রাম
কমলা-সেবিত-পদযুগ রাম।।
ব্রহ্মাদ্যমর-প্রার্থিত রাম
চন্দ্র-কিরণকুল-মণ্ডন রাম
কৌশল্যা-সুখবর্দ্ধন রাম
দশরথ-তোষণ-কারণ রাম।।
বালক-লীলা-চঞ্চল রাম
কৌশিক-সহচর-সানুজ রাম
গাধিজ-মখ-সংরক্ষণ রাম।।
মারীচ-দূরোৎসারণ রাম
মনুজী-কারক-পদরজ রাম
শ্রীমদহল্যোদ্ধারক রাম
নাবিক-ধাবিত-পদযুগ রাম।।
মিথিলা-পুরজন-মোহন রাম
ত্র্যম্বক-কার্ম্মুক-ভঞ্জক রাম
জনক-তপঃফল-রূপক রাম
সীতার্পিত-বর-মালিক রাম।।

কৃতবৈবাহিক-যৌতুক রাম
ভার্গব-দর্প-বিনাশক রাম
শ্রীমদযোধ্যাভূষণ রাম
সর্ব্ব-চরাচর-রঞ্জন রাম
রাম রাম জয় রাম রাজা রাম
পতিত-পাবন সীতারাম।।

—ঃঃ—

অযোধ্যা-কাণ্ডম্।

অগণিত-গুণগণ ভূষিত রাম
শ্রীমদ্‌রবিকুল-দীপক রাম
কোশল লক্ষ্মী-বাঞ্ছিত রাম
কেকয়তনয়া-বঞ্চিত রাম।।
পিতৃবাক্যাশ্রিত-কানন রাম
প্রিয়গুহকার্চ্চিত-তাপস রাম
ভরদ্বাজাশ্রম-পূজিত রাম
চিত্র-কূটাদ্রি-নিবাসন রাম।।
দশরথ-সন্তত-চিন্তিত রাম
দুঃখিত-ভরত-প্রার্থিত রাম
কৃত-নিজ-পিতৃ-কর্ম্মক রাম
ভরতার্পিত-নিজ পাদুকা রাম
রাম রাম জয় রাজারাম
পতিত-পাবন সীতারাম।।

অরণ্যকাণ্ডম্ ।

দণ্ডক-কানন-বিহরণ রাম
দুষ্ট-বিরাধ-বিদারক রাম
মুনিজন গণ-দত্তাভয় রাম
সুতীক্ষ্ণ-শরভঙ্গার্চ্চিত রাম।।
অগস্ত্যদণ্ড-মহাযুধ রাম
গৃধ্রাধিপ-সংসেবিত রাম
পঞ্চবটীতট-সুস্থিত রাম
হৃত-শূর্পনখা-নাসিক রাম।।
হত-খর-দূষণ-রাক্ষস রাম
সীতা-প্রিয়-মৃগ বঞ্চিত রাম
মায়ামৃগ-সংহারক রাম
রাবণহৃত-নিজদারক রাম।।
দারান্বেষণ-তৎপর রাম
গৃধ্রাধিপ-গতিদায়ক রাম
শবরীপূজিত সানুজ রাম।।
রাম রাম জয় রাজারাম
পতিত-পাবন সীতারাম।।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডম্ ।

পম্পা-সরসী-তটগত রাম
সীতাবিরহ-ব্যাকুল রাম
ঋষ্যমূক-সমুপাগত রাম
বটতনু-হনুমৎ-পূজিত রাম।।
দুন্দুভি-শির-উৎসারণ রাম
দারিত-তালী-সপ্তক রাম
নতসুগ্রীবাভীষ্টদ রাম
গর্ব্বিত-বালি-বিনাশক রাম।।

তারা-তারণ-কারণ রাম
অভিষিক্তাঙ্গদ-বন্দিত রাম
প্রবর্ষণ-শিখরা-বাসক রাম
বিরহজ-পীড়া-কাতর রাম।।
ত্রাসিত-বিস্মৃত-কপিবর রাম
বানর-সেনা-পরিবৃত রাম
প্রেষিত-বানর-নায়ক রাম
হনূমদর্পিত-মুদ্রক রাম
রাম রাম জয় রাজারাম
পতিত-পাবন সীতারাম।।

সুন্দর-কাণ্ডম্ ।

মারুতি-সন্তত-সংস্মৃত রাম
তদ্গতি-বিঘ্ন-ধ্বংসক রাম
সীতা-সন্তত-চিন্তিত রাম
সীতা প্রাণধারক রাম।।
দুষ্ট দশানন-নিন্দিত রাম
শিষ্ট-হনূমদ্-ভূষিত রাম
মারুতি-নাশিত-রাক্ষস রাম
সীতাশোক-বিনাশক রাম
আগত-হনূমদ্ বন্দিত রাম
কৃত চূড়ামণি-দর্শন রাম
সীতা-বার্ত্তা-তোষিত রাম
কপিবর-দত্তালিঙ্গন রাম
রাম রাম জয় রাজারাম
পতিত-পাবন সীতারাম।।

লঙ্কাকাণ্ডম্ ।

বানর-সৈন্য-সমাবৃত রাম
সহ্য-মলয়-সমতিক্রম রাম
জলনিধি বেলা বাসক রাম
বিভীষণাভয়-দায়ক রাম।।
রাবণ-চর-শুক-তারক রাম
বিপুল-সুবেলা-চলগত রাম
জলনিধি-গর্ব্ব-বিনাশক রাম
সাগর-সেতুনিবন্ধক রাম
রাক্ষস-সঙ্ঘ-বিমর্দ্দক রাম
কুম্ভকর্ণ-সংহারক রাম
মুনিবর-নারদ-সংস্তুত রাম
রাবণ-কণ্ঠ-বিকুণ্ঠক রাম।।
অভিষিক্ত-বিভীষণ-নত রাম
সীতালোকন সত্বর রাম
অনল-বিশোধিত-জানকি রাম
ব্রহ্মেন্দ্রাদি-সপীড়িত রাম
খস্থিত-দশরথ-বীক্ষিত রাম
সাদর-বন্দিত পিতৃপদ রাম
মৃত-বানর-সঞ্জীবন রাম
পুষ্কর রথগত সীতারাম।।
ভরদ্বাজাশ্রম সৎকৃত রাম
ভরত-প্রাণানন্দক রাম
জননী গুরুজন বন্দক রাম
অভিষেকোৎসব-হর্ষিত রাম
কোশল কুলানুকূলক রাম
সমগ্র লোক-সুখাবহ রাম
অযোধ্যা-জন মুক্তিদ রাম

রাম রাম জয় রাজারাম
পতিত-পাবন সীতারাম।।

উত্তরকাণ্ডম্ ।

আগত-মুনিগণ সংস্তুত রাম
বিশ্রুত-দশ কণ্ঠোদ্ভব রাম
জনক-তনয়া-দুখবিহরণ রাম
নীতি-সুরক্ষিত-জনপদ রাম
লোকাপবাদ-পীড়িত রাম
সীতা-নির্বাসন কর রাম
সীতা-তোষিত লক্ষ্মণ রাম
কারিত লবণাসুর বধ রাম
স্বর্গত-শম্বুক স্তুতিকৃত রাম
স্বতনয়-কুশলব-তোষিত রাম
অশ্বমেধ-যজ্ঞ-দীক্ষিত রাম
বর্জ্জিত-সীতা লক্ষ্মণ রাম
কালাবেদিত-নিজপ্রদ রাম
বিধিমুখ-বিবুধানন্দক রাম
তেজোময়-নিজ রূপক রাম
সংস্কৃতি-বন্ধ বিনায়ক রাম
বৈকুণ্ঠালয়-সংস্থিত রাম
ব্রহ্মানন্দ পদস্থিত রাম
পাহি-পাহি রঘুনায়ক রাম
আর্ত্তত্রাণ-পরায়ণ রাম

রাম রাম জয় রাজারাম
পতিতপাবন সীতারাম।।

---ঃঃ---

মালক্ষ্মীর বাসস্থান

নারায়ণ জিজ্ঞাসেন লক্ষ্মী গুণবতি
কোন কোন স্থানে বল তোমার বসতি।
উত্তর দিলেন লক্ষ্মী নিবেদন করি
কাহারে সদয়া আমি কারে পরিহরি।। ১।।
শুচি অঙ্গ শুচি বস্ত্র শুচি যার মন
সর্ব্ব কর্ম্ম পরিপাটী সুমিষ্ট বচন।
গতি ধীর দৃষ্টি স্থির হস্ত সদা বশ
অল্প কথা মৃদুভাষী লোকে করে যশ।। ২।।
গুরুজন বৃদ্ধজন যার পূজা পায়,
অলসে অধম অন্ন কভু নাহি খায়।
অদ্যকার ব্যয় করে কল্যকার রাখি,
এমন লোকের ঘরে সদা আমি থাকি।। ৩।।
নিত্য নিদ্রা ভাঙ্গে যার সূর্য্যোদয় হলে
সন্ধ্যার প্রদীপ যার গৃহে নাহি জ্বলে।
গৃহকর্ম্ম রন্ধনেতে ক্ষমতা যার নাই
অন্নে যার কীট কেশ ব্যঞ্জনেতে ছাই।। ৪।।
যথা তথা মলমূত্র বসন মলিন
খন্ খন্ ঝন্ ঝন্ দ্বন্দ্ব রাত্রি দিন।
আহারের চেষ্টা সদা বড় বড় গ্রাস
তার দিকে চাহিতে আমার লাগে ত্রাস।। ৫।।
শ্বশুর শ্বাশুড়ী সহ কোন্দল যে করে
কভু নাই যাই প্রভু তাহাদের ঘরে।
ছোট বড় লোক আমি না করি বিচার
মনের ভক্তিতে পূজা করে যে আমার।। ৬।।
মুষ্টিমাত্র অন্ন যার বহু লোকে খায়
আয় ব্যয় দান ধ্যানে সর্ব্বকাল যায়।

মুক্তহস্তে ধন দিতে সবারে যে পারে
তৃণ কুটা পর্য্যন্ত সঞ্চয় করি রাখে।। ৭।।
পঞ্চযজ্ঞ যার ঘরে হয় নারায়ণ
তার গৃহ আমি নাহি ছাড়ি কদাচন।
দুই বেলা ছড়া ঝাঁট সন্ধ্যাবেলা বাতি
লক্ষ্মী বলেন সেই ঘরে আমার বসতি।। ৮।।

---ঃঃ---

শ্রীশ্রীমালক্ষ্মীর ব্রতকথা

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ।।
শারদ পূর্ণিমা নিশি নির্ম্মল আকাশ।
মন্দ মন্দ বহিতেছে শীতল বাতাস।।
রত্ন সিংহাসনে বসি লক্ষ্মী নারায়ণ।
করিছেন নানাবিধ মিষ্ট আলাপন।।
হেনকালে আসিলেন ব্রহ্মার নন্দন।
বীণা করে গাহিছেন হরি গুণ গান।।
নারদে দেখিয়া হরি জিজ্ঞাসে তখন।
কি নিমিত্ত ব্রহ্মপুত্র হেথা আগমন।।
শুনিয়া নারদ মুনি আহ্লাদিত মন।
প্রণমিয়া বলিলেন বিনম্র বচন।।
ওগো মাতঃ নারায়ণি কেমন বিচার।
কমলা চঞ্চলা হয়ে ভ্রম দ্বারে দ্বার।।
ক্ষণিকের তরে তব কোথা নাই ঠাঁই।
নরলোকে সহিতেছে দুর্গতি সবাই।।
সতত পাপেতে রত নর-নারীগণ।
দুঃসহ যন্ত্রণা আর দুর্ভিক্ষ ভীষণ।।

অন্নাভাবে শীর্ণকায় দেহ বলহীন।
করিতেছে আত্মহত্যা অতি দুঃখ মন।।
প্রাণোপমা পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজন।
করিতেছে পরিত্যাগ অন্নের কারণ।।
বলগো বলগো মাতঃ কি পাপের ফলে।
ভীষণ দুর্ভিক্ষ সদা মর্ত্ত্যলোকে জ্বলে।।
কমলা ব্যথিত হয়ে দুঃখিত অন্তরে।
কহিলেন অতঃপর ক্ষুণ্ণ ঋষিবরে।।
মর্ত্ত্যলোকে শোক পায় দুঃখের বিষয়।
কুকর্ম্মের ফল ইহা জানিবে নিশ্চয়।।
চঞ্চলা হইল নাম কি লাগি আমার।
মন দিয়া শুন তবে কারণ ইহার।।
দিবানিদ্রা অনাচার রাগ অহঙ্কার।
আলস্য ঝগড়া মিথ্যা ঘিরেছে সংসার।।
উচ্চহাসি উচ্চকথা করে বামাগণে।
সন্ধ্যাকালে নিদ্রা যায় ঝগড়া জনে জনে।।
দয়া মায়া লজ্জা ঘৃণা দিয়া বিসর্জ্জন।
যেখানে সেখানে করে স্বেচ্ছায় গমন।।
না দেয় প্রদীপ ধূপ প্রতি সন্ধ্যাকালে।
বেশ ভূষা করে কিংবা রং মাখে গালে।।
সকালে না দেয় কভু গোবরের ছড়া।
পাছে ময়লা হয় তার সেমিজাদি পরা।।
লক্ষ্মী স্বরূপিণি নারী করিয়া সৃজন।
পাঠায়েছি মর্ত্ত্যলোকে সুখের কারণ।।
ক্ষণিক সুখের জন্য ভুলিয়া আমায়।
অকার্য্যে কুকার্য্যে তারা সংসার মজায়।
শ্বশুর শ্বাশুড়ি প্রতি নহে ভক্তিমতি।
সদা বর্ষে বাক্যবাণ তাঁহাদের প্রতি।।
স্বামীর আত্মীয় গণে না করে আদর।

কেবল থাকিতে চাহে হয়ে স্বতন্তর।।
লজ্জা মায়া গুণ যত নারীর ভূষণ।
একে একে হৃদি হতে করিছে বর্জ্জন।।
অতিথি দেখিলে তারা কষ্ট পায় মনে।
স্বামীর খাবার আগে খায় নারীগণে।।
স্বামীরে করিছে হেলা না শুনে বচন।
ছাড়িয়াছে গৃহ কার্য্য ছেড়েছে রন্ধন।।
পুরুষেরা বাজে কাজে সময় কাটায়।
মিথ্যা কথা ছাড়া কভু বাক্য নাহি কয়।।
কেবল উহারা মোরে জ্বালাতন করে।
চঞ্চলা হইয়া তাই ফিরি দ্বারে দ্বারে।।
ঈর্ষা আর হিংসাপূর্ণ মানব হৃদয়।
পরশ্রী হেরিলে কাতর বিষণ্ণতাময়।।
দেব দেবী ভক্তিহীন তুচ্ছ গুরুজন।
কেবল নিজের সুখ করে অন্বেষণ।।
রসনার তৃপ্তি জন্য অখাদ্য ভক্ষণ।
তারি ফলে নানা কষ্ট অকালে মরণ।।
যেই ঘরে এইরূপ পাপের আচার।
অচলা হইয়া সেথা থাকি কি প্রকার।।
ছাড়িয়া এসব দোষ হ'লে সদাচারী।
নিশ্চয় থাকিব তথা দিবা বিভাবরী।।
এতশুনি ঋষিবর কহে দুঃখ মনে।
কি হলে সন্তুষ্ট হবে দীন নরগণে।।
পারে কি হেরিতে নর তব পদছায়া।
ওমা লক্ষ্মীদেবি, তুমি না করিলে দয়া।।
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের তুমি অধিকারী।
জগৎ প্রসূতি তুমি জগৎ ঈশ্বরী।।
দয়া করি কর মাতঃ বিহিত বিধান।
মানবের দুঃখ দেখি কাঁদিছে পরাণ।।

নারদের বাক্যে দয়া উপজিল মনে।
বিদায় করিল তারে মধুর বচনে।।
নর নারীদের দুঃখে কাঁদিছে অন্তর।
এর প্রতিকার আমি করিব সত্বর।।
তারপর কমলিনী ভাবে মনে মনে।
ভূলোকের দুঃখ নাশ করিব কেমনে।।
ভাবিয়া চিন্তিয়া কহে নারায়ণ প্রতি।
কেমনে হরিব হরি নরের দুর্গতি।।
কেমনে তাদের কষ্ট করিব মোচন।
বলে দাও মোরে প্রভু হৃদয়রঞ্জন।।
শুনিয়া লক্ষ্মীর বাণী কহে লক্ষ্মীপতি।
উতলা হোয়ো না দেবি স্থির কর মতি।।
মন দিয়া শুন লক্ষ্মী বচন আমার।
লক্ষ্মীব্রত মর্ত্ত্যলোকে করহ প্রচার।।
গুরুবারে সন্ধ্যাকালে মিলি নারীগণে।
পূজিয়া শুনিবে কথা আহ্লাদিত মনে।।
বাড়িবে ঐশ্বর্য্য ধন তোমার কৃপায়।
দারিদ্রতা চলে যাবে জানিও নিশ্চয়।।
নারায়ণ বাক্যে দেবি অতি হৃষ্ট মনে।
চলিলা মর্ত্ত্যেতে লক্ষ্মী ব্রত প্রচারণে।।
মহেন্দ্রনগরে লক্ষ্মী হন উপনীত।
দেখিয়া শুনিয়া হল বড়ই চিন্তিত।।
নগরের অধীশ্বর ভবেশ্বর রায়।
অপার ঐশ্বর্য্য তার কুবেরের প্রায়।।
সোনার সংসার তার শূন্য হিংসা দ্বেষ।
পালিত অধীন গণে পুত্র নির্ব্বিশেষ।।
এক অন্নে সাত পুত্রে রাখি ভবেশ্বর।
যথাকালে গেল তিনি চলি লোকান্তর।।
ভার্য্যার কুহক চক্রে সপ্ত সহোদর।

হইল পৃথক অন্ন কিছুদিন পর।।
হিংসা দ্বেষ অলক্ষ্মীর যত সহচর।
ক্রমে ক্রমে সবে আসি প্রবেশিল ঘর।।
একে একে লক্ষ্মীদেবী ছাড়িল সবারে।
সোনার সংসার তার গেল ছারেখারে।।
বৃদ্ধা ভবেশ্বরপত্নী নিজ ভাগ্য দোষে।
না পারে থাকিতে আর বধূদের রোষে।।
চলিল অরণ্যে বৃদ্ধা ত্যজিতে জীবন।
অদৃষ্টের ফলে হয় এরূপ ঘটন।।
অন্নাভাবে জীর্ণ দেহ মলিন বসন।
চলিতে শকতি নাই করিছে রোদন।।
হেন কালে বৃদ্ধা বেশে দেবী নারায়ণী।
বন মধ্যে আবির্ভূতা হইল আপনি।।
জিজ্ঞাসে তাহারে দেবী সুমধুর স্বরে।
কি জন্য এসেছ তুমি এ ঘোর কান্তারে।।
কাহার তনয়া তুমি কাহার ঘরণী।
কি হেতু বিষণ্ন মুখ কহ দেখি শুনি।।
বুড়ী বলে পতি হীনা, আমি অভাগিনী।
কি কাজ শুনিয়া মম দুঃখের কাহিনী।।
পিতা পতি ছিল মোর অতি ধনবান।
সদা ছিল মোর ভাগ্যে লক্ষ্মী অধিষ্ঠান।।
সোনার সংসার মোর ছিল ধনে জনে।
পুত্রবধূগণ সেবা করিত যতনে।।
স্বামীর হইলে কাল সুখ শান্তি যত।
গৃহ হতে একে একে হল তিরোহিত।।
সাত ছেলে সাত হাঁড়ী হয়েছে এখন।
সতত বধূরা মোরে করে জ্বালাতন।।
সহিতে না পারি আর সংসার যাতনা।
ত্যজিব জীবন আজি করেছি কল্পনা।।

লক্ষ্মীদেবী বলে শুন আমার বচন।
আত্মহত্যা মহাপাপ নরকে গমন।।
যাও সতী গৃহে ফিরে কর লক্ষ্মীব্রত।
অচিরে হইবে তব সুখ পূর্ব্বমত।।
গুরুবারে সন্ধ্যাকালে মিলি বামাগণ।
শুনিবে লক্ষ্মীর কথা হয়ে একমন।।
জল পূর্ণ ঘটে দিবে সিন্দুরের ফোঁটা।
আমের পল্লব দিবে শিরে এক গোটা।।
আসন সাজায়ে তাতে দিবে গুয়াপান।
সিন্দুর গুলিয়া দিবে ব্রতের বিধান।।
ধূপ দীপ জ্বালাইয়া রাখিবে কাছেতে।
শুনিবে ব্রতের কথা দুর্ব্বা লয়ে হাতে।।
মনেতে দেবীর মূর্ত্তি করিয়া চিন্তন।
একত্র মিলিয়া কথা করিবে শ্রবণ।।
কথাশেষে উলু দিয়া প্রণাম করিবে।
তার পর এয়োগণ সিন্দুর লইবে।।
যে রমণী পূজা করে প্রতি গুরুবারে।
হইবে বিশুদ্ধ মন লক্ষ্মীদেবীর বরে।।
যেই ঘরে ব্রত করে সব বামাগণ।
সব কাজ ত্যাগ করি ব্রতে দেয় মন।।
সেই ঘরে বাধা রব হইয়া অচলা।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করি, আমি যে কমলা।।
সন্ধ্যাকালে গুরুবারে হইলে পূর্ণিমা।
অনাহারে এই ব্রত করে যেই বামা।।
সমস্ত অভীষ্ট তার হইবে পূরণ।
পতি পুত্র সহ সুখে রবে সর্ব্বজন।।
মা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্থাপি সব ঘরে ঘরে।
রাখিবে চাউল তাহে এক মুষ্টি করে।।
জমাবার পন্থা ইহা জানিবে সকলে।

অসময়ে উপকার পাবে তার ফলে।।
আলস্য ছাড়িয়া পৈতা কাট নারীগণ।
দেশের অবস্থা মনে করিবে চিন্তন।।
প্রসন্ন থাকিব তাতে কহিলাম সার।
যাও ঘরে, কর গিয়া ব্রতের প্রচার।।
কহিতে কহিতে লক্ষ্মী নিজ মূর্ত্তি ধরি।
দরশন দিলা তারে দেবী কৃপা করি।।
দেখিয়া হইল বুড়ী আনন্দে বিভোর।
চরণে লুটায় আর করে হাতজোড়।।
প্রসন্ন হইয়া লক্ষ্মী করে তারে কোলে।
কহিতে লাগিল তারে সুমধুর বোলে।।
কর এবে ব্রত মোর সংসারে প্রচার।
শীঘ্রই হইবে তব বৈভব অপার।।
পুত্রবধূগণ বশে থাকিবে তোমার।
সুখ শান্তিময় পুনঃ হইবে সংসার।।
এত কহি লক্ষ্মীদেবী হন অদর্শন।
হৃষ্ট হয়ে বৃদ্ধা গৃহে করিল গমন।।
আসিয়া ঘরেতে সব করিল বর্ণন।
যেরূপে ঘটিল তার লক্ষ্মী দরশন।।
ব্রতের নিয়ম বুড়ি বলিল সবারে।
সবিশেষ যাহা লক্ষ্মী কহিল তাহারে।।
পুত্রবধূগণ সবে করে লক্ষ্মীব্রত।
স্বার্থ ভাব হিংসা দ্বেষ ঘুচিল ত্বরিত।।
একত্র মিলিল পুনঃ ভাই সাতজন।
মিলে সব সহোদরা আর বধূগণ।।
মা লক্ষ্মী করিয়া কৃপা এলেন আবার।
পালাল অলক্ষ্মী আর যত অনাচার।।
ধন ধান্যে পূর্ণ তার হইল ভাণ্ডার।
আবার হইল সুখ শান্তির সংসার।।

দৈবযোগে একদিন সন্ধ্যার সময়।
উপস্থিত এক নারী ব্রতের সময়।।
ব্রত কথা শুনি তার ভক্তি উপজিল।
মনে মনে লক্ষ্মীব্রত মানস করিল।।
পতি তার সদা রুগ্ন অক্ষমে অর্জ্জনে।
ভিক্ষা করে যাহা পায় খায় দুই জনে।।
কাতরে মা লক্ষ্মী পদে করিছে প্রার্থনা।
পতিরে নীরোগ কর রক্ষা কর গো মা।।
ঘরে গিয়ে এয়ো লয়ে করে লক্ষ্মীব্রত।
ভক্তি ভরে করে পূজা মার আদেশ মত।।
লক্ষ্মীর কৃপায় তার দুঃখ হল দূর।
পতি তার সুস্থ হল ঐশ্বর্য্য প্রচুর।।
কিছুকালে শুভ দিনে জন্মিল তনয়।
সুখের সংসার হলো লক্ষ্মীর কৃপায়।।
ঘুচিল যতেক ছিল দুর্ম্মতি দুর্গতি।
পরম সুখেতে রয় লয়ে পুত্র পতি।।
এই মতে লক্ষ্মীব্রত করে ঘরে ঘরে।
পাপ তাপ দূর হল মহেন্দ্র নগরে।।
তারপর শুন এক অপূর্ব্ব ব্যাপার।
ব্রতের মাহাত্ম্য হল যেরূপে প্রচার।।
মহেন্দ্র নগরে এক গৃহস্থ ভবনে।
নারীগণ নিয়োজিত ব্রতের সাধনে।।
তারাপুর বাসী এক বণিক তনয়।
উপস্থিত হল আসি ব্রতের সময়।।
অনেক ঐশ্বর্য্য তার ভাই পঞ্চজন।
পরস্পর অনুগত ছিল সর্ব্বক্ষণ।।
ব্রত দেখে ঘৃণা করে সাধুর তনয়।
বলে একি ব্রত এতে কিবা ফল হয়।।
বণিকের কথা শুনি কহে বামাগণ।

করি লক্ষ্মীব্রত হবে মানস পূরণ।।
যে কেহ করিবে ইহা ধনে জনে তার।
লক্ষ্মীর কৃপাতে হবে পূর্ণিত সংসার।।
ইহা শুনি সদাগর বলে গর্ব্বভরে।
যাহার অভাব থাকে সে পূজে তাহারে।।
ধন জন সুখ আদি যা কিছু সম্ভবে।
সমস্ত আমার আছে আর কিবা হবে।।
অদৃষ্টে না থাকে যদি লক্ষ্মী দিবে ধন।
এহেন বাক্যই কভু শুনিনি কখন।।
গর্ব্বিত বচন দেবী সহিতে না পারে।
অহঙ্কার দোষে লক্ষ্মী ছাড়িল তাহারে।।
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে লক্ষ্মী করি হেলা।
নানা বস্তু পূর্ণ করি বাণিজ্যেতে গেলা।।
দৈবযোগে লক্ষ্মীশাপে সব ধন জন।
পঞ্চতরী জল মধ্যে হল নিমগন।।
নষ্ট হল ভ্রাতৃভাব ভিন্ন হল অন্ন।
সোনার সংসার গেল, সকলে বিপন্ন।।
ভিক্ষা করি খায় আর ফিরে দ্বারে দ্বারে।
পেটের জ্বালায় ঘোরে দেশ দেশান্তরে।।
পড়িয়া বিপাকে তাই সাধুর তনয়।
অশ্রু ঝরে দুই নেত্রে কাঁদে উভরায়।।
কি দোষ পাইয়া দেবী করিলে এমন।
অধম সন্তান আমি অতি অভাজন।।
সাধুর দুর্গতি দেখি দয়া উপজিল।
করুণা হৃদয়া দেবী সকলি বুঝিল।।
কষ্ট নিবারণ তরে করিয়া কৌশল।
পাঠায় মহেন্দ্র গ্রাম করি ভিক্ষার ছল।।
বহুস্থানে ঘুরাইয়া আনি তারপরে।
উপস্থিত করাইল মহেন্দ্র নগরে।।

লক্ষ্মীব্রত করে তথা সব নারীগণ।
দেখিয়া পড়িল মনে পূর্ব্ব বিবরণ।।
বুঝিল তখন, কেন পড়িল বিপাকে।
অহঙ্কার দোষে লক্ষ্মী ছাড়িল আমাকে।।
জোড় হাতে ভক্তিভরে হয়ে একমন।
কাঁদিয়া দেবীকে স্তুতি করিছে তখন।।
ক্ষমা কর বিষ্ণুপ্রিয়া ওমা ক্ষমাশীলে।
আশ্রিত জনেরে রাখ ও পদকমলে।।
সংসারের সার তুমি পরমা প্রকৃতি।
কোপাদি বর্জ্জিতা তুমি ওমা ভগবতি।।
সুরগণ সকলের সম্পদ দায়িনী।
জগৎ সর্ব্বস্ব তুমি বিপদ-নাশিনী।।
রাসলীলা মধ্যে মাগো তুমি রাসেশ্বরী।
সকলই তোমার অংশ আছে যত নারী।।
গোলোকে কমলা মাগো ত্রিদিব মণ্ডলে।
দেবীরূপে ওমা তুমি বিরাজ ভূতলে।।
তুমি মা তুলসী গঙ্গা পতিত পাবনী।
সাবিত্রী বিরিঞ্চিপুরে, দেবের জননী।।
বৃন্দাবনে তুমি মাগো বৃন্দা গোপনারী।
নন্দালয়ে ছিলে তুমি হয়ে গোপেশ্বরী।।
মালতী কুসুম কুঞ্জে তুমি গো মালতী।
বিকশিত পদ্মবনে তুমি পদ্মাবতী।।
তুমি মা কদম্বমালা কদম্ব কাননে।
বন অধিষ্ঠাত্রী মাতা, তুমি বনে বনে।।
রাজলক্ষ্মী হয়ে মাগো আছ রাজপুরে।
গৃহলক্ষ্মী হয়ে আছ গৃহস্থের ঘরে।।
দীন জনে রাজ্য পায় তব কৃপাবলে।
দয়া কর মোরে মাগো ওগো মা কমলে।।
অন্নদা বরদা মাতঃ বিপদ-নাশিনী।

রক্ষা কর মোরে মাগো অধম-তারিণী।।
ক্ষমা কর এ দাসের অপরাধ যত।
তব পদে মতি মোর রাখ অবিরত।।
এইরূপ স্তব করে কাঁদে ভক্তি ভরে।
একাগ্র হইয়া সাধু লক্ষ্মীব্রত করে।।
ব্রতের প্রচার তরে আসে শীঘ্র ঘরে।
বধূগণে কহে সাধু লক্ষ্মীব্রত সা'র।
সবে মিলে কর ইহা প্রতি গুরুবার।।
সাধুর বাক্যেতে তুষ্ট হয়ে বধূগণ।
ভক্তি ভরে লক্ষ্মীব্রত করে আচরণ।।
পুনশ্চ আসিল লক্ষ্মী সাধুর ভবনে।
যশোলক্ষ্মী কুললক্ষ্মী আসিলেন ক্রমে।।
দেবীর দয়ায় তাঁর সম্পদ বাড়িল।
দরিদ্রতা ঘূচে গেল নিরাপদ হল।।
পঞ্চতরী ভেসে উঠে জলের উপর।
আহ্লাদে পূর্ণিত হল সাধুর অন্তর।।
মিলিলেক পঞ্চভ্রাতা আর বধূগণ।
অলক্ষ্মীর গণ সব পলাল তখন।।
এই রূপে মর্ত্ত্যধামে ব্রতের প্রচার।
মনে রেখো পৃথিবীতে লক্ষ্মীব্রত সার।।
যেই নারী এই ব্রত করে প্রাণপণে।
লক্ষ্মীর কৃপায় সেই বাড়ে ধনে জনে।।
অপুত্রের পুত্র হয় নির্ধনের ধন।
ইহলোকে সুখ শান্তি গোলোকে গমন।।
যেবা শুনে যেবা পড়ে যেবা রাখে ঘরে।
দেবীর বরেতে তার সর্ব্ব বাঞ্ছা পুরে।।
এইরূপে যথাবিধি যে করে পালন।
লক্ষ্মীর কৃপার পাত্র হয় সেইজন।।
মা লক্ষ্মীর ব্রত কথা হল সমাপন।

ভক্তি ভরে বর চাও যার যাহা মন।।
সিঁথিতে সিন্দুর দাও সব এয়ো মিলে।
উলু ধ্বনি কর সবে অতি কুতূহলে।।
মা লক্ষ্মীর ব্রত কথা অতি মধুময়।
প্রণাম করিয়া যাও যে যার আলয়।।
জোড় করি দুইহাত ভক্তিযুক্ত মনে।
প্রণাম করহ এবে যে থাক যেখানে।।
প্রণমামি লক্ষ্মীদেবি বিষ্ণুর ঘরণি।
অগতির গতি মাগো তুমি নারায়ণি।।
ডাকিতেছি মাগো তোমা করি জোড় হাত।
তোমার চরণে মতি রেখ দিনরাত।।
দুর্ম্মতি সাগরে পড়ি ডাকি মা কাতরে।
রক্ষা কর কৃপাময়ি আশ্রিত জনেরে।।
সংসারের শোক দুঃখে কাতর যে প্রাণ।
দয়াময়ি শ্রীচরণে দাও মাগো স্থান।।

—ঃ)(ঃ—

পুষ্পাঞ্জলি

নমস্তে সর্ব্ব ভূতানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে।
যা গতিস্তৎ প্রপন্নানাং যা মে ভূয়াত্তদর্চ্চনাৎ।।

প্রণাম

বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্ব্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোহস্তুতে।।

---ঃঃ---

নারায়ণী স্তুতি (বাংলা)

শুম্ভ হত হ'ল রণে ইন্দ্র আদি দেবগণে
স্তুতি আরম্ভিলা চণ্ডিকার।
আনন্দে প্রফুল্ল মন বিকশিত চন্দ্রানন
ইষ্টলাভ হেতু সবাকার।। ১।।

সুপ্রসন্ন হও মাতঃ হে দেবি শরণাগত
জনগণ-আর্ত্তি-বিনাশিনী।
এ বিশ্ব চরাচর রক্ষা কর নিরন্তর
তুমি বিশ্ব-রক্ষা-বিধায়িনী।। ২।।

একা তুমি নাহি আর জগতের মুলাধার
ক্ষিতিরূপে হও মা আশ্রয়।
অলঙ্ঘ্য তোমার বল তুমিই হ'য়ে মা জল
তৃপ্ত কর জীব সমুদয়।। ৩।।

বৈষ্ণবী শকতি তুমি অনন্ত বীর্য্যের খনি
বিশ্ববীজ তুমি মহামায়া।
সম্মোহিত হয় জীবে মুক্ত হয় সেই ভবে
যারে মাগো কর তুমি দয়া।। ৪।।

যত বিদ্যা যত নারী সবই ভেদ মা তোমারি
তোমা ছাড়া কিছু নাহি আর।
স্তুতি তব নাহি হয় যা বলিব সমুদয়
স্বরূপ কথন মা তোমার।। ৫।।

তুমি সত্য-স্বরূপিনী স্বর্গ-মুক্তি-প্রদায়িনী
স্তব যদি করি মা তোমার।
বাড়াইয়া যত কব স্বরূপ কীর্ত্তন তব
হবে তাহে কিছু নাহি আর।। ৬।।

বুদ্ধিরূপে সবাকার হৃদয়েতে মা তোমার
নিরন্তর অবস্থিতি জানি।
তুমি সবে দাও স্বর্গ তুমি দাও অপবর্গ
প্রণাম তোমায় নারায়ণি।। ৭।।

কলা কাষ্ঠা আদি করি সময়ের মূর্ত্তি ধরি
তুমিই সে ধ্বংস-বিধায়িনী।
এরূপ বিশ্বের লয় মাগো তোমা হতে হয়
প্রণাম তোমায় নারায়ণি।। ৮।।

যা কিছু মঙ্গলকর তাদেরো মঙ্গল কর
তুমি শিবে সর্ব্বার্থ-সাধিনী।
তুমি গৌরি ত্রিনয়নে শরণ্য সকল জনে
প্রণাম তোমায় নারায়ণি।। ৯।।

বিশ্বসৃষ্টি স্থিতি লয় তোমারি শক্তিতে হয়
তুমি মাগো সত্য সনাতনি।
ত্রিগুণ তোমাতে রয় তুমিই ত্রিগুণময়
প্রণাম তোমায় নারায়ণি।। ১০।।

হ'য়ে দুঃখ-দৈন্যযুত যে হয় শরণাগত
তুমি তার রক্ষাবিধায়িনী।
তুমি মাগো সবাকার হর যত দুঃখভার
প্রণাম তোমায় নারায়ণি।। ১১।।

হংসযুক্ত দিব্যযানে আরোহিয়া সে বিমানে
হ'য়ে মাগো ব্রহ্মাণী-রূপিণী।
কুশাগ্রে ছিটায়ে জল বিনাশিলে দৈত্যবল
প্রণাম তোমায় নারায়ণি।। ১২।।

মাহেশ্বরী রূপ ধর বৃষে আরোহণ কর
ভালে চন্দ্রকলা-সুশোভিনী।
করেতে ত্রিশূল ধরা সর্পের বলয় পরা
প্রণাম তোমায় নারায়ণি।। ১৩।।

ময়ুর-কুক্কুটগণে পরিবৃত অনুক্ষণে
করে মহাশক্তি সঞ্চারিণী।
ধরিয়াছ অপরূপ তুমি মা কৌমারীরূপ
প্রণাম তোমায় নারায়ণি।। ১৪।।

শঙ্খ গদা সুদর্শন খড়্গ আদি প্রহরণ
ধারণ করিছ মা আপনি।
বৈষ্ণবীর রূপ ধরি তুষ্ট হও সুরেশ্বরি
প্রণাম তোমায় নারায়ণি।। ১৫।।
ভয়ঙ্কর চক্র হাতে পৃথিবী তুলেছ দাঁতে
হয়ে শিব বরাহরূপিণী।
নারসিংহী রূপে যত দৈত্যেরে করিলে হত
প্রণাম তোমায় নারায়ণি।। ১৬।।
সহস্র নয়ন তব হাতে বজ্র সুভৈরব
শিরে রত্নমুকুট-ধারিণী।
বৃত্রাসুর প্রাণহরা ইন্দ্রাণীর রূপধরা
প্রণাম তোমায় নারায়ণি।। ১৭।।
শিবদূতী হয়ে যবে রণভূমে মহারবে
দৈত্যগণে নাশিলে জননী।
সে মূর্ত্তি হেরিলে পরে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপয়ে ডরে
প্রণাম তোমায় নারায়ণি।। ১৮।।
বিকট দন্তের পাতি করাল মুখের ভাতি
গলে মুণ্ডমালা বিলম্বিনী।
মহারণে চণ্ডমুণ্ডে নাশিয়াছ মা চামুণ্ডে
প্রণাম তোমায় নারায়ণি।। ১৯।।
লক্ষ্মী লজ্জা মহাবিদ্যা পুষ্টি শ্রদ্ধা ও অবিদ্যা
সকলি যে তুমি মা আপনি।
স্বধা আর মহারাত্রি তুমি নিত্যা জগদ্ধাত্রী
প্রণাম তোমায় নারায়ণি।। ২০।।
তুমি মেধা তুমি বাণী তুমি শ্রেষ্ঠা মা ঈশানী
তুমি ব্রহ্মা শক্তি-স্বরূপিণী।
বিষ্ণু ও শিব-শক্তিকা তুমি নিশ্চয়াত্মিকা
প্রণাম তোমায় নারায়ণি।। ২১।।

তুমি সর্ব্বশক্তি-যুতা সবার ঈশ্বরভূতা
তুমি মাগো সর্ব্ব-স্বরূপিণী।
রক্ষা কর মহাভয়ে হে মা দুর্গে হে অভয়ে
প্রণাম তোমায় নারায়ণি।। ২২।।
তোমার যে মুখ চাঁদ অতি মনোহর ছাঁদ
কিবা শোভা ধরে ত্রিনয়নে।
প্রকাশিয়া জ্যোতিঃতার রক্ষা কর মো সবার
কাত্যায়নি প্রণমি চরণে।। ২৩।।
উজলিছে তেজ যার অতি ভয়ঙ্করাকার
যাহে শত্রু করিলে সংহার।
সে ত্রিশূলে রক্ষা কর ভদ্রকালী ভীতিহর
প্রণমি মা চরণে তোমার।। ২৪।।
জগৎ পূরিল রবে বিনাশিলে দৈত্য সবে
যে ঘন্টা তোমার মহারণে।
তাহা যেন পাপভয়ে রক্ষা করে মো সবারে
মাতা যথা রক্ষে সুতগণে।। ২৫।।
মা তোমার তরবারি অসুরগণেরে মারি
মেদরক্তে হল লিপ্তকায়।
শোভিয়া তোমার করে যেন মা বিপদ হরে
হে চণ্ডিকে প্রণমি তোমায়।। ২৬।।
মাগো তুষ্ট হও যবে সর্ব্বরোগ নষ্ট ভবে
রুষ্ট হলে ইষ্ট নাশ হয়।
তোমার আশ্রয় নিলে বিপদ নাহিক মিলে
অপরের হয় সে আশ্রয়।। ২৭।।
এই যে মা আজি রণে ধর্ম্মদ্বেষী দৈত্যগণে
অনায়াসে করিলে সংহার।
ধরিলে মা কত রূপ কত মূর্ত্তি অপরূপ
তোমা বিনা হেন শক্তি কার।। ২৮।।

যেখানে রাক্ষস দল যেথা শত্রু দস্যুবল
আর যেথা উগ্র বিষধর।
সে সবে ও দাবানলে কিংবা সমুদ্রের জলে
তুমি রক্ষা কর চরাচর।। ২৯।।
তুমি বিশ্ব রক্ষা কর তুমি মা বিশ্বেরে ধর
বিশ্বেশ্বরী তুমি বিশ্বময়।
পূজে তোমা বিশ্বপতি যে তোমারে করে নতি
সেই হয় বিশ্বের আশ্রয়।। ৩০।।
প্রসন্ন হও মা শিবে এইরূপে নিশি দিনে
মো সবারে রক্ষ শত্রুভয়ে।
জগতের পাপ সব আর যত উপদ্রব
দাও দূর করি মা অভয়ে।। ৩১।।
প্রণত জনের প্রতি কৃপা কর ভগবতি
মাগো সর্ব্বদুঃখ বিনাশিনী।
হে মা সর্ব্বজনবন্দ্যে ত্রিলোকের লোকবৃন্দে
বরদান কর মা তারিণি।। ৩২।।

স্তুতি শুনি কহিলেন দেবী দেবগণে।
বর মাগো দেবগণ যেবা লয় মনে।।
দেবগণ বলে মাগো এইরূপ করি।
বিনাশ করিও আমাদের অরি।। ৩৩।।

দেবী কহিলেন

এইরূপ যখন যখন দৈত্যগণ
করিবেক জগতের অনিষ্ট সাধন।
তখনি তখনি আমি হ'য়ে অবতার।
সেই সব শত্রুগণে করিব সংহার।। ৩৪।।

--- ঃঃ ---

শ্রীরামচন্দ্রকৃত শ্রীশ্রীদুর্গা স্তব

নমস্তে শর্ব্বাণী, ঈশানী, ইন্দ্রাণী,
ঈশ্বরী ঈশ্বর-জায়া।
অপর্ণা, অভয়া, অন্নপূর্ণা জয়া,
মহেশ্বরী মহামায়া।। ১।।
উগ্র চণ্ডা উমে, আশুতোষ ধূমে,
অপরাজিতা উর্ব্বশী।
রাজ রাজেশ্বরী, রমা রণকরী,
শঙ্করী শিবে ষোড়শী।। ২।।
মাতঙ্গী বগলে, কল্যাণী কমলে,
ভবানী ভুবনেশ্বরী।
সর্ব্ব-বিশ্বোদরী, শুভে শুভঙ্করী,
ক্ষিতি ক্ষেত্র ক্ষেমঙ্করী।। ৩।।
সহস্র সহস্তা, ভীমা ছিন্নমস্তা,
মাতা মহিষ-মর্দ্দিনী।
নিস্তার-কারিণী, নরক-বারিণী,
নিশুম্ভ শুম্ভ ঘাতনী।। ৪।।
দৈত্য-নিকন্তিনী, শিব সীমন্তিনী,
শৈলসুতে সুবদনী।
বিরিঞ্চি বন্দিনী, দুষ্ট নিস্কন্দিনী,
দিগম্বর-ঘরণী।। ৫।।
দেবী দিগম্বরী, দুর্গে দুর্গ-অরি,
কালিকে করালবেশী।
শিবে শবারুঢ়া, চণ্ডী চন্দ্রচূড়া,
ঘোররূপা এলোকেশী।। ৬।।

সর্ব্ব সুশোভিনী ত্রৈলোক্য-মোহিনী,
নমস্তে লোলরসনা।
দিগ্ বিবসনা, সর্ব্ব-শবাসনা,
বিশ্ব বিকট দশনা।। ৭।।
সারদা বরদা, সুখদা শুভদা,
অন্নদা মোক্ষদা শ্যামা।
মৃগেশ-বাহিনী, মহেশ-মোহিনী,
সুরেশ বন্দিনী বামা।। ৮।।
কামাখ্যা রুদ্রাণী, হরা হররাণী
হররমা কাত্যায়ণী।
শমন ত্রাসিনী, অরিষ্ট নাশিনী,
দয়াময়ী দাক্ষায়ণী।। ৯।।
হের মা পার্ব্বতী, আমি দীন অতি
আপদে পড়েছি বড়।
সর্ব্বদা চঞ্চল পদ্ম পত্রজল
ভয়ে ভীত জড় সড়।। ১০।।
বিপদে আমার না হয় তোমার,
বিড়ম্বনা করা আর।
মম প্রতি দয়া কর গো অভয়া
ভবার্ণবে কর পার।। ১১।।

---ঃঃ---

শ্রীদুর্গা স্তব

দুর্গে দুঃখহরা তারা দুর্গতি নাশিনী
দুর্গমে সরণি বিন্ধ্যগিরি-নিবাসিনী।। ১।।
দুরারাধ্যা ধ্যান-সাধ্যা শক্তি সনাতনী।
পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি পুরাতনী।। ২।।
নীলকণ্ঠ-প্রিয়া, নারায়ণী নিরাকারা।
সারাৎসারা মূলশক্তি সচ্চিদা সাকারা।। ৩।।
মহিষ-মর্দ্দিনী মহামায়া মহোদরী।
শিব সীমন্তিনী শ্যামা শর্বাণী শঙ্করী।। ৪।।
বিরূপাক্ষী শতাক্ষী সারদা শাকম্ভরী।
ভ্রামরী ভবানী ভীমা, ধূমা ক্ষেমঙ্করী।। ৫।।
কালী কালহরা কালাকালে কর পার।
কুল কুণ্ডলিনী কর কাতরে নিস্তার।। ৬।।
লম্বোদরা দিগম্বরা কলুষ-নাশিনী।
কৃতান্তদলনী, কাল ঊরু-বিলাসিনী।। ৭।।

—ঃঃ—

দৈন্য নিবেদন স্তুতি

স্নেহ-করুণাঘন বামভাগে।
পরমাত্মা তদগ্রজ মূর্ত্তরাগে।।
ভবানী যেথায় আসি দাস্যমাগে।
যেন চরমসময়ে মোর স্মরণে জাগে।।
গোলোক বৈকুণ্ঠ হ'তে যে মূর্ত্তি দেখিতে।
শ্রীকৃষ্ণ গোপাল রূপে আসেন ধরাতে।।
ত্রিংশাধিক বর্ষ গৃহে ধাতু-মূর্ত্তিরূপে।
রক্ষার বাহানা করি রহিলে সমীপে।।

তথাপি না পুরে বাঞ্ছা পুত্র হ'য়ে এসে।
"বানটা" বলিয়া ডাক মরমে পরশে।।
পাশ ফেরা অসম্ভব দারুণ বিদ্রধি।
তথাপি শ্রীমুখে দৃষ্টি ন্যস্ত নিরবধি।।
আমি পোড়া পাপী তবু তোমা না চিনিনু।
মনুষ্য মূরতি দেখি অবজ্ঞা করিনু।।
কতদূরে থাকি কত ছুতা মিছামিছি।।
কল্যাণ সে মূর্ত্তি ফেলি দূরে চলে গেছি।
তব কৃপাদৃষ্টি করে কলুষ-নাশন।
বজ্র কঠোর রূপে পাপের শাসন।।
সত্য স্বরূপ দেখি তোমার ভাষণ।
জনমে জনমে মাগি চরণে শরণ।।
ভগবদবতারে পাপীর শাসনে।
বৃষ্ণিকুল-নাথে দেখি রঘুর নন্দনে।।
দুষ্ট রজকের মাথা নখেতে ছিঁড়িলা।
মারীচ তাড়কা আদি পরাণ বধিলা।।
কোটীগুণ ভীষণ যে "নলিনীরে" জানি।
তোমারেই বলে "ভণ্ড দুরাচার" বাণী।।
তাহাকেও ক্ষমা, আহা ক্ষমা কেন বলি।
তাহারই চরণে তুমি নিতে গেলে ধুলি।।
ফিরাইলে জীবনের ধারা যে তাহার।
পাপের যে খরস্রোত বহে অনির্বার।।
জন্ম জন্মান্তর পরে ভাসিতে ভাসিতে।
এতদিনে কূল বুঝি মিলিল তোমাতে।।
সকৃৎ প্রপন্ন হ'য়ে "তবাস্মি" বলিলে।
অভয় তখনই দিব প্রতিজ্ঞা করিলে।।
সার্থক হইল এবে সঙ্কল্প তোমার।
নহিলে কেমনে গতি লভে দুরাচার।।

নিজ দোষে স্থানভ্রষ্ট তথাপি অতুলে।
মরণ সময় আহা কিবা বুদ্ধি দিলে।।
"নকাকা ডাকেন" বলি উঠিবারে যায়।
উঠিতে উঠিতে দেখি পরাণ ত্যজয়।।

"তোমার শচীন্দ্র" বলি দেশে দেশে খ্যাত।
তব শ্রীচরণে তার ধ্যান অবিরত।।
তব চিত্রপটে দৃষ্টি মুষ্টিবদ্ধ তায়!
মৃত্যুর পরেও হস্ত ন্যস্ত যে তথায়।।

"শান্তি" লভিল শান্তি চরণতলে।
ধৌত করিয়া পদ আঁখি জলে।।
পতিরে স্থাপিতে তব পাদমূলে।
মুমূর্ষু তথাপি যায় প্রয়াগে চলে।।

চারুচন্দ্র দেখাইল সেবার মহিমা।
কোন্ যুগে কোন্ শাস্ত্রে তাহার উপমা।।
অহর্নিশি তোমারে সে দেখিবারে পায়।
অন্তকালে তব রথে শ্রীবৈকুণ্ঠে যায়।।

কার কিসে কর্ম্মক্ষয় তুমি ভাল জান।
কেহ চোর, তারে তুমি না কর বারণ।।
কাহারে বৈরাগ্য দাও, কারে ধন মান।
সর্ব্বকালে লক্ষ্য, শ্রীহরির যশোগান।।

বেদ বেদান্ত আদি অনেক বর্ণনা।
মায়ার স্বরূপ কিন্তু গেল নাহি জানা।।
মায়াধর নিজে আসি প্রকাশ করিলে।
"একোঽহং বহুস্যাম্" এ উৎপত্তি বুঝালে।।

দুর্ব্বোধ্য পাণিনি শাস্ত্র অলঙ্ঘ্য অপার।
দেখিয়া কলির জীবে হতাশা সঞ্চার।।
জীবের কল্যাণে ব্যাকরণ নিরমিলে।
অগাধ সমুদ্র যেন গোষ্পদ করিলে।।

"বিশ্বেশ্বর ব্যাকরণ" হইলে প্রচার।
শিশু কিম্বা স্বল্পবুদ্ধি সবে হবে পার।।
অনন্ত যে ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যাসাদি রূপেতে।
নিজে ভগবান্ আসি প্রচারে জগতে।।
তাহার সেই লক্ষ লক্ষ শ্লোকে যা না হ'ল।
"হিন্দুধর্ম্ম পরিশিষ্ট" তাহাই করিল।।
কত দুষ্ট হ'ল শিষ্ট কত বুদ্ধি স্থিত।
কত পাপী তাপীর সন্দেহ তিরোহিত।।
কত হিন্দুনামধারী নাস্তিক পামর।
"হিন্দুধর্ম্ম পরিশিষ্ট" করে নিরুত্তর।।
মোক্ষদানে সাধুকৃপামাত্র যে কারণ।
আর্ত্তের বিপদে কিন্তু শ্রীহরি তারণ।
শাস্ত্রে তাই শুনি কিন্তু দেখি যে তোমারে।
মোক্ষ দাও, পুনঃ দুঃখ দাও দূর ক'রে।।
স্বতঃই এই প্রশ্ন উঠে কেবা তুমি তবে।
ভগবান কিংবা ভক্ত দুইই বা হ'বে।।
আমার নিদানে তুমি একান্ত আশ্রয়।
আমার বিপদে তুমি দূর কর ভয়।।
অনন্ত তোমার আমি কি করিতে পারি।
আমি মোহে অন্ধ জীব তুমি যে শ্রীহরি।।
তথাপি আমার এক আছে যে আশয়।
জীবের দুঃখেতে তুমি হও তন্ময়।।
কত দুঃখ পাও কত হও আকুলিত।
কত রোগ শোকে জীর্ণ কত নির্য্যাতিত।।
আমি ত সহিতে পারি কিছু নির্য্যাতন।
কেন না করিতে পারি দুষ্ট নিরসন।।
কল্পতরুমূলে সদা এই ভিক্ষা মাগি।
তোমার ঈপ্সিত কার্য্যে জীবন নিয়োগি।।

—ঃঃ—

শ্রীশ্রীউপেন্দ্রায় নমঃ।

(মহাপ্রয়াণে)

যেদিন মুঙ্গেরে গঙ্গার তীরে
শ্রীগোবিন্দ আনে রথ।
সাদরে তোমাকে আহ্বানিয়া বলে
আগাইতে আসি পথ।। ১।।
কি বলিলে তুমি বেদে ও পুরাণে
কখনও নাহি শুনি।
ত্রিজগতে আজও ঝঙ্কারিয়া উঠে
তোমার গম্ভীর বাণী।। ২।।
ঠাকুরের এত দয়া কোথাও না প্রচারিয়া
গোলোকে যাইতে ইচ্ছা নয়।
দুঃখিত ঠাকুর বলে এখনও নাহি গেলে
শেষে হ'বে বড় দুঃখময়।। ৩।।
তথাপি তোমারে রাজি করাইতে
শ্রীগোবিন্দ নাহি পারে।
রথ চলে গেল শত শত বজ্র
হানি দিল তব শিরে।। ৪।।
গ্যারেট ভার্নিডি আর অসুরাদি
কত না দুঃখ দিলে।
অসহ্য সে দুঃখ বৃশ্চিক দংশন
তথাপিও স্থির ছিলে।। ৫।।
তোমাকে পীড়নে ব্রিটিশ রাজের
তেজ ও মহিমা লুপ্ত।
কেহ বলে গাঁধি কেহ ব'লে কিছু
তুমি রয়ে গেলে গুপ্ত।। ৬।।

শিশুকালে বলে ছিলে সুধারিয়ে যাবে দেশ।
পূরিল কি আশা প্রভু, হইল কি কাজ শেষ।। ৭।।
পাপের যে স্রোতোবেগ প্রবাহিত চারিভিতে।
মান্দ্য কি প'ড়েছে নাথ, তাহার সে খরস্রোতে।। ৮।।
স্ত্রীলোকের কদাচার চতুর্দ্দিকে কদাকার।
সে দৃশ্যের আভাসেই চারিদিকে হাহাকার।। ৯।।
নিরসন হ'য়েছে কি, শমিত সে হুতাশন।
মনে নাহি হয় তাত, সর্ব্বত্রই কামায়ন।। ১০।।
উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রবৃন্দ গুরুজনে ব'লে মন্দ।
কোনরূপ শাসনেই উঠায় যে মহাদ্বন্দ্ব।।১১।।
সিনেমায় ফুটবলে ছোটে সবে দলে দলে।
বিদ্যাভাসে চেষ্টা কিন্তু দেখিনা ত কোন কালে।। ১২।।
নিজে দেবী পূজাকালে তুমি যবে নিবেদিলে।
(ভাবিলাম) পাকিস্তান চূর্ণ হ'বে অবহেলে।। ১৩।।
(কিন্তু) ক্লীব নেহেরু নিরন্তর পাকিস্তান সেবারত।
হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট করা এখনও যে তার ব্রত।। ১৪।।
তথাপি সে এখনও ভারতের কর্ণধার।
কেমনে হইবে প্রভু দেবভূমি উদ্ধার।। ১৫।।
তথাপি দুঃখ এই তোমারই যে আশ্রিত।
কদাচিৎ চিন্তা করে তোমার জীবন ব্রত।। ১৬।।
ভুলিতে ব'সেছে সব যাহাদের এনেছিলে।
ভুলিতে ব'সেছে সব তাদের কি ক'রেছিলে।। ১৭।।
ভুলিতে ব'সেছে সব তোমার অমূল্য কথা।
তারা কি প্রচারে কভু তোমার বারতা।। ১৮।।
বড় আশা আছে ভাই দুটি যদি
তোমার সে কাজ করে।

দেখে যাও প্রভু কি চিন্তাতে আজ
হৃদয় গিয়াছে ভ'রে।। ১৯।।
পাণিনি কাঁদিছে আমা শুধারিতে
তুমি এসেছিলে বুঝি।
কত যে করিলে কত র'য়ে গেল
আধা ফুল ভরা সাজি।। ২০।।
গীর্ব্বাণ বাণী তোমার পরাণী
কি হবে তাহার গতি।
তারে নির্ব্বাসিতে চেষ্টা শত দিকে
দুঃখে দেখি দিবা রাতি।। ২১।।
মিথ্যা এ সন্দেহ মিথ্যা নাস্তিকতা
তাই এ আক্ষেপ করি।
পরোক্ষেই বুঝি বেশী কৃপাময়
দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি।। ২২।।
আয়ুর্ব্বেদ উদ্ধার ব্রত ছিল তব
শাস্ত্র তোমার প্রাণ।
(আজ) তোমার বড়চাঁদে পরিচয় পাই
তোমার অবদান।। ২৩।।
পাঞ্চজন্য শঙ্খ তব করে এসে
ট্রুথের যে রূপ ধরি।
নির্ঘোষে সঘনে অরাতি সেনার
হৃদয় যায় বিদরি।। ২৪।।
তুমি চ'লে গেলে লয় গুরু ভার
তোমার পকেটমার।
কি বিদ্যাতে আজ কি কাজ করিছে
লোকে লাগে চমৎকার।। ২৫।।

আয়ুর্ব্বেদ ধন্য ধন্য মৃত্যুঞ্জয়ী মধ্যে গণ্য
শাস্ত্রের অতুলকীর্ত্তি জগতে ঘোষিবে।
দেবভাষা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বকার্য্যে হয় ইষ্ট
শত্রু মিত্র সকলেই গুণ বাখানিবে।। ২৬।।
ধনী জ্ঞানী বুদ্ধিমান্ ধর্ম্মাচারে মূর্ত্তিমান্
দুই ভাই লইবেন সর্ব্বকার্য্যভার।
ধর্ম্মনিষ্ঠ পরমাত্মা প্রতিষ্ঠায় প্রযতাত্মা
অনুবৃত্তি করিবেক জগৎ তাহার।। ২৭।।
এই মাগে দাস প্রভু তোমার চরণে।
সাধিব তোমার কাজ জীবনে মরণে।।

---ঃঃ---

নারায়ণ-পরায়ণ পুরুষ।

দেবতা শুদ্ধ সত্ত্ব প্রকৃতি মুনি ঋষি অমলাত্মাগণ।
মুকুন্দ চরণে শুদ্ধা ভকতির উপজয় নাহি হয় কখন
পৃথিবীতে যত ধূলিকণা আছে; আছে তত জেনো জীবনিচয়।
আপনার শ্রেয়ঃ কল্যাণকামী, একটি কিংবা দুইটি হয়।।
মুমুক্ষু সহস্র জীবের মধ্যে মুক্ত বিরল দেখিতে পাই।
নারায়ণ পরায়ণ পুরুষ জগতে তাঁহার তুলনা নাই।।
হেন সুদুর্লভ প্রশান্ত আত্মা
এসেছেন মোদের তরে রে ভাই।
আয় সবে সেই চরণ কমলে আপনা জীবন বিকায়ে যাই।।

---ঃঃ---

পারের কড়ি।

সংসারী জীব হয় শ্রীহরি-বিমুখ।
তাঁরে ত্যজি পায় জীব কত শত দুখ।। ১।।
আপন কল্যাণ জীব কভু ত না চায়।
ভগবৎ-পথ হতে সদা ফিরি যায়।। ২।।
ভবনদী তরিবারে হয় নরদেহ।
কর্ণধার রূপে গুরু বিশেষ জানহ।। ৩।।
শ্রীহরির কৃপাবায়ু বহে দিবারাতি।
তথাপি যে নাহি তরে সে ত আত্মঘাতী।। ৪।।
হরিপদ লভিবারে আছে যে উপায়।
মোহ বশে জীব তাহে বারেক না চায়।। ৫।।
নিষ্কিঞ্চন ভকতের চরণ ধূলিতে।
অভিষেক করহ সকল অঙ্গেতে।। ৬।।
তবে কৃষ্ণ প্রেমময়ে চিনিতে শিখিবে।
চিন্তামণি-রত্ন ভাই তবে যে লভিবে।। ৭।।
সাধুসঙ্গ বিনা সেই জ্ঞান নাহি হয়।
অন্যপথ নাহি ইথে জেনো সুনিশ্চয়।। ৮।।
সাধুর উপদেশামৃত সে অমিয় বাণী।
পরম সুখের নিধি ভবের তরণী।। ৯।।
বহু জন্মার্জ্জিত ভাগ্যের উদয় হইলে।
সাধুপদ-প্রান্তে জীবের স্থান তবে মিলে।। ১০।।
অনাদি কালের পাপ কি উপায়ে যাবে।
সহজ উপায় কহি শুন সবে তবে।। ১১।।
নিজ পাপ কীর্ত্তনে আলস্য না কর।
সকলের ঠাঁই দীন ভাব আচর।। ১২।।

যে দোষ কাটাতে তুমি উদ্যোগ করহ।
সেই দোষ অকপটে অপরে ক্ষমহ।। ১৩।।
হৃষ্টচিত্তে একবার ক্ষমিলে অপরে।
তব লক্ষ দোষ হরি পান ক্ষমিবারে।। ১৪।।
অতএব এস ভাই সবে মিলি এবে।
অঙ্গের ভূষণ করি গালি নিন্দা তবে।। ১৫।।
এই ভাবি কারো পরে ক্রোধ না করিব।
নিজ পাপ চিন্তি ভাই সকলে ক্ষমিব।। ১৬।।
তা হ'লে সে পাপরাশি হইবেক ক্ষয়।
সর্পে যথা নিজ আবরণ উন্মোচয়।। ১৭।।
আর শুন আছি মোরা আচ্ছন্ন মোহেতে।
যাহা কিছু দেখি বুঝি হয় বিপরীতে।। ১৮।।
সাধুর বচন আর শাস্ত্রের আদেশ।
মোদের সম্বল হয় জানিও বিশেষ।। ১৯।।
তুফানের কালে নৌকা বাঁধে দেখে খুঁটি।
মোদের উপায় হয় সাধুপদ দুটী।। ২০।।
পাপে যে বুঝায় তা'র উল্টা করিব।
তবে ত সঙ্কট হ'তে সদাই তরিব।। ২১।।
অনাদি কালের পাপ যতই কাটিবে।
বেগ ত মোদের ভাই অবশ্যই দিবে।। ২২।।
অতএব মোরা এবে এই ত শিখিনু।
যত বিঘ্ন দিবে পাপ ততই জিতিনু।। ২৩।।
শাস্ত্র কহেন ভাই কর অবধান।
জিহ্বাই হয় মুক্তিপথের সোপান।। ২৪।।
প্রাণ ভরে বল ভাই জয় সীতারাম।
ভক্তগণ সাথে কর হরিলীলা গান।। ২৫।।

---ঃঃ---

কোন তিথিতে কোন বস্ত আহার নিষিদ্ধ

প্রতিপদে কুষ্মাণ্ডেতে আয়ু করে ক্ষীণ।
দ্বিতীয়াতে হরিতকী বিস্তার করে ঋণ।। ১।।
তৃতীয়াতে পটোল খেলে চক্ষে হয় শূল।
চতুর্থীতে মূলা খেলে ধনের নির্মূল।। ২।।
পঞ্চমীতে শ্রীফলেতে কলঙ্কিনী হয়।
ষষ্ঠীতে নিম খেলে পশুযোনি পায়।। ৩।।
সপ্তমীতে তাল খেলে মহাপাতক যোগ।
অষ্টমীতে নারিকেলে মৃত্যু সম ভোগ।। ৪।।
নবমীতে লাউ খেলে গোমাংস গ্রাস।
দশমীতে কলম্বীতে কুটুম্ব বিনাশ।। ৫।।
একাদশীতে সীম খেলে স্বর্গ নাহি পায়।
দ্বাদশীতে পুঁইশাক ব্রহ্মহত্যা হয়।। ৬।।
ত্রয়োদশীতে বেগুন যেবা নরে খায়।
হইয়া সন্তান তার ম'রে ম'রে যায়।। ৭।।
অমাবস্যা পূর্ণিমা ও চতুর্দ্দশী পেলে।
মৎস্য মাংস মাসকলাই দূরে দাও ফেলে।। ৮।।

---ঃঃ---

শ্রীকৃষ্ণের ৩৪ অক্ষরে স্তব

ক বলেন কৃপানিধি মোরে কর পার।
কেমনে তরিব আমি মায়ার কাণ্ডার।। ১।।
খ বলেন খাঁটি হও ওরে আমার মন।
খল স্বভাব ত্যজি ক্ষমা চাহ অনুক্ষণ।। ২।।
গ বলেন গতি মুক্তি গুরুর চরণ।
গতি হইলে আর হবে না গমানাগমন।। ৩।।

ঘ বলেন ঘোর মায়ায় ঘুমায়ে রয়েছ।
ঘর ঘর করি হরির চরণ ভুলেছ।। ৪।।
ঙ বলেন উনি যদি করেন নিস্তার।
উনিই কেবল মাত্র ভব-কর্ণধার।। ৫।।
চ বলেন চঞ্চল হও কিসের কারণ।
চরণ দেখিতে পাবে হলে তত্ত্বজ্ঞান।। ৬।।
ছ বলেন ছলছল করিছে নয়ন।
ছলনা ছাড়িলে পাবে প্রভু দরশন।। ৭।।
জ বলেন জন্ম ল'য়ে এই ভূমণ্ডলে।
জগন্নাথ জগবন্ধু কেন না ভজিলে।। ৮।।
ঝ বলেন ঝালাপালা হইলে হৃদয়।
ঝটিতি শরণ লহ হরিপদাশ্রয়।। ৯।।
ঞ বলেন ইনি প্রভু জগৎজীবন।
ঞিহারে ধরিলে হবে পাপ বিমোচন।। ১০।।
ট বলেন টলিও না বিপদ দেখিয়া।
টান ছাড়া নাহি মিলে রাখিও জানিয়া।। ১১।।
ঠ বলে ঠিক মনে শরণ লইলে।
ঠেলিতে পারিবে তবে বিপদ সকলে।। ১২।।
ড বলে ডাক সদা হরি হরি বলি।
ডাকিতে ডাকিতে প্রেম উঠিবে উথলি।। ১৩।।
ঢ বলেন ঢলাঢলি কর কি কারণ।
ঢাক ঢোল বাজাইয়া করহ পূজন।। ১৪।।
ণ বলেন ধরে থাক দেব চক্রপাণি।
নামের সহিত তিনি এই মাত্র জানি।। ১৫।।
ত বলেন ত্রৈলোক্য নাথ যাঁহার শরণ।
তপন তনয় তার করে কি চিন্তন।। ১৬।।
থ বলেন থামাও তব কুপথেতে রতি।
থাক সাধুসঙ্গ কর সকলেতে প্রীতি।। ১৭।।
দ বলেন দয়াময় কর এবে দয়া।
দীনবন্ধু দীননাথ দেহ পদচ্ছায়া।। ১৮।।
ধ বলেন ধিক ধিক পাপীর জীবন।
ধনুষ্পাণি ধরণীধরে লওহে শরণ।। ১৯।।

ন বলেন নমো নমঃ শ্রীনন্দ নন্দন।
নীলমণি করেন নরক নিবারণ।। ২০।।
প বলেন পাপের চাই প্রতিকার।
পতিতপাবন পদ হৃদে কর সার।। ২১।।
ফ বলে ফাঁকি দিলে ফাঁদে পড়ে যাবে।
ফণীন্দ্রের কৃপা তোমায় শ্রেষ্ঠ ফল দিবে।। ২২।।
ব বলেন বাসুদেব বৈকুণ্ঠের পতি।
বলনা বিনয় কর অগতির গতি।। ২৩।।
ভ বলেন ভকতবৎসল ভয়হারী।
ভবারণ্যে ভরসা তিনি সকলেরি।। ২৪।।
ম বলেন মুকুন্দ মুরারি মধুহারী।
মধুসূদন নাম বিপদ কালে স্মরি।। ২৫।।
য বলেন যত দুঃখ পাই যদুনাথ।
যন্ত্রণা ঘুচায়ে প্রভু কর আত্মসাৎ।। ২৬।।
র বলেন রসনায় বল হরি বোল।
রসের বহিবে নদী প্রেমের হিল্লোল।। ২৭।।
ল বলেন লজ্জা ঘৃণা দিয়া বিসর্জ্জন।
একান্ত লভিয়া লও হরি প্রেম ধন।। ২৮।।
ব বলেন সকলের তিনি দর্পহারী।
বিষয় বাসনা ছাড় ভজ বংশীধারী।। ২৯।।
শ বলেন শান্তিদাতা হয় শার্ঙ্গপাণি।
শমন দমন আর মুক্তিদাতা তিনি।। ৩০।।
ষ বলেন ষাটের কাছে হইল বয়স।
ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভজ করিয়া মানস।। ৩১।।
স বলেন সাধুসঙ্গ হয় সারাৎসার।
সংসার ঘুরিয়া পাই আনন্দ অপার।। ৩২।।
হ বলেন হায় হায় কি হবে আমার।
হরি নাম কড়ি বিনা কিসে হব পার।। ৩৩।।
ক্ষ বলেন ক্ষিতি তলে ভরসা আমার।
ক্ষমাত্মক করিবেন মোরে অঙ্গীকার।। ৩৪।।

—ঃঃ—

(১)

অতিদূর পাঞ্জাব হ'তে
কে আজ এলে যশোহরে।
শ্রীনকাকার শ্রীপাদপদ্মের
সৌরভেতে মত্ত হয়ে।। ১।।
তোমার লাগি নলিনীকে
ঢাকায় চ'লে হল যেতে।
কালিয়ার মামলা তোমায়
শ্রীচরণে এল নিয়ে।। ২।।
শ্রীনকাকার রায় দেখিয়া
মুগ্ধ হল তোমার হিয়া।
দয়াল প্রভুর বার্ত্তা পেয়ে
আনন্দেতে গেলে ভরে।। ৩।।
বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ ক'রে
ছুটে এলে আবেগ ভরে।
কৃপানিধির শ্রীচরণে
পড়লে তুমি শরণ নিয়ে।। ৪।।
(হ'য়ে) উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত
সদা চিন্তা লোকের হিত।
কত লোক তোমায় স্মরে
(যাদের) বেঁধেছিলে প্রেমের ডোরে।। ৫।।
সদা তব আকিঞ্চন
শ্রীনকাকার 'শচীন' হ'তে।
জনে জনে আকুল প্রাণে
চাইতে তুমি পরাণ ভরে।। ৬।।
নাম দিয়েছেন সুদর্শন
ধরে আছ প্রভুর চরণ।

এমন উপায় কর যাতে
অধর্ম্ম যায় দূর হ'য়ে।। ৭।।
শ্রীনকাকার জয় রবে
সবার পরাণ উঠুক মেতে।
তাঁহার সেবায় সবাই লেগে
মানব জনম সফল ক'রে।। ৮।।

---ঃঃ---

(২)

অধমে তারো গো মা অধমতারিণী।
নিজগুণে যাব তরি কি আছে (মা) হেন জননী।।
আমি মূঢ় সুদুর্জন, মোরে পাপ করে দলন।
ডাকি কি আমি কখন, তোমায় মা পাপনাশিনী।।
রক্ষা কর এই দায় (তারা) ঠেকিয়াছি অনুপায়।
অধম সন্তান আমি তুমি ত ভব-জননী।।
বিনা দয়া মা তোমার উপায় নাহিক আর।
এই দুস্তরে কর পার, করগো মা কাত্যায়নী।।
কর্ম্মফলে হয় মুক্তি, আমার কি আছে শক্তি।
দাও মা চরণে ভক্তি, ভুক্তিমুক্তি-প্রদায়িনী।।

---ঃঃ---

(৩)

অন্নদার দ্বারে আজি পাতকী পেতেছে পাত।
পলাইতে দেব না মা, পরশিতে হবে ভাত।।
আমি চাই সেই মার প্রসাদ, যাতে যায় 'জন্মের সাধ'।
যে প্রসাদ পেয়ে শিব নাচে ক'রে উর্দ্ধ দুই হাত।।

---ঃঃ---

(৪)

অয়ি গিরিনন্দিনি, নন্দিত মেদিনি, বিশ্ববিনোদিনি নন্দসুতে।
গিরিবর-বিন্ধ্য-শিরোঽধি-নিবাসিনি, বিষ্ণু বিলাসিনি জিষ্ণুনুতে
ভগবতি হে শিতিকণ্ঠ-কুটুম্বিনি, ভূরি কুটুম্বিনি ভূরিকৃতে।
জয় জয় হে মহিষাসুর-মৰ্দ্দিনি, রম্যকপৰ্দ্দিনি শৈলসুতে।।
সুরবর বর্ষিণী, দুৰ্দ্ধর-ধৰ্ষিণী, দুৰ্ম্মুখ মৰ্ষিণি হৰ্ষরতে।
ত্রিভুবন পোষিণি শঙ্কর-তোষিণি, কল্মষ মোষিণি ঘোররতে।।
দনুজ-নিরোষিণি দিতিসুত-নাশিনি,
দুৰ্ম্মদশোষিণি সিন্ধুসুতে।
জয় জয় হে মহিষাসুরমৰ্দ্দিনি
রম্যকপৰ্দ্দিনি শৈলসুতে।।

---ঃঃ---

(৫)

আও গোবিন্দ আও দয়াল।
আও গিরিধারী ব্রজদুলাল।।
আও আনন্দ দ্বন্দ্বরহিত
প্রেমতিলক শোভিত ভাল
আও হৃদয়-যমুনাতট
বাজাও মোহনবেণু রসাল।।
কাঁহা প্রাণনাথ ডুবত নেঈয়া
জীবন জলধি অতি বিশাল।
সুখ দুখ সব সপন তোহি
আও ঘনশ্যাম আও গোপাল।।

---ঃঃ---

(৬)

আপনাতে আপনি থেকো মন
যেয়োনাকো কারু ঘরে।
যা চাবি তা বসে পাবি
খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।।
পরমধন এই পরশমণি
যা চাবি তা দিতে পারে
কত মণি পড়ে আছে
আমার চিন্তামণির নাচ দুয়ারে।।
তীর্থগমন দুঃখভ্রমণ মন উচাটন করো না রে।
(তুমি) আনন্দ-ত্রিবেণীর স্নানে শীতল হও না মূলাধারে।।

---ঃঃ---

(৭)

আমার আশা না মিটিল বাসনা না গেল।
(কেবল) বৃথা দিন গেল গেল মা।।
(আমি) সাধের মানব জনম পাইয়ে।
(ওমা) এখনও যে মরি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে।।
অনিত্য সংসার মায়ার ছলনা।
(আর) কবে বলে তুমি দেবে মা।।
জননী থাকিতে পুত্রের দুর্গতি।
কেবা কবে কোথা শুনেছে এমতি।
(ও তোর) জগদম্বা নাম পুরাস্ মনস্কাম।
সকলি কি মিছে বল্ মা।।
শিখাও ডাকিতে মা মা বলিয়ে।
অহরহ মন প্রাণ ভরিয়ে।।
তব নাম জ্ঞান তব নাম ধ্যান।
হলে কোথা ভয় ভাবনা (ওমা)।।

---ঃঃ---

(৮)

(আমার) কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার।
পেয়ে হরিনাম গাব অবিরাম
নয়নে বহিবে প্রেম অশ্রুধার।।
কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণ মন
কবে যাব আমি প্রেমের বৃন্দাবন।
হরি লীলা রসে হইব মগন,
লুটাইব হরিপ্রেমে অনিবার।।
(হায়) কবে যাবে আমার ধরম করম
কবে যাবে জাতি কুলের ভরম।
কবে যাবে ভয় ভাবনা সরম
পরিহরি অভিমান লোকাচার।।
কবে পরশমণি করি পরশন
(এই) লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন।
হরিময় বিশ্ব করিব দর্শন
সংসার আসক্তি রহিবে না আর।।
মাথায় লয়ে যত ভক্ত পদধূলি
কাঁধে লয়ে চির বৈরাগ্যের ঝুলি।
পিব প্রেমবারি দুই হাতে তুলি
অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেম যমুনার।।
প্রেমে পাগল হয়ে হাসিব কাঁদিব
সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসিব।
আপনি মাতিয়ে জগৎ মাতাব
হরি প্রেমে নিত্য করিব বিহার।।

---ঃঃ---

(৯)

আমার কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার।
কবে বলতে হরিনাম শুনতে গুণগ্রাম।
অবিরাম নেত্রে ঝরিবে অশ্রুধার।।
(কবে) সুরসে রসিক হবে এ রসনা
জাগিতে ঘুমাতে করিবে ঘোষণা।
কবে যুগল মন্ত্রে হবে উপাসনা
বিষয় বাসনা ঘুচিবে আমার।।
কত দিনে হবে সর্ব্বজীবে দয়া
কতদিনে যাবে গর্ব্ব-মোহ-মায়া।
কতদিনে হবে খর্ব্ব মোর কায়া
নত হব সদা লতা যে প্রকার।।
কতদিনে হবে জ্ঞানোদয় মম
কতদিনে যাবে কাম ক্রোধ তমঃ।
কতদিনে হব তৃণাদির সম
রজঃতে লুণ্ঠিত হব অনিবার।।
কবে যাবে জাতি কুলের ভরম
কবে যাবে আমার অযথা সরম।
কবে যাবে আমার ধরম করম
কতদিনে যাবে সব লোকাচার।।
কবে পরশমণি করি পরশন
লৌহদেহ আমার হইবে কাঞ্চন।
কতদিনে হবে কুণ্ঠা বিমোচন
জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন আঁধার।।
কতদিনে হবে শুদ্ধ মম মন
কবে যাবে আমার এ ভ্রম ভ্রমণ।

কতদিনে যাব মধুর বৃন্দাবন
যথা ইষ্ট মিষ্ট মম পরিবার।।
কতদিনে ব্রজের পথে ঘুরি ঘুরি
কাঁদিয়ে বেড়াব স্কন্ধে লয়ে ঝুলি।
কণ্ঠপূর্ণ করি পিব করে তুলি
অঞ্জলি অঞ্জলি জল অনিবার।।

---ঃঃ---

(১০)

আমার জলে গোবিন্দ স্থলে গোবিন্দ,
গোবিন্দ নয়নে লেগেছে রে!
আমার সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে বামেতে
গোবিন্দ দাঁড়ায়ে রয়েছে রে।।
আমি যে দিকে চাই, সেদিকেতে রয়
স্থাবর জঙ্গম গোবিন্দময়।
আমি মুদিলে আঁখি গোবিন্দ দেখি
আমার অন্তরে বাহিরে গোবিন্দ রে।।
আমার হৃদি কদম্বতরুমূলে
গোবিন্দ দাঁড়ায়ে গোপী মণ্ডলে।
(ও তাঁর) পদেতে পদ চূড়া বিনোদ,
অধরে মুরলী রয়েছে রে।।
দোঁহারি স্কন্ধে দোঁহারি ভুজে
গোবিন্দ দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ ঠামে।
মহেশ বলে আমার গোবিন্দচাঁদের
চরণে কোটী চাঁদ নিছোড়ি রে।।

---ঃঃ---

(১১)

আমার মনের ময়লা যাবে বল, কেমনে
সে যে জন্মান্তরের কষ লেগেছে, উঠবে না কোনও সাবানে।
সামান্য কালি যদি হয় ধোলাইয়েতে চলে যায়,
মনের কালি বিষম কালি ধোলাই কইত হয়?
আমার কুসঙ্গে কুচিন্তায় কাটে, তাই কুক্রিয়া নিশি দিনে।।
(সাধু) গুরু কহেন কৃপা করি, উপায় তোমায় বলতে পারি।
ফল পাবে অচিরেতে কথা যদি শুন কানে।।
মনের কথা শুনা ছাড়, সাধু ভক্তের পায়ে পড়।
শাস্ত্র পথে চলতে শিখ কালি যাবে দিনে দিনে।।
ঘুচাবে যদি মনের কালি, হরি স্মর খালি খালি।
সৎসঙ্গেতে যতপার শাস্ত্র কথা শুন কানে।।
লীলা কথা শুন কানে সেবা কর মনে প্রাণে।
কাতরেতে ডাকো তাঁরে বসতে হৃদি পদ্মাসনে।।

---ঃঃ---

(১২)

আমার শ্যামকে যে চায়, আমি তারে বড় ভালবাসি!
আমার শ্যামকে যে আপন ভাবে,
আমি লো তার কেনা দাসী।।
শ্যাম নামে যে মাতোয়ারা, শ্যাম নামে যার বহে লো ধারা।
আমি দেখে তারে হই আপনহারা,
আমি দেখলে তারে নয়ন ভরে শ্যামপ্রেমনীরে ভাসি।।

---ঃঃ---

(১৩)

আমার হৃদয় মন্দির মাঝে এস রাম ধনুর্দ্ধারী।
জানকী সহিতে মোহন রূপেতে, এস এস কৃপা করি।।
দেহ-রথ পরে তুমি শুধু রথী, জীবনে মরণে, তুমি মম পতি।
কুমতি ঘুচায়ে দাও হে সুমতি, কলুষ-তিমির-হারী।।

---ঃঃ---

(১৪)

আমার হৃদি বৃন্দাবনে বাস কর এসে কমলাপতি।
ওহে ভক্তি-প্রিয় আমার, ভক্তি হবে রাধাসতী।।
মুক্তি-কামনা আমারি, হবে বৃন্দের গোপনারী।
দেহ হবে নন্দপুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী।।
তুমি ধর ধর জনার্দ্দন, আমার পাপ ভার গোবর্দ্ধন।
কামাদি ছয় কংস চরে, ধ্বংস কর হে সম্প্রতি।।
বাঁজায়ে কৃপা বাঁশরী, আমার মন ধেনুকে বশ করি।।
তিষ্ঠ হৃদি গোষ্ঠের ইষ্ট পুরাও মোর এই মিনতি।।
(আমার) প্রেমরূপ যমুনাকুলে আশা বংশী বট মূলে।
স্বদাস ভেবে সদয় হয়ে সতত কর বসতি।।
যদি বল রাখাল প্রেমে বন্দী থাকি ব্রজধামে।
(তবে) জ্ঞানহীন রাখাল তোমার দাস কর গো দাশরথি।।

---ঃঃ---

(১৫)

আমরা এই মতে ব্রজের পথে চলিব গো।
হরি বল্‌ব আর মদনমোহন হের্‌ব গো।।
বিপিনের বিনোদ খেলা ব্রজ রাখালের মেলা।
মোরা তাপিত অঙ্গেতে ধূলা মাখিব গো।।
হরি বল্‌ব আর মদনমোহন হের্‌ব গো।।
যাব ব্রজেন্দ্রপুর হব গোপিকার নূপুর।
তাঁদের চরণে মধুর মধুর বাজব গো।।
হরি বল্‌ব আর মদনমোহন হের্‌ব গো।।
রাধাকৃষ্ণের রূপমাধুরী হের্‌ব দুটি নয়ন ভরি।
মোরা নিকুঞ্জের দ্বারে দ্বারী রইব গো।।
হরি বল্‌ব আর মদনমোহন হের্‌ব গো।।
তোমরা সব ব্রজবাসী মোরা দর্শনপ্রয়াসী।
আমরা শ্যামচাঁদের মোহনবাঁশী শুনিব গো।।
হরি বল্‌ব আর মদনমোহন হের্‌ব গো।।
এ দেহ অন্তকালে দিও যমুনার জলে।
মুখে জয় রাধে শ্রীকৃষ্ণ ব'লে ভাসায়ো গো।।
হরি বল্‌ব আর মদনমোহন হের্‌ব গো।
কহে নরোত্তম দাস পুরাও মোদের অভিলাষ।
মোরা আর কবে ব্রজে বাস করিব গো।।
হরি বল্‌ব আর মদনমোহন হের্‌ব গো।।

---ঃঃ---

(১৬)

আমায় দে মা পাগল ক'রে ব্রহ্মময়ী
আর কাজ নাই মা জ্ঞানবিচারে
(ওমা) তোমার প্রেমের সুধা
পানে কর মাতোয়ারা
ও মা ভক্ত চিত্তহরা ডুবাও প্রেম সাগরে।।
তোমার এ পাগলা গারদে
কেহ হাসে কেহ কাঁদে
কেহ নাচে প্রেমানন্দে ভরে।
ধ্রুব প্রহ্লাদ শ্রীচৈতন্য
প্রেম ভারে অচৈতন্য
হায় কবে হব মা ধন্য
মিশে তাঁদের ভিতরে।।
স্বর্গেতে পাগলের মেলা
যেমন গুরু তেমনি চেলা
প্রেমের খেলা কে বুঝিতে পারে।
তুমি প্রেমে উন্মাদিনী
ওমা পাগলের শিরোমণি—
প্রেমধনে কর মা ধনী
কাঙ্গাল এই প্রেমদাসেরে।।

—ঃঃ—

(১৭)

আমায়, সকল রকমে কাঙাল করেছে গর্ব করিতে চূর,
যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য, সকলি করেছে দূর।।
ওইগুলো সব মায়াময় রূপে
ফেলেছিল মোরে অহমিকা কূপে;
তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল, করেছে দীন আতুর;
আমায় সকল রকমে কাঙাল করিয়া গর্ব করিছে চূর।।
যায়নি এখনো দেহাত্মিকা মতি;
এখনো কি মায়া দেহটার প্রতি,
এই দেহটা যে আমি সেই ধারণায় হয়ে আছি ভরপুর;
তাই সকল রকমে কাঙাল করিয়া গর্ব করিছে চূর।।
ভাবিতাম "আমি লিখি বুঝি বেশ,
আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ,"
তাই বুঝিয়া দয়াল ব্যাধি দিল মোরে বেদনা দিল প্রচুর;
আমায় কতনা যতনে শিক্ষা দিতেছ গর্ব করিতে চূর।।

(১৮)

আমায় মাতিয়ে দাও তোমার কৃপার লেশে
তোমার গুণ গেয়ে বেড়াই দেশ বিদেশে।
শ্রদ্ধারতি ক্ষান্তি প্রেমের কাঁথাখানি গায়ে বেঁধে,
তোমার করুণার ঝুলি কাঁধে
বেড়াই আমি দেশ বিদেশে।।
সংসারেতে ভয় ঘুচেনা, ভব সাগরে বেড়াই ভেসে
এবার অভয় চরণ হৃদে রেখে, বেড়াই আমি হেসে হেসে।।
এতদিন গিয়েছে আমার, অসার অলীক সুখের আশে।
(এবার) মানব জনম সার্থক করি, তোমার দাসের সঙ্গে মিশে।।

—ঃঃ—

(১৯)

আমি কালারে পাইতে সকলি ত্যজিনু
কত লোকে কত কয়।
শিরে কলঙ্ক পসরা ধরি যার তরে সে ধনে অপরে লয়।।
কেমনে বা সই কেমনে বা রই কেমনে বাঁধিব হিয়া।
আমার নাগর যায় পর ঘর, আমার আঙ্গিনা দিয়া।।
দেখিব যেদিন আপন নয়নে, তার সনে মোর কথা।
মুড়াইব কেশ ছিঁড়িব সুবেশ ভাঙ্গিব আপন মাথা।।
প্রাণনাথ মোর এমন করিবে
জানিত কোন জনায়।।

—ঃঃ—

(২০)

আমি কি এমতি রব (মা তারা)
আমার কি হবে গো দীন দয়াময়ী।
আমি ক্রিয়া-হীন ভজন-বিহীন
দীন হীন অসম্ভব।।
আমার অসম্ভব আশা পুরাবে কি তুমি
আমি কি ও পদ পাবো (মা তারা)।।
কুপুত্র সুপুত্র যে হই সে হই
চরণে বিদিত সব।
কুপুত্র হইলে, জননী কি ফেলে
একথা কাহারে কব (মা তারা)
প্রসাদ কহিছে তারা ছাড়া নাম
কি আছে যে আর তা লব।।
তুমি তরাইতে পার তেঁই যে তারিণী
নামটী রেখেছেন ভব (মা তারা)।

---ঃঃ---

(২১)

আমি কেমনে পাব শ্রীচরণ
আমি যে পাপী মলিন।
লোভে কামে মোহে জিত
ভোগ বিলাসের অধীন।। ১।।
ভজনসাধনে অলস
ষড়্‌রিপুর পরবশ
বিষয়বাসনার দাস
হয়ে আছি চিরদিন।। ২।।
হিংসা গর্ব্ব অভিমানে
স্বার্থ সুখ প্রলোভনে।
জীবন কলঙ্কিত অবিনত
রতি-অনুরাগ-বিহীন।। ৩।।
নাহি ভক্তি নাহি জ্ঞান
বৈরাগ্য সমাধি ধ্যান
মোহে হৃদি ম্লান
পাষাণ সম কঠিন।। ৪।।
এখন এই অভিলাষ
হয়ে তব দাসানুদাস
যাঁরা পেয়েছেন তাঁরে
থাকি সদা তাঁদের অধীন।। ৫।।

---ঃঃ---

(২২)

আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে
তুমি অভাগারে চেয়েছ।
আমি না ডাকিতে, হৃদয় মাঝারে
নিজে এসে দেখা দিয়েছ।। ১।।
চির আদরের বিনিময়ে, সখা,
চির অবহেলা পেয়েছ।
(আমি) দূরে ছুটে যেতে, দু'হাত পসারি,
ধ'রে টেনে কোলে নিয়েছ।। ২।।
"ও পথে যেও না ফিরে এসো" ব'লে
কানে কানে কত কয়েছো।
(আমি) তবু চলে গেছি, ফিরায়ে আনিতে
পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ।। ৩।।
(এই) চির অপরাধী পাতকীর বোঝা।
হাসি মুখে তুমি ব'য়েছ।
(আমার) নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে
বুকে ক'রে নিয়ে র'য়েছ।। ৪।।
---ঃঃ---

(২৩)

(আমি) দেখেছি জীবন ভ'রে চাহিয়া কত,
(তুমি) আমারে যা দাও, সবই তোমারি মত।
আকুল হইয়ে মিছে, চেয়ে মরি কত কি যে,
(কাঁদে) পদতলে নিষ্ফল বাসনা শত।। ১।।
কিসে মোর ভাল হয়, তুমি জান, দয়াময়,
(তবু) নির্ভর জানে না, এ অবিরত।

আমি কেন চেয়ে মরি, তুমি জান কিসে হরি,
সফল হইবে মম জীবন ব্রত।। ২।।
চাহিব না কিছু আর, দিব শ্রীচরণে ভার
হে দয়াল সদা মম কুশলরত।। ৩।।

---ঃঃ---

(২৪)

আমি দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি
আখেরে এ দীনে কেমনে জানিবে গো শঙ্করী।
নাশিয়া ব্রাহ্মণ হত্যা করি ভ্রূণ
সুরাপান করি বিনাশী নারী।
এসব পাতক না ভাবি তিলেক
ব্রহ্মপদ নিতে পারি।।

---ঃঃ---

(২৫)

আমি ভক্তের অধীন
(তা) জানে সবে চিরদিন
ভক্তকে দেখলে পরে আনন্দিত হই।। ১।।
দারাসুত ধন প্রাণ
যে করে আমায় দান
তার সকল ভার মাথায় ক'রে রই।। ২।।
ভক্তিতে চৈতন্য মোরে
বেঁধে ছিলেন প্রেমের ডোরে
ভক্তিতে মোরে, ধ্রুব প্রহ্লাদ
হ'ল শমন জয়ী।। ৩।।

---ঃঃ---

(২৬)

আমি মুক্তি চাই না হরি
পড়িয়ে বিপদে তোমারি শ্রীপদে,
ভক্তি ভিক্ষা সদা করি।
আমি আসিব যাইব, শ্রীপদ সেবিব
হইব প্রেমাধিকারী।।
আমার এই দেহ প্রসাদ সেবা-অপরাধ
যেন ঘটে নাক বংশীধারী।
চিনি হওয়ার চেয়ে চিনি খাওয়া ভালো
আমি দেখলাম চিন্তা করি
সার্ষ্টি সামীপ্য করি লক্ষ লক্ষ
মোক্ষ বাঞ্ছা নাহি করি
সেই যমুনার কূলে শ্রীরাসমন্ডলে
রহিবে রাসবিহারী
যেন জনমে জনমে সেবাদাসী হয়ে
চামর ব্যজন করি।

---ঃঃ---

(২৭)

আমি মুক্তি দিতে কাতর নই
শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই গো।
আমার ভক্তি যেবা পায় তারে কেবা পায়
সে যে সেবা পায় ত্রিলোক-জয়ীর।।
শুন চন্দ্রাবলী ভক্তির কথা কই
মুক্তি মিলে কভু ভক্তি মিলে কই।
আমি ভক্তির কারণে পাতাল ভুবনে
বলির দ্বারে আমি দ্বারী হয়ে রই।।

শুদ্ধা ভক্তি এক আছে বৃন্দাবনে
গোপ গোপী বিনে অন্যে নাহি জানে।
আমি ভক্তির কারণে নন্দের ভবনে
পিতা জ্ঞানে নন্দের বাঁধা মাথায় বই।।

---ঃঃ---

(২৮)

আর কিছু নাই শ্যামা মা তোর
কেবল দুটী চরণ রাঙ্গা।
শুনি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি
দেখে হ'লাম সাহস ভাঙ্গা।।
জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা
সুখের সময় সবাই তারা।
বিপদকালে কেউ কোথা নাই
ঘরবাড়ী ওই গাঁয়ের ডাঙ্গা।।
নিজগুণে যদি রাখ
করুণা নয়নে দেখ।
নইলে জপ করে যে তোমা পাওয়া
সে সব কেবল ভূতের সাঙ্গা।।
কমলাকান্তের কথা
মাকে বলি মনের ব্যথা।
আমার জপের মালা ঝুলি কাঁথা
জপের ঘরে রইল টাঙ্গা।।

---ঃঃ---

(২৯)

আর কবে দেখা দিবি মা
ফুরালো জীবনের খেলা
দেখা দে মা, এই বেলা
দিন দিন তনুক্ষীণ
ক্রমে আমি জ্যোতিহীন
এখন না দেখা দিলে পরে কি চিনিব মা
অজপা ফুরালে মোর আঁখি দুটি মুদে যাবে
তখন আসিলে শিবে বল কিবা ফল হবে।
এ আঁখি আর না হেরিবে
মনের কথা মনে রবে
এমুখে আর মা বলিয়া
ডাকিতে পারিব কি শ্যামা।।

---ঃঃ---

(৩০)

আর কারে ডাকবো মাগো, পরাণ চাহে তোমায় ডাকে।
কল্পতরু ছেড়ে কেন ডাকব মাগো যাকে তাকে।।
দুঃখের কথা কেউ শুনে না, ফিরে চেয়ে কেউ দেখে না।
অধম বলে দরদ কর তাইত অধম তোমায় ডাকে।।
জগত জননী হও সকল ভার মা গো লও।
মা গো আবদার সহ, তাইত অধম তোমায় ডাকে।।

---ঃঃ---

(৩১)

আর কি থাকিতে পারি
যাই গোঠে মা - যাই যাই।
কে যে ডাকে ঐ আমাকে
বলে আয়রে ভাই কানাই।।
আমায় সাজায়ে দে মা।।
গোঠে যাবার বেলা হলো আমায় সাজায়ে দে মা।
পীত ধরা পরাইয়া আমায় সাজায়ে দে মা।।
বামে চূড়া হেলাইয়া আমায় সাজায়ে দে মা।
ধেনু বৎস সঙ্গে দিয়ে আমায় সাজায়ে দে মা।।
গোপাল রাখাল বেশে আমায় সাজায়ে দে মা।
ব্রজের রাখাল গণে আমায় জানে ব্রহ্ম জ্ঞানে।।
আমি বিনা তারা হয় আত্মহারা, বড় ভালবাসে মা সবাই।
আমা বিনা রাখালগণে শূন্য দেখে সর্ব্ব ঠাঁই।।
আর কি থাকতে পারি আমায় সাজায়ে দে মা।
চন্দনে চর্চ্চিত করে, আমায় সাজায়ে দে মা।।
মোহন মুরলী দিয়ে, আমায় সাজায়ে দে মা।
আমি নাহি গোঠে গেলে বনের ফুল নাহি ফোটে।।
বংশীরব বিনা বহে না যমুনা, বিহঙ্গ নীরব রয় সদাই।
আমায় না দেখিলে পরে চলে না যে বৎস গাই।।

---ঃঃ---

(৩২)

আর ঘুমায়ো না মন
মায়া ঘোরে আর কতদিন রবে অচেতন।। ১।।
কে তুমি কি হেতু এলে
আপনারে ভুলে গেলে
চাহরে নয়ন মেলে
ত্যজ কুস্বপন।। ২।।

রয়েছ অনিত্য ধ্যানে
নিত্যানন্দে হের প্রাণে
তমঃ পরিহরি হের প্রাণে
অরুণ তপনে।। ৩।।

---ঃঃ---

(৩৩)

এই ছিল কি মনরে তোর (ওরে মন আমার)
এই ছিল কি মনে,
অকূলে আনিয়া তরী, ডুবাও কেন মাঝখানে।
দিয়াছিলি বহু আশা, সে আশায় ভবে আসা।
শেষে কেবল যাওয়া আসা, সার হবে যে এক্ষণে।।
সাজাইলে তনু তরী বলিলে প্রতিজ্ঞা করি।
জ্ঞান গুরু হবেন কাণ্ডারী ভয় কি তব তুফানে।।
পাপে তরী হল ভারী, উঠে মেঘ কাল ভারি।
পরিব্রাজক বলে হরি, হরি বল বদনে।।

---ঃঃ---

(৩৪)

একবার ব্রজে চলো ব্রজেশ্বর দিনেক দুয়ের মত
(ও তোর) মন মানে তো থাকবি সেথায় নইলে আসবি দ্রুত।
এসেছি ব্রজে নিয়ে যাবার লাগি
প্রাণ বধূ এত ভাবনা ক্যানে।
ও তোর নন্দপিতা জ্বেলেছে চিতা পরাণ ত্যাজিবারে
মা যশোদা কেঁদে কেঁদে ফিরছে ঘরে ঘরে।
ও তোর শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম কাঁদছে অবিরত
একবার ব্রজে চলো ব্রজেশ্বর দিনেক দুয়ের মত।।
এখন পাগ বেঁধেছ বলতে পার,
রাজা হয়েছ বলতে পার।

এখন বললে বলতে পার,
রাজা হয়েছ বলতে পার।।
যদি বল শ্যাম চলতে চরণ ধূলায় ধূসর হবে
না হয় ব্রজ বধূর নয়ন বারি চরণ পাখালিবে।
যদি বল শ্যাম যমুনা উজান কেমনে পার হবো,
তখন ব্রজ গোপীর ভেলা বেঁধে পারে লয়ে যাবো।।
(ও) তোমার রাঙ্গাচরণ ধুয়াবে বলে
ঝারি ভরে বারি রেখেছে গো,
শত বরস আগে থেকে তারা
ঝারি ভরে বারি রেখেছে গো,
তোমার রাঙ্গাচরণ ধুয়াবে বলে
ঝারি ভরে বারি রেখেছে গো।

(৩৫)

একবার রাম রাঘব রূপে দেখা দাও মোরে শ্রীহরি।
আমি ঐ রূপেতে দেখতে তোমায় চাইগো নয়ন ভরি।। ১।।
হাতে লয়ে ধনুর্ব্বাণ
সাথে মা জানকী বামে লয়ে দাঁড়াও ভগবান্।
সেই সীতাপতির মোহন ছবি দেখাও কৃপা করি।
সেই সীতাপতির মোহন ছবি দেখব নয়ন ভরি।। ২।।
পদে ভক্ত হনুমান্
পিছে ছত্রধারী লক্ষ্মণ আদি সবাই বর্ত্তমান।
সেই রাজা রামের মোহন ছবি দেখাও কৃপা করি।।
সেই রাজা রামের মোহন ছবি দেখব নয়ন ভরি।। ৩।।
সেই অহল্যা পাষাণী
পাষাণ ভেদি পূজে তোমার চরণ দুখানি।
সেই পতিত পাবন রামের ছবি দেখাও কৃপা করি।।
সেই পতিত পাবন রামের ছবি দেখব নয়ন ভরি।। ৪।।

সেই অধীরা শবরী,
কত যুগ যুগ প্রতীক্ষাতে পেল মানস হরি।
সেই ভক্তবৎসল রামের ছবি দেখাও কৃপা করি,
সেই ভক্তবৎসল রামের ছবি দেখব নয়ন ভরি।। ৫।।
সেই রাবণ দশানন,
তব পদ্মহস্তে জীবন দিতে করল মহারণ।
সেই কৃপাসিন্ধু রামের ছবি দেখাও কৃপা করি,
সেই কৃপাসিন্ধু রামের ছবি দেখব নয়ন ভরি।। ৬।।

---ঃঃ---

(৩৫)

এখন কি মন রবে অচেতন
ওই শুন মায়ের বাজনা বাজিছে।
ভূতল রসাতল, আকাশ মণ্ডল
সব টলমল আনন্দে নাচিছে।।
নীলাকাশে মাঝে মাঝে মেঘ ভাসে
তারা হার আনন্দে খেলে আশে পাশে।
শরতের সোহাগে শশীকলা হাসে
লোল-হিল্লোলে অনিল বহিছে।।
জবা যুথী জাতী মালতী মল্লিকা,
কুমুদ কোকনদ করবী কলিকা।
ফুটিল কুসুমরাশি হাসি শেফালিকা,
চুম্বিতে মার চরণ ভূমে লুটায়েছে।।
মরি মরি করী-অরি-আরোহিণী,
ঐ মা আসিল ভুবন মোহিনী।

ত্রিতাপহারিণী, ত্রিগুণতারিণী
বিকারবারিণী বিঘ্ন বিনাশিছে।।
জাগো জীব দেখ জগত জননী
দাও পুষ্পাঞ্জলি হ'য়ে পুটপাণি।
(মুখে) বল জয় জয়, পূজ পা দুখানি
(মায়ের) পদ কোকনদে পীযুষ ক্ষরিছে।।
দুঃখে বা দুর্গমে কর দুর্গা নাম সার
আজি দুর্গাপূজা কি দুঃখ আবার।
দুর্গা ব'লে গলে পর দুর্গা হার
(তোর) না রবে দুর্গতি দুঃখ আগে পিছে।।
মার মত মা এমন কভু দেখি নাই
মা বলে ডাকিলে অমনি দেখা পাই।
ভক্তি যদি মিলে, মুক্তি নাহি চাই
মার ছেলে হয়ে থাকি মায়ের কাছে।।
পরিব্রাজকের মলিন মূঢ় মন
সাধন ভজন তব কিবা প্রয়োজন।
মায়ের চরণে লহ রে শরণ
তরণ তারণ কিরণ খেলিছে।।

---ঃঃ---

(৩৬)

এখনও তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশী শুনেছি।
মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি।।
শুনেছি মূরতি কাল তারে না দেখা ভালো।
(সখি) বলো আমি জল আনিতে যমুনায় যাব কি।।

শুধু স্বপনে এসেছিল সে নয়নকোণে হেসেছিল সে।
সে অবধি, সই, ভয়ে ভয়ে রই,
আঁখি মেলিতে ভেবে সারা হই।।
কাননপথে যে খুশি সে যায়
কদমতলে যে খুশি সে চায়।
(সখি) বলো আমি আঁখি তুলে কারো পানে চাব কি।।

---ঃঃ---

(৩৭)

এ ভবে আসিয়া বেড়াই ভাসিয়া
সদা হাবু ডুবু খাই।
বুঝিলাম মনে পেনু এতদিনে
প্রাণ জুড়াবার ঠাঁই।।
মনে বিচারিনু যাঁ হতে পাইনু
দুঃখ মাঝে সুখ এত।
সব তেয়াগিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া
তাঁহারে সঁপিব চিত।।
এত উপকার পাইলাম আমি
সেবায় লাগিব তাঁর।
দেশে দেশে ঘুরে তাঁর গুণ গাব
যাবৎ পরাণ আমার।।
এই সাধ মোর মনে হয়েছিল
যশোরে ছিলাম যবে।
সাধ না পূরিল আশা না মিটিল
বৃথাই রহিনু ভবে।।

আমার করম অপরাধ করা
তাঁহার কেবলি ক্ষমা।
কত দেখিলাম কত শুনিলাম
সেবা না করিনু তাঁহা।।
কত দিন রাতি আনন্দে কেটেছে
গণনা নাহিক তার।
সেই স্মৃতিটুকু মনে করি মোরা
পাই আনন্দ অপার।।
এই কৃপা চাই শয়নে স্বপনে
দেখা-লীলা মোরা স্মরি।
পরাণ ভরিয়া তাহা বর্ণিয়া
সেবায় আমরা মাতি।।

---ঃঃ---

(৩৮)

এমন দিন কি হবে তারা,
যবে তারা তারা তারা বলে তারা বেয়ে পড়বে ধারা।।
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে মনের আঁধার যাবে টুটে
তখন ধরাতলে পড়ব লুটে আমি তারা বলে হব সারা।।
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা।।
শ্রীরামপ্রসাদ রটে মা বিরাজে সর্ব্বঘটে
মূঢ় আঁখি দেখ মাকে মা যে তিমিরে তিমিরহরা।।

---ঃঃ---

(৩৯)

এমন প্রেমমাখা হরিনাম, নিমাই কোথা হতে এনেছে।
এ নাম একবার শুনে, আমার হৃদয়বীণে, আপনি বেজে উঠেছে।
কতদিন আমি শুনেছি এ নাম,
কখনও এমন করেনি পরাণ।
কি জানি কি এক নব ভাবোদয়,
আমার হৃদয় মাঝারে হতেছে।।
কে যেন আমায় কহিছে কাণে কাণে,
তোর পারের উপায় হলো এতদিনে।
প্রেমের পসরা নিজে লয়ে শিরে
আমার প্রেমের ঠাকুর এসেছে।।
আজ হতে গোরা তোমার সঙ্গে রব,
জ্ঞানের গরব আর না করিব।
সব ঠেলে ফেলে গৌরহরি ব'লে
আমার নাচিতে বাসনা হয়েছে।।

---ঃঃ---

(৪০)

এ মায়া প্রপঞ্চময়।
ভবরঙ্গমঞ্চ মাঝে,
রঙ্গের নট নটবর হরি,
যারে যা সাজান সে তাই সাজে।।
কর্ম্মক্ষেত্রে জীবমাত্রে মায়াসূত্রে সবই গাঁথা।
কেহ পুত্র কেহ মিত্র কেহ ভার্য্যা কেহ ভ্রাতা।।
কেহ হয়ে এসেছেন পিতা, কেহ স্নেহময়ী মাতা।
কত রঙ্গের অভিনেতা, সেজেছেন সব কতই সাজে।।

মাতৃসাজে এসেছ ও মা, করতে স্নেহের অভিনয়।
কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মসূত্রে আমি তোমার সেজেছি তনয়।।
এই নাটকের এই অঙ্কে পেয়েছি স্থান তব অঙ্কে।
হয়ত যাব পর অঙ্কে পর অঙ্কে পুত্র সেজে।।
যার যখন হ'তেছে সাঙ্গ রঙ্গভূমির অভিনয়।
কা কস্য পরিবেদনা সে তখন আর কারও নয়।।
কোথা রয় প্রেয়সীর প্রণয়, পুত্রকন্যার কাতর বিনয়,
শোনেনা সে কারও অনুনয় ছেড়ে যায় সাজসজ্জা ত্যেজে।।
না হইলে কর্ম্ম শেষ কত যাইব কত আসিব।
সঙ সেজে সংসার মাঝে কত কাঁদিব কত হাসিব।।
অহিভূষণ বলে কবে যাব, এ জ্বালা কবে নাশিব,
মহাযোগে কবে বসিব, মিশিব হরি পদরজে।।

---ঃঃ---

(৪১)

এ বড় আক্ষেপের কথা
ভাবতে প্রাণে পাই ব্যথা।
পেয়ে তব অপার কৃপা
পাষাণ মন গলে না।
তোমারি কৃপায় এম, ডি হয়ে
চড়ি আমি গাড়ী ঘোড়া।
হয়েছে মোর নাম যশ
হয়েছে নাম দেশ জোড়া।।

রাশি রাশি অর্থ আসে
সকলি তব কৃপাবশে।
তবু এ পাষাণ হৃদয়
গলে না গো গলে না।।
তোমারি কৃপায় আমায় ডাকে
এলাহাবাদে ফরিদপুরে।
চিকিৎসাতে খ্যাতি রটে
তোমার কৃপা লয়ে শিরে।।
সকল সুখ ভুঞ্জি আমি
নাহি তাতে কিছু কমি।
কেবল তোমারই কাজ এলে পরে
আমার প্রাণ মাতে না।।
কৃপার অন্ত নাইক কভু
কৃতঘ্নতা যায় না তবু।
কাজে মাতিয়ে দাও হে প্রভু
কাতরে করি এই প্রার্থনা।।

---ঃঃ---

(৪২)

এস এস হে
মোদের প্রতি কৃপা করি এস এস হে
নখুড়ীমাকে সঙ্গে নিয়ে "
গোপালধনকে সাথে করে "
অক্ষয়কাকাকে সঙ্গে করে "
শচীন্দ্রকে সাথে নিয়ে "
চারুদাকে সঙ্গে করে "

পার্ষদাদি সঙ্গে করে ”
এস এস হে
মোদের প্রতি কৃপা করি ”
গিরীশাভীষ্টদ প্রভু ”
নির্হেতুক কৃপাসিন্ধু ”
অগতির গতি তুমি ”
নিরুপায়ের উপায় তুমি ”
বিপদভঞ্জন তুমি ”
অধমতারণ প্রভু ”
পতিতপাবন হরি ”
কাঙ্গালের সখা তুমি ”
আশ্রিত-বৎসল প্রভু ”
ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু ”
দয়াময় দীনবন্ধু ”
এস এস হে
দীনে দয়া প্রকটিতে এস এস হে
কল্যাণের উৎস প্রভু ”
আনন্দের খনি তুমি ”
জ্ঞানের বিগ্রহ তুমি ”
সত্যের মূরতি প্রভু ”
কৈঙ্কর্য্যের দাতা প্রভু ”
অন্ধকারে মরি মোরা ”
অহঙ্কারে দিশেহারা ”
কাতরে ডাকি তোমায় ”
এস এস হে

দীনে দয়া প্রকাশিতে ”
পাপের দর্প চূর্ণ কর ”
দুর্ব্বুদ্ধির অন্ত কর ”
দুষ্টেরে দমন কর ”
অধর্ম্মকে নাশ কর ”
নাস্তিকতা লোপ কর ”
ধর্ম্মদ্রোহ ধ্বংস কর ”
মোহমদ দূর কর ”
অনাচারে তাড়াইতে ”
এস এস হে
মোদের প্রতি কৃপা করি এস এস হে
সোনার ভারত রক্ষা কর ”
ধর্ম্মকে সংস্থাপন কর ”
হরি প্রেমে মাতাইতে ”
জয় জয় বিঘোষিতে ”

---ঃঃ---

(৪৩)

এস প্রভু আমার হৃদ্-মাঝারে
ঐ যুগল রূপের ছটায় হৃদয়, দিকে দিকে উঠুক ভরে।।
বিষাদ মাখা নিরাশার গান, গাইব কত কাতর স্বরে।
তোমার অভয় বাণীর মধুর ধ্বনি বাজুক কাণে চিরতরে।।
কত দিন আর বিষয় আশায় বেড়াব আমি ঘুরে ঘুরে।
আমার কর্ম্মের বাঁধন কেটে দিয়ে হৃদে থাক যুগল রূপে।।

---ঃঃ---

(৪৪)

ঐ নীল আকাশের কোলে বসে
বাজায় বাঁশী বংশীধারী।
বাঁশীর সুরে আকুল করে
ঘরে যে আর রইতে নারি।
শুন ওহে কালসোনা!
আর বাঁশী বাজায়ো না,
পায়ে ধরি করি মানা—
রাখ কথা প্রাণের হরি।।

---ঃঃ---

(৪৫)

ও মা আনন্দময়ী আমায় নিরানন্দ করোনা
ও দুটী চরণবিনে আমার মন অন্য কিছু জানেনা।
তপন তনয় আমায় মন্দ কয়
কি দোষে তা বল না।
ভবানী বলিয়া ভবে যাব চলে।
মনে ছিল এ বাসনা।।
অকূল পাথারে ডুবাবে আমায়
স্বপনেও তা ত জানিনা।।
দিবা নিশি আমি দুর্গানামে ভাসি।
দুখ রাশি তবু গেল না।।
এবার যদি মরি ও হর সুন্দরি
(তোর) দুর্গানাম আর কেউ লবে না।।

---ঃঃ---

(৪৬)

ও মা কেমন মা তা কে জানে
মা বলে ডাকছি কত, বাজে না মা তোর প্রাণে।। ১।।
মা বলে ত ডাকবো না আর, লাগে কিনা দেখব তোমার
বাবা বলে ডাকবো এবার, প্রাণ যদি না মানে।। ২।।
পাষাণী পাষাণের মেয়ে, দেখে নাক একবার চেয়ে।
পেত্নী নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে , বেড়াও ওগো শ্মশানে।। ৩।।

---ঃঃ---

(৪৭)

ওরা, চাহিতে জানে না, দয়াময়,
ওরা, চাহে ধন, জন, আয়ু, আরোগ্য বিজয়।
করুণার সিন্ধু কূলে, বসিয়া মনের ভুলে,
এক বিন্দু বারি তুলে, মুখে নাহি লয়।। ১।।
তীরে করি ছুটাছুটি, ধূলি বাঁধে মুঠিমুঠি,
পিয়াসে আকুল হিয়া, আরো ক্লিষ্ট হয়।
কি ছাই মাগিয়ে নিয়ে, কি ছাই করে তা' দিয়ে,
দু'দিনের মোহ, ভেঙে চূরমার হয়।
তথাপি নিলাজ হিয়া, মহাব্যস্ত তাই নিয়া,
ভাঙ্গিতে গড়িতে, হ'য়ে পড়ে অসময়।। ২।।
আহা! ওরা জানে না ত, করুণা নির্ঝর নাথ,
না চাহিতে নিরন্তর, ঝর ঝর বয়।
চিরতৃপ্তি আছে যাহে, তা যদি গো নাহি চাহে,
তাই দিও দীনে, যা'তে পিয়াসা না রয়।। ৩।।

---ঃঃ---

(৪৮)

ওরে আয়রে তোদের শোন বলি
এক দয়ার পুরুষ এসেছে
জনে জনে অকাতরে পরম রতন দিতেছে।। ১।।
ছাড়িতে না হয় সংসার
পাবে তাহে আনন্দ অপার।
ইহ পরলোকে শান্তি দিতে
আমার কৃপানিধি এসেছে।। ২।।
ছাড়িলে সে নাহি ছাড়ে
কৃপার কমি নাহি করে।
অচ্যুত নাম সফল করতে
আমার ভাবের ঠাকুর এসেছে।। ৩।।
মিছে পূজা মিছে জপ
মিছে কীর্ত্তন মিছে তপ।
যদি সে কৃপারাশি পেয়ে বুক
নয়ন জলে না ভেসেছে।। ৪।।
শুধু দান ধ্যান আর ব্রত
তাতে হয় বলনা কত।
ভক্তির সুগম পথে নিয়ে যেতে
আমার ভাবনিধি এসেছে।। ৫।।
মতি ফিরল বলি তাই
অক্ষয় কাকা নলিনী জগাই।
চারু হরি সনৎ সন্তোষ
আর মাতুল বিপিন ফিরেছে।। ৬।।
শচীন রাখাল আর পরিতোষ
হরলাল ও মহীতোষ
শক্তি নটু অতুল বিধু
সতীশ যতীন ফিরেছে।। ৭।।

বিমল শিশির বিনোদলাল
পূর্ণ রবি অমিয়লাল
গৌর নিতাই ধ্রুব হরিতোষ
সেই কৃপা পেয়ে মেতেছে।। ৮।।
অন্ধমাতার চক্ষু মিলে
ধূলা মুঠায় সোনা ফলে।
অঘটন ঘটাতে হেথায়
এক মজার পুরুষ এসেছে।। ৯।।
কত বেগ দিল তারা
তাঁরে চোখের জলে করলে সারা।
এবে সাধুমুখে রক্ত তুলে
এ পাপিষ্ঠ গলেছে।। ১০।।
বল দেখি মন সুধাই তোরে
তোর উপায় ছিল কোথা কারে।
যে পদে পদে লাথি মেরে
সেই দুর্লভ রতন ঠেলেছে।। ১১।।
যত তাঁরে ছাড়তে গেছি
ততই বাঁধা পড়ে গেছি।
এখন শ্রীচরণ দর্শন পেয়ে
আমার হৃদয় গ্রন্থি টুটেছে।। ১২।।
সাধু ভক্ত আর না চাব
তীর্থে তীর্থে আর না যাব।
এখন কথার বাধ্য হতে
(আমার) পাগলা মন চেয়েছে।। ১৩।।
কোটী-প্রণাম-যোগ্য তারা
(সে) চরণে বাঁধা আছেন যাঁরা।
সে চরণে প্রপন্ন হ'তে
দাস রঞ্জন চেয়েছে।। ১৪।।

---ঃঃ---

(৪৯)

কণ্ঠে কণ্ঠে বন্দনা গাও, আজিকে ভক্তিভরে।
উপেন্দ্রমোহন আসিলেন হেথা
তরাইতে পাতকীরে।। ১।।
সুরধুনী-তটে কুমারহট্টে
শ্রাবণের শুক্লা অষ্টমীতে
মোহমুগ্ধ জীবের লাগিয়া
আসিলেন কৃপা করে।। ২।।
করুণার যাঁর নাহি পারাপার
পাত্র বুঝিয়া ব্যবস্থা যাঁহার
জীবের লাগিয়া এমন করিয়া
কে বল করিতে পারে।। ৩।।
কীর্ত্তনে আর স্মরণে বন্দনে
বিপদে শ্রীপদে লইলে শরণে
পরম কল্যাণ ক'রে দেন যিনি
জয় চাহি তাঁর তরে।। ৪।।
কুসুম অঞ্জলি নিবেদি সকলে
তাঁহার রাতুল চরণে
জয় জয়কার ধরমের হউক
চাহি মোরা মনে প্রাণে।। ৫।।

—ঃঃ—

(৫০)

কণ্ঠে কণ্ঠে বন্দনা গাও সকলে ভক্তিভরে।
আজি এই তিথিতে আসিলেন মাতা তরাইতে পাতকীরে।।
আপন পতির সহিত মিলিয়া
করুণার ধারা দেন বহাইয়া

কতই আতুর কতই অগতি অবহেলে গেল তরে।
স্নেহের দয়ার নাহি পারাপার
যোগ্য অযোগ্য নাইক বিচার
এমন করিয়া আপন করিতে ত্রিভুবনে কেবা পারে।।
(আজ) কুসুম অঞ্জলি নিবেদি সকলে মায়ের রাতুল চরণে
ধর্ম্মরক্ষা কর মা জননী চাহি মোরা মনে প্রাণে।।

---ঃঃ---

(৫১)

কত উপরোধ কত অনুরোধ,
করিলাম কত জানি না।
সে কিছুই না শুনে, চলে নিজ মনে
ধন মান কিছু রইল না।। ১।।
এবে দেহ শক্তিহীন এসেছে দুর্দ্দিন
অসহ্য হয়েছে যাতনা।
এখন নিজ গুণে পায়ে রাখিয়া আমায়
করিবে কি মাগো করুণা।। ২।।

---ঃঃ---

(৫২)

কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার
হয়ে পূর্ণকাম বল্‌ব হরিনাম
নয়নে বহিবে প্রেম অশ্রুধার।। ১।।
কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণমন
কবে যাব আমি প্রেমের বৃন্দাবন
সংসার বন্ধন হইতে মোচন
জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন আঁধার।। ২।।

কৃপার পরশমণি করি পরশন
লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন
হরিময় বিশ্ব করিব দর্শন
লুটাইব ভক্তি পথে অনিবার।। ৩।।
কবে যাবে আমার ধরম করম
কবে যাবে জাতি কুলের ভরম
কবে যাবে ভয় ভাবনা সরম
পরিহরি অভিমান লোকাচার।। ৪।।
মাখি সৰ্ব্ব অঙ্গে ভক্তপদ-ধূলি
বাঁধি লয়ে চির বৈরাগ্যের ঝুলি
পিব প্রেমবারি দুই হাত তুলি
অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেম যমুনার।। ৫।।
প্রেমে পাগল হয়ে হাসিব কাঁদিব
সচ্চিদানন্দ-সাগরে ভাসিব
আপনি মাতিয়ে সকলে মাতাব
হরিপদে নিত্য করিব বিহার।। ৬।।

---ঃঃ---

(৫৩)

কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার।
মধুর হরিনাম গাব অবিরাম
নয়নে বহিবে প্রেম অশ্রুধার।। ১।।
কবে যাবে আমার গৰ্ব্বতমঃ মায়া
কবে হ'বে আমার সৰ্ব্ব জীবে দয়া।
হ'য়ে পাপ চূর্ণ হবে আশা পূর্ণ
বন্দিব চরণে ভকত জনার।। ২।।
কৃপার পরশমণি করি পরশন
পাপময় দেহ হইবে পাবন।

হরিময় বিশ্ব করিব দর্শন
লুটাইব হরিপ্রেমে অনিবার।। ৩।।
গোপালধনের সাথে হাসিব কাঁদিব
'সন্ততয়া' আমি কবে বা শিখিব।
ভগবৎ সেবায় জীবন যাপিব
ভুঞ্জিব তাহাতে আনন্দ অপার।। ৪।।
মাখি সর্ব্ব অঙ্গে ভক্তের পদধূলি
দাদাভাই-এর কৃপায় পূর্ণ করি ঝুলি
নগরে নগরে অতি কুতূহলে
বিলাব কৃপার মহিমা অপার।। ৫।।
ত্যজি ভক্তি মুক্তি সব অভিলাষ
কবে হ'ব মোরা শ্রীচরণ দাস
(কবে) দাস সম্বন্ধ সফল করিতে
জগতে ঘোষিব করুণা তাঁহার।। ৬।।
জীবের গলা ধরি কবে বা কাঁদিব
পাপিষ্ঠ অধম ফিরিল বলিব
তোদের ফিরিতে নাহিরে বিলম্ব
এসেছেন এক মূরতি দয়ার।। ৭।।

—ঃঃ—

(৫৪)

কলির জীবে ভরসা দিতে
(শ্রীহরি) বাঙ্‌ময়ী মূরতিতে
শ্রীমদ্-ভাগবত-রূপে
বিরাজেন ঘরে ঘরে।। ১।।
শুকের মুখে ভাগবত কথা
শুনে পরীক্ষিৎ রাজা
মুক্ত হলেন ব্রহ্মশাপে
গেলেন নিত্যধামে চলে।। ২।।

ধুন্ধুকারী বিষম প্রেত
গোকর্ণ মুখে ভাগবত
সপ্তাহ শুনে কথামৃত
ত'রে গেল অবহেলে।। ৩।।
পাপ করেছি রাশি রাশি
তাতেও পাব নিষ্কৃতি।
শ্রীমদ্‌ভাগবত কথা সুধায়
মহাপাতক ঘুচে যাবে।। ৪।।

---ঃঃ---

(৫৫)

কহ্নৈয়া গায় চরাবণ যাত।
লাল কাছিনী কটিকল কিঙ্কিনি
পগ নূপুর ঝণনাত।।
মোর মুকুটশির কাননকুণ্ডল
দেহগলে মুক্তামণি মাল।
বাজুবন্ধ বিচিত্রসুকঙ্কণ
তিলক সুশোভিত-ভাল।।
পীত বসন দামিনি দ্যুতি নিন্দিত
ঘুঁঘুর বারে কেশ।
স্বর্ণলকুটিয়া কমল লিয়ে কর
কমল্‌ন হি অতি হি সুবেশা।।
ধৌরি ধূমরী কালী পীড়ী
সুন্দর কবর ধেনু।
সখা সুবল শ্রীদাম সঙ্গ
কটিরাজত শিঙ্গাবেণু।।

---ঃঃ---

(৫৬)

কাজ কি মা সামান্য ধনে,
ও কে কাঁদছে তোর ধন বিহনে।
সামান্য ধন নিবে তারা,
পড়ে রবে ঘরের কোণে।।
দাও না মোরে অভয়চরণ,
রাখি হৃদি পদ্মাসনে।।
গুরু কৃপা ক'রে (আমারে) মা
যে ধন দিলেন কাণে কাণে।
এমন গুরু-আরাধিত-মন্ত্র মা,
তাও হারালাম সাধন বিনে।।
প্রসাদ বলে কৃপা যদি মা
করবে তোমার নিজগুণে।
(আজি) অন্তিম কালে জয়দুর্গা ব'লে
স্থান পাই যেন ঐ চরণে।।

---ঃঃ---

(৫৭)

কাঁহা জীবনধন বৃন্দাবনপ্রাণ
কাঁহা মেরি হৃদয় কি রাজা।
শূন্য হৃদয়পুরি আও আও মুরারী
মোহন বংশী রাজা।। ১।।
নয়ন সলিলে বসন তিতাওল
সাধ কি সাগর হিয়া পর শুকাল
শিরতাজ মেরি, শির পর আঁকা।। ২।।
নয়ন কি রোশনি নয়ন ছোড়কে
ঘুমত ফিরত কাঁহা ফাঁকে ফাঁকে
হা হা প্রিয়বধূ এ কোন্ সাজা।। ৩।।

---ঃঃ---

(৫৮)

কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল গাইতে থাক
দুটী বাহু তুলে নাম গাইতে থাক।
কাজ করতে থাক নাম করতে থাক
দুঃখের জ্বালা কিছু থাকবে নাকো।
খুসীমত কভু চ'লো নাকো।
শাস্ত্রের পথে সদা চলতে শেখো।।
মোহন (যুগল) মূরতি সদা হৃদে রাখ।
ভক্তের চরণধূলি অঙ্গে মাখ।।
প্রেমের অশ্রুধারা বহাও বুকে
মানব জনম তবে সার্থক হবে।।

---ঃঃ---

(৫৯)

কে আছ পাপী তাপী এস না ছুটে
অন্নকূটের দর্শনেতে পাপ যায় কেটে।
এস এস করি ত্বরা
লয়ে ভ্রাতা সুত দারা
দুঃখ ঘুচে মঙ্গল হবে, প্রসাদ পেলে অন্নকূটে।। ১।।
কৃষ্ণের কথায় গোপগণে পূজন করেন গোবর্দ্ধনে।
নৈবেদ্য দেন ভারে ভারে অন্নকূট বলে তারে।। ২।।
ইন্দ্রে ত্যজি গিরিবরে গোপগণ পূজা করে।
তাহা দেখি পুরন্দর ক্রুদ্ধ হলেন ভয়ঙ্কর।। ৩।।
তাঁর আদেশে মেঘগণে ঘন ঘন বজ্র হানে
অবিরাম বৃষ্টি ঢালে গোকুল বুঝি গেল ডুবে।। ৪।।
গোপ গোপী আকুল হ'য়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রহেন চেয়ে।
হাতের পরে গিরি ধরে আশ্রয় দিলেন গোপী গোপে।। ৫।।
সংসারের দুঃখ কষ্টে গোপগণের মত সবে।
গিরিধারীর শরণ লহ মুক্ত হবে সঙ্কটে।। ৬।।

---ঃঃ---

(৬০)

কি আর চাহিব বল, হে মোর প্রিয়!
তুমি যে শিব, তাহা বুঝিতে দিও।
বলিব না "রেখো সুখে", চাহ যদি রেখো দুখে,
তুমি যাহা ভাল বোঝ তাই করিও;—
শুধু তুমি যে শিব, তাহা বুঝিতে দিও।
যে পথে চালাবে নিজে, চলিব, চাব না পিছে,
আমার ভাবনা, প্রিয়! তুমি ভাবিও;—
শুধু তুমি যে শিব, তাহা বুঝিতে দিও।
(দেখ) সকলে আনিল মালা, ভকতি-চন্দন-থালা,
আমার যে শূন্য ডালা, তুমি ভরিও;—
আর, তুমি যে শিব, তাহা বুঝিতে দিও।।

---ঃঃ---

(৬১)

কে ওই ভবসিন্ধুকূলে।
অভয়-চরণ-তরী দিয়ে
পাপী পার করিবেন বলে।।
ডাকিতেছেন মধুর স্বরে
কে যাবি আয় ভবপারে।
(আমি) পাপী তাপী কাঙ্গালেরে
পার করিব বিনা মূলে।।
অটল তরী সাজাইয়ে
বসেছেন কাণ্ডারী হ'য়ে।
গোষ্পদের ন্যায় পার করিয়ে
দেন পাপীরে অবহেলে।।
পরিব্রাজক ভাবনা কিরে
ভাব ভব কর্ণধারে।
কেউ যদি চেতন থাক রে,
দেখে লও ঐ দীন-দয়ালে।।

---ঃঃ---

(৬২)

কে তোর মরা গাঙ্গে বান ডাকিয়ে,
নৌকা এনেছে রে।
(ও তোর) মান অভিমান গর্ব্ব তমঃ
ডুবিয়ে দিয়েছে রে।। ১।।
তোর পাপ মাখা কলেবরে
অশ্রু জলে ধৌত করে।
আদরেতে কোলে ক'রে
নৌকায় তুলেছে রে।। ২।।
দেখে তাঁকে নরাকৃতি
না করো মন অপ্রতীতি।
তোর অকূলেতে কূল দিতে
দয়ার নিধি এসেছে।। ৩।।
চরণতরী ধরে থেকো
অকূলে ঝাঁপ দিয়ো নাকো
এত কৃপা ঠেলো পাছে
(আমার) এই ভয় হয়েছে রে।। ৪।।

---ঃঃ---

(৬৩)

কেন বঞ্চিত হব চরণে?
আমি, কত আশা করে বসে আছি,
পাব জীবনে না হয় মরণে।
আহা, তাই যদি নাহি হবে গো,
পাতকী-তারণ-তরীতে, তাপিত
আতুরে তুলে না ল'বে গো,

হয়ে, পথের ধূলায় অন্ধ,
এসে, দেখিব কি খেয়া বন্ধ?
তবে, পারে ব'সে, "পার কর" ব'লে, পাপী
কেন ডাকে দীনশরণে?
আমি শুনেছি, হে তৃষাহারি।
তুমি এনে দাও তারে প্রেম-অমৃত,
তৃষিত যে চাহে বারি,
তুমি আপনা হইতে হও আপনার,
যার কেহ নাই, তুমি আছ তার,
এ কি, সব মিছে কথা? ভাবিতে যে পাই ব্যথা
বড় বাজে, প্রভু, মরমে।।

---ঃঃ---

(৬৪)

কেন হরি হরি বলেনা পোড়া মনরে।
পোড়া মনরে—মূঢ় মনরে—।। ১।।
হাবু ডুবু খায় পড়ে সংসার সাগরে।
ফিরে চায়না চায় না, ঘুরে ফিরে মরে।। ২।।
এ হল বিষম দায় দেখিয়ে দেখে নারে।
নিজ মন হল পোষা কালসাপ ঘরে।। ৩।।
মন তোর পায়ে পড়ি রাখ কথা দয়া করি।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম বল প্রাণ ভরে
(অধম তারণ নাম) " " "
(গোপাল শ্রীকৃষ্ণ নাম) " " "।। ৪।।

দিনে দিনে শ্রীহরির চরণ ধররে
ঘোর নিশা অনায়াসে
(যদি) কেটে যাবে পারে।। ৫।।
না শুনিলে কথা মোর মজা টের পাবিরে
(উচিত ফল পাবিরে)
শমন এসে যখন ওরে ধরবে তোর করে।। ৬।।

---ঃঃ---

(৬৫)

কেশব কুরু করুণাদীনে কুঞ্জ-কাননচারী।
মাধব মনোমোহন মোহন-মুরলী-ধারী।।
হরিবোল, হরিবোল হরিবোল মন আমার।। ১।।
ব্রজকিশোর কালিয়হর কাতর-ভয়ভঞ্জন।
নয়ন-বাঁকা, বাঁকা-শিখী-পাখা রাধিকা-হৃদি-রঞ্জন।। ২।।
গোবর্দ্ধন-ধারণ বন-কুসুম-ভূষণ,
দামোদর কংস-দর্পহারী শ্যাম, রাস বনবিহারী
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল মন আমার।। ৩।।

---ঃঃ---

(৬৬)

গোপাল জয় জয়, গোবিন্দ জয় জয়
রাধারমণ হরি গোবিন্দ জয় জয়।। ১।।
ব্রহ্মা কী জয় জয় শক্তি কী জয় জয়।
উমাপতি শিব শঙ্কর কী জয় জয়।। ২।।
বিষ্ণু কি জয় জয়, লক্ষ্মী কী জয় জয়।
সীতাপতি রাম লক্ষ্মণ কী জয় জয়।। ৩।।

---ঃঃ---

(৬৭)

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী

গিরিধারী লাল চাকর রাখো জী।
চাকর রহসুঁ বাগ লগাসুঁ, নিত উঠ দর্শন পাসুঁ;
বৃন্দাবন কী কুঞ্জগলিমে, তেরী লীলা গাসুঁ।
চাকরী মে দর্শন পাউঁ, সুমিরণ পাউঁ খরচী;
ভাব ভগতি জাগীরী পাউঁ, তিনো বাতাঁ সরসী।
মোর মুকুট পীতাম্বর শোহে গলে বৈজন্তী মালা।
বৃন্দাবন মেঁ ধেনু চরাওয়ে মোহন মূরলী বালা।।
হরে হরে সব বাগ লগাসুঁ, বীচ বীচ রাখুঁ বারী;
সাঁবরিয়া কে দর্শন পাউঁ, পহির কুসুম্মী সারী।
যোগী আয়া যোগ করন কো, তপ করনে সন্ন্যাসী;
হরি ভজন কো সাধু আয়া, বৃন্দাবন কে বাসী।
মীরাকে প্রভু গহির গম্ভীরা, হৃদয়ে রহোজী ধীরা;
আধি রাত প্রভু দর্শন দীনো, প্রেম নদী কী তীরা।।

---ঃঃ---

(৬৮)

চঞ্চল মন অনুদিন মনে চিন্তহ
গোপী মন-মোহন-শ্যাম।
রসনা রসহ অনুখন উচ্চারণ করি
রসময় হরিনাম।। ১।।
কর চলহ হরি মন্দির মার্জ্জনে
কুসুম তুলসী তুলি আনি।
চন্দনে চর্চিয়া অঞ্জলি দেহ
হরি চরণে জোড় করি পাণি।। ২।।

---ঃঃ---

(৬৯)

চন্দ্র কিরণ অঙ্গে নম বামন-রূপধারী
গোপীগণ মনমোহন মঞ্জু-কুঞ্জচারী
জয় রাধে শ্রীরাধে।। ১।।
ব্রজ বালক-সঙ্গ মদন-মান ভঙ্গ
উন্মাদিনী ব্রজ-কামিনী উন্মাদ তরঙ্গ।। ২।।
দৈত্যছলন নারায়ণ, সুরগণ-ভয়হারী।
ব্রজবিহারী গোপনারী, মান-ভিখারী।
জয় রাধে শ্রীরাধে।। ৩।।

---ঃঃ---

(৭০)

(আমার) চরম সময়ে, হও মা উদয়,
(আমি) দেখে মরি তারা শ্রীপদ-নলিনী।
ডাকি দুর্গা বলে, কেন আছ ভুলে,
দুর্গমে দাও দেখা দনুজ-দলনী।। ১।।
শ্রীপদ স্মরিয়া, সাগর বাহিয়া,
শ্মশানে মরি মা, দেখ না চাহিয়া।
ওমা শবাসনা, কর মা করুণা,
অন্তিমে দাও দেখা দানব-দলনী।। ২।।

---ঃঃ---

(৭১)

চল চল সবে মিলে কুতূহলে
উৎসবেতে চল।
ভাই বন্ধু সুত দারা লয়ে
উৎসবেতে চল।। ১।।

জ্বালা যত জুড়িয়ে যাবে
আশার আলো দেখতে পাবে,
আনন্দে প্রাণ ভরে যাবে
হবে পরাণ শীতল।। ২।।
লীলা কথা শুন কানে
স্মরণ কর মনে প্রাণে
বাধা বিঘ্ন দূর হবে
হবে পরম মঙ্গল।। ৩।।

---ঃঃ---

(৭২)

চলিলেন গিরীশসুত (এই) মাঘমাসে গরিফাতে।
মাধব-দুহিতা সাথে পরিণয়ে মিলিতে।। ১।।
পূর্ণজ্ঞান প্রেমভক্তি ধৈরয দৃঢ়তা।
লক্ষ্মীশ্রী তেজঃপূর্ণ অপার স্নেহমমতা।। ২।।
শ্রীহরির কৈংকর্য্যেতে অপরূপ মত্ততা।
উভয়ের মিলন যেন শ্রীরাম শ্রীসীতা।। ৩।।
প্রারব্ধের বশ নহেন তাঁরা।
জীবের দুঃখে হ'য়ে সারা।।
নামিয়া আসিলেন ধরায়
পাতকীরে তরাইতে।। ৪।।
দিব্যদেহ তাঁদের ছিল।
মায়া মোহ হার মানিল।
আপনি আচরেণ তাঁরা
(জীবে) মোক্ষপথ দেখাইতে।। ৫।।
আজিকার শুভ দিনে
পুণ্যক্ষেত্রে প্রয়াগধামে।
(এস) লুটে পরি সবে মিলি
ঐ যুগল চরণে।। ৬।।

---ঃঃ---

(৭৩)

চলো মন গঙ্গা যমুনা তীর,
গঙ্গা যমুনা নিরমল পানী, শীতল হো ত শরীর।।
বনশী বাজাও গাহত কানাইয়া, সঙ্গ লিয়ে বলবীর।।
মোর মুকুট পীতাম্বর সোভে, কুণ্ডল ঝলকত হীর।।
মীরাকে প্রভু গিরিধার নাগর, চরণ কমল পরসির।।

---ঃঃ---

(৭৪)

চিরদিন কি এমনি যাবে
কালী বল না।
ভবেতে আসিয়া আমার
কিছু হল না।। ১।।
শুনরে অবোধ মন
কালীনাম কর স্মরণ।
এমন মানব জনম আর হবে না।। ২।।

---ঃঃ---

(৭৫)

চিরদিন কি এমনি যাবে হরি বল না
(ও মন) হরি বল না, কৃষ্ণ বল না।।
বিষয়-রসে দিন গেল, নিকটে যমদূত এল।
(ও মন) তবু ভুলে একবার হরিনাম লও না।।
(হরি) বলনা বলনা, (হরি) ভুলনা ভুলনা।
বিপদ-বারণ-নাম, কদাচন ভুলনা।।
শেষের যে দিন হবে সে দিন কে তার সঙ্গে যাবে।
ভবে অনায়াসে পার হবে শ্রীচরণ ভজনা।।

---ঃঃ---

(৭৬)

জগত তোমাতে তোমারি মায়াতে
মোহিত জগত-জন।
রবি শশী তারা আজ্ঞাবাহী তারা
সদা নিয়ম করে যে পালন।। ১।।
সংসার খেলনা দারা সুত লয়ে
ভুলায়ে রেখেছ মা মোহিত করিয়ে।
তুমি দিতেছ যে খেলা, আমি খেলিব দু বেলা
তাইতে করি হেলা নিত্যধন।। ২।।
ইচ্ছাময়ী তব ইচ্ছায় সব হয়
কিছুই দেখি না মা, তব মহিমায়
তুমি নিয়ে যাও যে পথে, আমি মা যাব সেইপথে
মোহে অন্ধ অনুক্ষণ।। ৩।।

---ঃঃ---

(৭৭)

জগৎ দেখ্‌রে চেয়ে
যাচ্ছি বেয়ে সোনার তরণী
তরীর উপর শ্যাম-কলেবর
রাম-রঘুমণি।। ১।।
যে জন ভবের জলে অবহেলে
জীবে করেন পার।
আজ তাঁহারে নিচ্ছি পারে
হ'য়ে কর্ণধার।। ২।।
আমি পারের কড়ি ধরে নেব
চরণ দুখানি।। ৩।।

---ঃঃ---

(৭৮)

জগ মেঁ সুন্দর হ্যায় দো নাম, চাহে কৃষ্ণ কহো য়া রাম।
বোল রাম রাম রাম বোল শ্যাম শ্যাম শ্যাম।।
এক হৃদয়মেঁ প্রেম বঢ়াবৈ, এক তাপ-সন্তাপ মিটাবৈ।
দোনূ সুখকে সাগর হৈঁ, দোনূ পূরণ কাম।।১
মাখন ব্রজমেঁ এক চুরাবৈ, এক বৈর ভিলনী কা খাবৈ।
প্রেম ভাব কে ভরে অনোখে দোনূ কে হৈঁ কাম।।২
এক পাপী কংস সংহারে, এক দুষ্ট রাবণ কো মারে।
দোনূ দীন কে দুঃখ হরতা হৈঁ, দোনূ বলকে ধাম।।৩
এক রাধিকা কে সংগ রাজে, এক জানকী সংগ বিরাজে।
চাহে সীতারাম কহো, চাহে রাধেশ্যাম।।৪
দোনূ হৈঁ ঘট-ঘট কে বাসী, দোনূ হৈঁ আনন্দ প্রকাসী।
রাম শ্যাম কে দিব্য ভজন তে, মিলতা হৈ বিশ্রাম।।

---ঃঃ---

(৭৯)

জনমে কৌশল্যা কী লাল রঘুবর
চরিত দিখানে ওয়ালে।
নৌমী চৈত শুকল গুরুবার
প্রগটে অংশ সহিত সুত চার
দশরথ মন ভয়ো মোদ অপার
উৎসব দান করানে ওয়ালে।। ১।।
আয়ে গুরু বশিষ্ঠ নৃপ ধাম
সব কী বতলায়ে গুণ নাম
লক্ষ্মণ ভরত শত্রুহন রাম
হৈ সব সুযশ বঢ়ানে ওয়ালে।। ২।।

বিশ্বামিত্র খবর য়হ পায়
বহুঁচে অবধপুরী মেঁ আয়
নৃপ সে মাঙ্গি লিয়ে দোউ ভায়
লক্ষ্মণ রাম কহানে ওয়ালে।। ৩।।

বিদ্যা সিখলাই মুনি সারী
মগ রাক্ষসী তাড়কা মারী
ফির তো করী যজ্ঞ কী ত্যারী
তহঁ দোউ বনে রখানে ওয়ালে।। ৪।।

বড়তা ধুঁআ দেখ উস বীচ
আয়ে সকল নিশাচর নীচ
ফেঁকে দণ্ডকবন মারীচ
নিশ্চর আরণ্য নশানে ওয়ালে।। ৫।।

বন মেঁ মিলী শিলা এক ভারী
থী বহ গৌতম ঋষি কী নারী
উস্কো চরণ ছুআ কর তারী
সুরপুর ধাম পঠানে ওয়ালে।। ৬।।

কীন্হা গঙ্গা মেঁ স্নান
দীন্হা বিপ্রন্ কো বহু দান
আগে চল ভয়ে কৃপানিধান
গুরু উর সুখ উপজানে ওয়ালে।। ৭।।

পহুঁচে জনকপুরী উস বারী
তোড়ন সুমন গয়ে ফুলওয়ারী
লখি বাগোঁ মে জনক দুলারী
সীতা কে মন ভানে ওয়ালে।। ৮।।

নৃপ নে মুনি কো কিয়ো জৌহার
মুনি নে পাস লিয়ে বৈঠার
দেখে জব্ দোউ রাজকুমার
যজ্ঞ শালা মেঁ আনে ওয়ালে।। ৯।।

রঘুবর সকল নগর লখি ডালা
মোহে জনকপুরী কী বালা
সঙ্গ মেঁ হো লিয়ে লড়কে লালা
মোহিনী রূপ বনানে ওয়ালে।। ১০।।
বৈঁঠে ধনুষ-যজ্ঞ মেঁ জায়
নৃপ নে নিজ প্রাণ দিয়ে সুনায়
জো কোই লেওয়ে ধনুষ উঠায়
উন সঙ্গ ব্যাহ রচানে ওয়ালে।। ১১।।
সুন কর নৃপ সব চলে হর্ষায়
বল করি করি কে রহে উঠায়
বহ তো জরা ন জুম্মস খায়
হারে সভী উঠানে ওয়ালে।। ১২।।
প্রভু তব মুনি কী আজ্ঞা পায়
ঠাড় ভয়ে উঠি সহজ সুভায়
তোড়া লেকর চটক চঢ়ায়
উর জয়মাল উঠানে ওয়ালে।। ১৩।।
সুন কর ধনুষ ঘোর টঙ্কার
আয়ে পরশুরাম দরবার
বোলে কহু জড় জনক উচার
কহাঁ হৈঁ ধনুষ চড়ানে ওয়ালে।। ১৪।।
লক্ষ্মণ বোলে কড়ী জবান
দীন্হা রঘুনন্দন নে জ্ঞান
বো অবতার বিষ্ণু কা জান
ধনু সে বন কো জানে ওয়ালে।। ১৫।।
পাতী দশরথ কো পহুঁচাঈ
ব্যাহন চলে বরাত সজাঈ
এক ঘর ব্যাহে চারোঁ ভাঈ
মনমেঁ মোদ বঢ়ানে ওয়ালে।। ১৬।।

দশরথ জনক সে মাঁগী বিদাঈ
ঘর কী চলে বিদা করওয়াঈ
পহুঁচে অবধপুরী মেঁ জাঈ
পুরবাসী সুখ পানে ওয়ালে।। ১৭।।
সূক্ষ্ম ধনুষ যজ্ঞ হৈ য়ার
বরনত চরিত শেষ গয়ে হার
মৈঁ ক্যা জাঁনূ মূঢ় গঁবার
বো খুদ কথন করানে ওয়ালে।। ১৮।।
শঙ্কর জন কী করত সহায়
মোহন কথা কহ ছন্দ বনায়
যমুনা সঙ্গ মেঁ রহে গবায়
যুগ যুগ সাথ দিলানে ওয়ালে।। ১৯।।

---ঃঃ---

(৮০)

জয় করুণাময় করুণা ভিখারী।
কুরু করুণা দীনে করুণা বিতরি।। ১।।
নরক-তারক জগত-পালক।
পাপ-তাপ-হারক বাঞ্ছা-বিধায়ক।। ২।।
পাপীজন-তারণ, দীনহীন-শরণ
অধম সন্তানে হরি, দাও এবে শরণ।। ৩।।

---ঃঃ---

(৮১)

জয় জয় সুন্দর নন্দদুলাল।
জয় ব্রজভূষণ বঙ্কিম নবঘন
বেণু-বিনোদন মদন-গোপাল।। ১।।

ব্রজ-বনবাসে বিবিধ-বিলাসে
মদন-দমনরতি মূর্ত্ত-রসাল;
রাধা অঙ্গে শ্রীঅঙ্গহেলন জয়
কনকলতা জাল জড়িত তমাল।। ২।।
চূড়ে চন্দ্রক ভালে তিলক চারু
মধুরাধরে সুধাধারী
ঢল ঢল বিধুমুখ মণ্ডল আলোকে
ত্রিলোক লোক সুখকারী।। ৩।।
কর্ণে কণ্ঠে নানা ভূষণ ধৃত
মণি কুণ্ডল মণিযুত মাল।
অঙ্গে পীতাম্বর পদে নূপুর জয়
মধুরামৃত রসবারিধি বিশাল।। ৪।।

---ঃঃ---

(৮২)

জয় দুর্গে, জয় দুর্গে —
এসো এসো তুমি মাগো
দনুজ–দলনী তুমি জাগো
মর্ত্ত্য যে আজ উঠিছে ভরিয়া দৈত্য দানববর্গে।
এসো রুদ্রাণি, শোন শোন ঐ ওঠে হাহাকার
বেদনার অশ্রু শুধু অবিচার
বজ্র আলোকে ঘন অমানিশা দূর কর হে কল্যাণি
এসো রুদ্রাণি ....।
ওগো শিবে,
পুঞ্জিত হোল দুর্গতি যত কঠোর হস্তে কর সবে হত
বাহুতে শক্তি হৃদয়ে ভক্তি সন্তানে দাও সবে
ওগো শিবে.................।

হে চিন্ময়ি, সৃজন পালন সংহার কর
অরূপা হইয়া কত রূপ ধর
তোমার মহিমা কে বুঝিবে বল
লীলা কর লীলাময়ি
চিন্ময়ি, মৃন্ময়ি................।
ওগো, আর্ত্তিহরা জীবের হৃদয়ে দিয়েছ যে ক্ষুধা
মিটাবে না কি গো দিয়ে স্তনসুধা
একি হতে পারে ক্ষুধা আছে সুধা নাই।
আমি যদি থাকি তুমিও মা আছ
ভুলে থেকে ব্যথা পাই
দেখা দিয়ে মোর কর ব্যথা দূর ওগো মা দৈন্যহরা
দুর্গা আর্ত্তিহরা......................।

---ঃঃ---

(৮৩)

জঁয় নন্দনন্দন, গোপীজন বল্লভ
রাধানায়ক শ্যাম।
যো শচী-নন্দন, নদীয়া পুরন্দর
সুরমুনি-মন, মনমোহন-ধাম।। ১।।
জয় নিত্য কান্তা, কান্তি কলেবর,
জয় জয় প্রেয়সী ভাববিনোদ।
জয় ব্রজ সহচরী, লোচন মঙ্গল,
জয় নদীয়া-বধূজন নয়ন-আনন্দ।। ২।।
জয় জয় শ্রীদাম, সুদাম সুবলার্জ্জুন
প্রেম-প্রবর্দ্ধন নব-ঘনরূপ।
জয় রামাদি সুন্দর প্রিয়জন-সহচর
জয় জগমোহন গৌর অনুপ।। ৩।।

জয় অতিবল, বলরাম প্রিয়ানুজ
জয় জয় নিত্যানন্দ আনন্দ।
জয় জয় সজ্জন, গণভয়-ভঞ্জন
গোবিন্দ দাস আশা অনুবন্ধ।। ৪।।

---ঃঃ---

(৮৪)

জয় প্রসন্ন-আনন সুঠাম-শোভন
কৌস্তুভ-শোভিত দেহি পদম্।। ১।।
জয় স্নেহ-পরায়ণ মধুরালাপন
রঙ্গবিভূষণ দেহি পদম্।। ২।।
জয় ধৈরয মূরতি ক্ষান্তি-পরাকোটী
করুণাসাগর দেহি পদম্।। ৩।।
জয় আশ্রিত-বৎসল দুর্গতি-ভঞ্জন
বাঞ্ছিত-পূরণ দেহি পদম্।। ৪।।
জয় দর্প-বিচূর্ণন দুর্জ্জনশাসন
পাপনিসূদন দেহি পদম্।। ৫।।
জয় সেবক-পালক বুদ্ধি-প্রসাদক
মার্গ-প্রদর্শক দেহি পদম্।। ৬।।
জয় সত্য-স্বরূপণ অনৃত-ধ্বংসন
সুস্থির-মানস দেহি পদম্।। ৭।।
জয় মোহ-বিনাশক জ্ঞান-বিধায়ক
সুমতিদায়ক দেহি পদম্।। ৮।।
জয় তত্ত্ব-নিরূপণ ভকতি-স্থাপন
মায়া-প্রকাশন দেহি পদম্।। ৯।।
জয় শাব্দিক-সুন্দর চিকিৎসা-দীপন
দৃষ্টি-প্রসাদক দেহি পদম্।। ১০।।

জয় উপেন্দ্রমোহন ত্রিলোক-তারণ
গিরীশাভীষ্টদ দেহি পদম্।। ১১।।
জয় অঘটনঘটন ভবভয়নাশন
সঙ্কটমোচন দেহি পদম্।। ১২।।

---ঃঃ---

(৮৫)

জয় মুরলীবাদন মদনমোহন যশোদানন্দন হে।
(তুমি) জলদবরণ পীতবসন শ্রীবৎসলাঞ্ছন হে।। ১।।
(জয়) কিরীট-মণ্ডন কৌস্তুভ-ভূষণ অরি-ধারণ হে।
(তুমি) গোপীমোহন রাধারমণ ব্রজভূষণ হে ।। ২।।
একবার হরি হরি হরি বল,
হরি হরি বল, হরি হরি বল, হরি হরি বল মন।। ৩।।
(জয়) কালীয়-দমন কংস-দলন কেশিসূদন হে।
(তুমি) মুরনিধন, মধুসূদন অরি-নাশন হে।। ৪।।
(জয়) পতিত-পাবন অধম-তারণ ভিখারীর ধন হে।
(তুমি) দীনশরণ, ত্রিতাপ-নাশন বাঞ্ছাপূরণ হে।। ৫।।
একবার হরি, হরি হরি বল, ভোলা মনরে আমার
হরি হরি বল, হরি হরি বল, হরি হরি বল মন।। ৬।।
(তুমি) জয়কারণ ভয়বারণ সেবকরঞ্জন হে।
(তুমি) মায়া-নিদান, সংসার-নাশন, আদি-কারণ হে।। ৭।।
জয় ভকত-কারণ, ত্রিগুণ-ধারণ অচিন্ত্য-নির্গুণ হে।
(তুমি) পাপীকারণ, কৃষ্ণবরণ বিশ্বমোহন হে।। ৮।।

---ঃঃ---

(৮৬)

জয় যোগপতে জগদেকপতি
জগদীশ মহেশ পদে প্রণতি।
শশিধারক শম্ভু পিনাক করে
করুণা করহে হর দীনবরে।। ১।।
জয় দুর্জ্জয় নির্ম্মল কান্তি ছটা
অবলোকয় লোচন তেজ ঘটা।
বল বীণা নবীন সুতান সুরে
শিবনাম গুণে যেন মন হরে।। ২।।
শ্রুতি কি শুন হে, ছাড় অন্য কথা
চল না পদ হে শিবতীর্থ যথা।
কর কি করহে করতাল ধর
চরণামৃত জীবন পান কর।। ৩।।
যদি মানস মুক্ত হবে এ ভবে
রসনায় সদা জপ নাম তবে।
ভজ তুল্য করি হরি রাম হরে
হয় পাতকী যে জন ভেদ করে।।
প্রভু দীন দয়াময়, হের দীনে
ভুবনেশ কৃপা কর স্বীয় গুণে।। ৪।।

---ঃঃ---

(৮৭)

জয় শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী।
জয় দীনের শরণ দুষ্ট-দর্পহারী।। ১।।
(নিজ) পাপের জ্বালায় মোরা জ্বলিয়া মরি।
মোদের রক্ষা কর প্রভু করুণা করি।। ২।।

---ঃঃ---

(৮৮)

জয়তি রঘুকুল তিলক রাম, নয়ন মন প্রাণ বচাভি রাম।।
জয়তি রঘুকুল........
তাড়কা দমন ধনুক ভঞ্জন, মিথিলাপতিসুতা হৃদয় রঞ্জন।
প্রবল ভৃগুপতি দর্পদলন, দশরথ ভীতি হারক রাম।।
জয়তি রঘুকুল........
সত্য বিক্রম কাননচারী, জটা জুট চীর ভূষণধারী।
শান্ত জনগণ ভয় নিবারী, নিশাচর কুল নাশক রাম।।
জয়তি রঘুকুল........
বালী নিধন সাগর বন্ধন, রাবণ নিধন জগৎ কারণ।
জানকী সহিত যুগল রূপ ধর, পাপ তাপ হারী পরম ঈশ্বর।।
জয়তি রঘুকুল........
ভনে দীন ফেলু, করি করজোর, হয়ে ভব জ্বালা তাড়ক রাম।।

---ঃঃ---

(৮৯)

(দরবারী কানাড়া ও ঢিমে তেতালা)

জিন্‌কে হৃদয় মে শিরি রাম বোলে।
উন সাধন ঔর কিয়ে ন কিয়ে।।
জিন সন্তচরণ রজকো পরশা।
উন তীরথ নীর পিয়ে ন পিয়ে।।
সবভূত দয়া জিন্‌কে চিত মেঁ।
উন্ কোটন দান দিয়ে না দিয়ে।।
জিন রামরূপ ত ধ্যান ধরে।
উন রামনাম লিয়েন লিয়ে।।

---ঃঃ---

(৯০)

জীবন নদে ঢেউ উঠেছে আঁধার করা মেঘে।
ও ভাই তোমার তরীখানি বেঁধে রাখ আগে।। ১।।

এলোমেলো বাতাস বহে
তুফান বুঝি এল ধেয়ে
কি দশা যে তোমার হবে
দেখেছ কি ভেবে।। ২।।

তরী কোথায় বাঁধি বল
কিছুই নাহি দেখি স্থির
ঝড়ের ভয়ে সবাই কাবু
আশ্রয় না পাই খুঁজে।। ৩।।

সত্য সনাতন যাহা
তাহাই অচল অটল ভবে
শাস্ত্র পথে আশ্রয় নিলে
মনে প্রাণে শান্তি পাবে।। ৪।।

সাধু ভক্তের কথা শুন
তাঁদের পদে শরণ লহ
ভয় রবেনা ঝড় বাদলে
ইহকালে পরকালে।। ৫।।

শ্রীপদরজের কবচ পর
খুসীমত চলা ছাড়
(সব) বাধা-বিঘ্ন দূর হবে
অন্তিমে সদ্‌গতি হবে।। ৬।।

---ঃঃ---

(৯১)

জীবন ফুরায়ে এলো
বৃথা দিন বয়ে গেল।
আবার জন্মিতে হ'বে
সেই ভাবনা প্রবল হ'ল।। ১।।
আমি ভেবেছিলাম তব নাম
গাহিব মা অবিরাম।
আমার পাতকী মন
ভুলেও সেই নাম না লইল।। ২।।
মাতৃকোলে ক্ষুধাবশে
পান করিলাম যে পীযুষে।
বিষ পান করিলাম শেষে
বিষয় আশে মন মজিল।। ৩।।
দাও মা আমায় চরণতরী
যেন ভব পারে যেতে পারি।
কর্ণধার হও শঙ্করী
পারে আমায় নিয়ে চল।। ৪।।

---ঃঃ---

(৯২)

পিলু-বারোয়াঁ— যৎ

জীবনবল্লভ তুমি, দীনশরণ
প্রাণের প্রাণ তুমি, প্রাণরমণ।
সদানন্দ শিব তুমি, শঙ্কর শোভন,
সুন্দর যোগিজনচিত্তবিমোহন।
ভবার্ণব পার হেতু, তুমি হে কাণ্ডারী,
দুর্দ্দম পাপ তাপ শোক ভয়হারী।

তুমি নাথ প্রাণ মোর, তুমি হে জীবন,
তুমি হে দয়ার ঠাকুর করুণা-নিধান।
তোমার প্রসাদে প্রভু, এ জীবন ধরি,
জয় জয় কৃপাময় মহিমা তোমারি।।

—ঃঃ—

(৯৩)

জেনেছি জেনেছি তারা
তুমি জান ভোজের বাজী।
যে তোমায় যে ভাবে ডাকে
তাতেই তুমি হও মা রাজী।। ১।।
মগ বলে "করা তারা"
গড বলে ফিরিঙ্গি যারা।
"খোদা" বলে ডাকে তোমায়
মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী।। ২।।
শাস্ত্র বলে তুমি শক্তি
শিবা তুমি শৈবের উক্তি মা।
সৌরী বলে তুমি সূর্য্য,
বৈরাগী বলে রাধিকাজী।। ৩।।
গাণপত্য বলে গণেশ
যক্ষ বলে তুমি ধনেশ মা।
শিল্পী বলে বিশ্বকর্ম্মা
বদর বলে ল এর মাঝি।। ৪।।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে —
কালী জেনো এ সব জনে।
এক ব্রহ্ম দ্বিধা ভেবে
মন আমার হয়েছে পাজি।। ৫।।

—ঃঃ—

(৯৪)

ট্রুথ লেখা কি কথার কথা
শুধু বিদ্যা বুদ্ধিতেই কভু
ট্রুথের মত যায় না লেখা।। ১।।
ধর্ম্মকে গালি দিলে
যার না লাগে প্রাণে ব্যথা।
সাধ্য নাই তার এ লেখাতে
হিজি বিজি আঁচড় কাটা।।২।।
ধর্ম্মের যশ শুনে যাঁরা
আনন্দে হন আত্মহারা।
তাঁদের লেখা পড় যদি
পাবে তাতে সুধার ধারা।। ৩।।
ঘটনা ত কতই ঘটে
রীতি প্রথা কতই আছে।
তাদের মর্ম্ম জানতে হ'লে
খুঁজে দেখ ট্রুথের পাতা।। ৪।।
নাস্তিকের মুখে বাধে নাকো
কুৎসা নিন্দা মিথ্যা কথা।
তারই কথা ঘুরিয়ে নিয়ে
ট্রুথ ভাঙ্গে তারই মাথা।। ৫।।
দুর্জ্জনের দোষ দেখায়
সজ্জনেতে প্রশংসা পায়।
উচিত মত আদর গোবর
ট্রুথেই আছে যথা তথা।। ৬।।
ট্রুথ যাহা আগাম বলে
হাতে হাতে তাহাই ফলে।
হিটলার আর জাপানের পতন
ট্রুথেই সবার আগে লেখা।। ৭।।

প্রভুর কৃপা ট্রুথের পরে
সত্যের পথ নাহি ছাড়ে।
হাইকোর্টেও রায় দিতে নারে
অন্যের হুমকির কিবা কথা।। ৮।।
বিভু পদে চাহিয়া লই
করি মোদের নত মাথা।
দেশ বিদেশে ঘোষিত হউক
তোমার ট্রুথের যশোগাথা।। ৯।।

---ঃঃ---

(৯৫)

ঠুমকি চলত রামচন্দ্র বাজত পৈঁজনিয়াঁ।।
কিলকি কিলকি উঠত ধায় গিরত ভূমি লটপটায়
ধায় মাতু গোদ লেত, দশরথ কী রানিয়াঁ।।
তন মন ধন বারি বারি কহত মৃদু বচণিয়াঁ।।
বিজরী অরুণ অরুণ উদয়, মুখর মধুর মধুর বিন্দ
সুখদনাও কে সমান, দশরথ কী তনয়া।।
তুলসী দাস অতি আনন্দ, হেরত মুখারবিন্দ
রঘুবরকী ছবি সমান, রঘুবর ছবি বাণিয়াঁ।।

---ঃঃ---

(৯৬)

শ্রীগোপাল কৃষ্ণের প্রতি।
তখন যেমন এসেছিলে ভাই
আর কি তেমন আসিবে না।
সোনার বরণে মোহন রূপেতে
আর কি নয়ন জুড়াবে না।। ১।।

তখন যেমন হর্ণ (horn) শুনিয়া
বা'ন্টা এসেছেন বলিতে
তেমনি করে আবেগ ভরে
আর কি মোদের চেতাবে না।। ২।।
তখন যেমন অঝুর নয়নে
'পতিতপাবন হরি হে' বলিতে
তেমনি করে মধুর স্বরে
আর কি সুধা ঢালিবে না।। ৩।।
তখন যেমন গলাটী জড়িয়ে
দিতে মোদের আদরে ভরিয়ে
তেমনি করে জনে জনে
আর কি কৃপা করিবে না।। ৪।।
তখন যেমন অযোধ্যা মন্দিরে
স্বামীজীর কাছে দীক্ষার কালে
"অহং হরে" শ্লোকটী বলিয়ে
আর কি পরাণ মাতাবে না।। ৫।।
কত শত লীলা মোদের দেখালে
পাপিষ্ঠ আমরা ঠেলিয়াছি ফেলে
'করিব না' আর বলিয়ে সকলে
চাহি ভাই তব করুণা।। ৬।।
ধর্ম্ম নাশিতে চেষ্টা সবার
চারিদিকে দেখি শুধু হাহাকার
তোমার আশায় চেয়ে আছি ভাই
কবে হবে তব করুণা।। ৭।।
ছোট বড় সব একত্র করিয়া
দিয়া সকলের মতি ফিরাইয়া
(তোমার) বা'ন্টার কাজে মাতিয়ে দেবে
কবে হ'বে সেদিন বল না।। ৮।।

---ঃঃ---

(৯৭)

তব নাম নিয়া মোর নয়নে না বহে লোর
হৃদয়ে না জাগে প্রেমানন্দ।
পুলকে পুরিত মোর নাহি হয় কলেবর
রসনা না পিয়ে মকরন্দ।।
আমার হিতের লাগি কত না করিছ প্রভু
ভেবে নাহি পাই তার অন্ত।
তব কৃপা পদে পদে পাইয়াও এ হৃদয়
তোমা প্রতি নহে ত কৃতজ্ঞ।।
তুমি যে আপন মম তার শত পরমাণ
পাইয়াও নাহি যায় সন্দ।
এ পাপ হৃদয় হতে নাস্তিকতা পাপরাশি
দূর করি দাও হে গোবিন্দ।।
কবে গদ গদ ভাষে ভক্তজন সহবাসে
ফুকারিব রাধে গোবিন্দ।
সব দোষ মোর ক্ষমি অন্তিমেতে পদছায়া
কৃপা করি দিও হে মুকুন্দ।।

---ঃঃ---

(৯৮)

তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম সুতমিত রমণী সমাজে
তাঁহে বিসরি মন তাঁহে সমাপিনু অবসুঝ হব কোন কাযে
মাধব হাম পরিণাম নিরাশা, শুধু তুঁহু জগতারণ দীন দয়াময়
অতএ তোহারি বিশ আশা।
আধ জনম হাম, নিন্দে গোঁয়াইনু শিশু জরা কতদিন গেলা
নিধুবনে রমণী, রসসঙ্গে মাতনু, তোঁহে ভজব কোনবেলা।

কত চতুরানন মরি মরি জাওত নতুয়া আদি অবসানা।
তোঁহে জনমি পুনঃ তোঁহে সমাবত সাগর লহরী প্রমাণা।
ভনয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমন ভয়ে তুয়া বিনু গতি নাহি আরা
আদি অনাদিকে নাথ কহয়সি, অব তারণ ভার তাঁহারা।।

—ঃঃ—

(৯৯)

তারা তারা তারা বল।
বিপদ ভয় ঘুচে যাবে
নাম কর সম্বল।
তারা নামে বিপদ ঘুচে
বদন ভরে তারা বল
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ
সবই তারার চরণ তল।।
শয়নে স্বপনে তারা
জাগরণে বল তারা
দিবানিশি অবিশ্রান্ত
ডাক তারা তারা বলে।।
দয়াময়ী তারা আমার
কর তারার দয়া সার
ভয় পাপ শোক তাপ
সব দূরে যাবে তোমার।।

—ঃঃ—

(১০০)

তারা দিলিনা দিলিনা দিন (মা তারা)
তারা তারা তারা জপি সারাদিন
নানা উপসর্গে দিন যায় মা দুর্গে
পরিবার-বর্গে পরিশোধে ঋণ

গেলনা গেলনা বিষয় বাসনা
হলনা হলনা তারা উপাসনা
শঙ্কর শর্ব্বানী শিবা শবাসনা
রটেনা রসনা ভ্রমে একদিন।

---ঃঃ---

(১০১)

তুমি নির্মল কর, মঙ্গল করে
মলিন মর্ম মুছায়ে;
তব, পুণ্যকিরণ দিয়ে যাক্, মোর
মোহ-কালিমা ঘুচায়ে।
লক্ষ্য-শূন্য লক্ষ বাসনা
ছুটিছে গভীর আঁধারে,
জানি না কখন, ডুবে যাবে কোন
অকূল-গরল-পাথারে।
তুমি বিশ্ববিপদ-হন্তা,
এসে দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা,
তব শ্রীচরণতলে নিয়ে এস মোরে,
মত্ত বাসনা ঘুচায়ে।
আছ, অনল-অনিলে, চির-নভোনীলে,
ভূধরে সলিলে গহনে,
আছ, বিটপী-লতায়, জলদের গায়,
শশীতারকায় তপনে,
আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া,
ব'সে, আঁধারে মরিনু কাঁদিয়া,
আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু,
দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।

---ঃঃ---

(১০২)

(ঠাকুর) তোমার আমি, তোমার আমি,
তোমারই ত আমি।
তুমি আমার, আমার তুমি
আমার কেবল তুমি।।
বারি ছাড়া মীন থাকে না
বারি বিনা মীন বাঁচে না
(ঠাকুর) তোমার কৃপা বিনে প্রভু
কেমনে রই আমি।।
তোমার গুণে আমি গুণী
তোমার ধনে আমি ধনী
আমার বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান ভক্তি
সকলই ত তুমি।।
আমি রথ তুমি রথী
তুমি চালাও আমি চলি।
আমার সকল কর্ম্ম করাও তুমি
কেবল বাহবা নিই আমি।।
আমার অহংমদ দূর করে
মনের আঁধার ঘুচিয়ে দিয়ে।
আমার হৃদয় মাঝে বিরাজ কর
ওগো হৃদয়-স্বামী।।

---ঃঃ---

(১০৩)

তোমারি চরণে রাখ এই দীনহীনে।
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে (হরি) পড়েছি বন্ধনে।।
আমি আমার করি সদা লেগেছে মোর ভব-বাঁধা।
এ বিপদে নাহি কোন গতি তোমা বিনে।।

---ঃঃ---

(১০৪)

তোমারি চরণে শির লুটাইতে
এসেছে এই দাস।
তোমারে সঁপিতে দেহ-মন-প্রাণ
করে দীন অভিলাষ
(হরি) বাঞ্ছা পূর্ণ কর দাসের।।
মদন মোহন রূপ নেহারিব,
তব লীলা গাথা (সদা) শ্রবণে শুনিব।
অভয় চরণ কবে বা সেবিব
মিলে সব তব দাস।।

---ঃঃ---

(১০৫)

তোমারি চরণে শ্যাম মন প্রাণ বিকাইব
ঐ পদে কৃষ্ণধন দারাসুত সঁপিব
তোমা বিনা না ভাবিব আর কিছু না চাহিব
মোরা জয় গাহিব মিলে সব তব দাস।।

---ঃঃ---

(১০৬)

তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুঃখ,
তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব।
তোমারি দু'নয়নে তোমারি শোকবারি,
তোমারি ব্যাকুলতা, তোমারি হা হা রব।
তোমারি দেওয়া নিধি, তোমারি কেড়ে নেওয়া,

তোমারি শঙ্কিত আকুল পথ চাওয়া।
তোমারি নিরজনে ভাবনা আনমনে,
তোমারি সান্ত্বনা, শীতল সৌরভ।
আমিও তোমারি গো, তোমারি সকলি ত,
জানিয়ে জানে না, এ মোহ-হত চিত
আমারি ব'লে কেন, ভ্রান্তি হ'ল হেন,
ভাঙ্গ এ অহমিকা, মিথ্যা গৌরব।

—ঃঃ—

(১০৭)

তোরে ভালবাসি মন
তাই দিলাম হরিনাম অমূল্য রতন।।
ও মন প্রতিদিন প্রভাতে উঠি শয্যা হতে
হরিনাম কর উচ্চারণ।
(ও তোর) বিপদ নাহি রবে
হরিনামের গৌরবে
সুখে রহিবি সর্ব্বক্ষণ।।
দগ্ধ আছ সদা ভবক্ষুধানলে।
স্নান করে এস জাহ্নবীর জলে।।
হরিনামের গুণ কি বলিব আমি
সুখে থাকো সদা শুকদেব গোস্বামী
বিরিঞ্চি গীর্ব্বাণী আর ভবরাণী
ঐ নামের উল্লাসে শিব শ্মশানবাসী।।

—ঃঃ—

(১০৮)

দয়ার সাগরে তুমি কখনও ভুলনা।
অনায়াসে ভবপারে যদি যাবে ভুলনা।
অভয় চরণ তরী দিয়ে বসেছেন কাণ্ডারী হয়ে।
নয়ন মেলে দেখ চেয়ে অবহেলা ক'র না।

---ঃঃ---

(১০৯)

দিবানিশি অনুক্ষণ হরি হরি বল মন
ভয় তাপ শোক যাবেহবে পরম কল্যাণ।।
স্মর পতিত পাবন ত্রিতাপনাশন।
কালিয়দমন শ্রীমধুসূদন।।
সকল ধর্ম্মের সার হরিচরণ আমার।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ (যে) পদ করে সদা ধ্যান।।

---ঃঃ----

(১১০)

দীনদয়াময় পতিতপাবন অধমতারণ হরি হে।
করুণানিদান হরি দীনে তার হে।
(হরি) তোমা বিনা গতি নাই অগতির গতি হে।
(আমায়) অভয় চরণ দিতে হবে করুণা সাগর হে।
আমি পাপীর পাপী বিষম পাপী
(তুমি) পাতকীতারণ হে।
(আমায়) পাপী বলে ত্যজনা হরি,
দুরাচারে ত্যজনা, হরি।

আমার আর কেহ নাই অনাথশরণ হে।
(এ জগতে কেহ নাই)
(তোমা বিনা কেহ নাই)
(আমি নিজেরও নিজ নই)
আমি অভয় চরণ ভিখারী (তুমি) কাঙ্গালের নাথ হে
(আমায় চরণ ছাড়া ক'রনা হরি)
(আমি তোমার চরণ ছাড়িব না,)
(তুমি না দিলে কোথা পাব)
আমি শোকে তাপে জর জর শ্রীমধুসূদন হে।
(বিষয় তৃষায় জর জর)
(ধন লোভে জর জর)
(কামে মদে জর জর)
আমায় দয়া করে রক্ষা কর দয়ার সাগর হে।
(শোকতাপ দূর কর)
(বিষয় তৃষা দূর কর)
(ধন লোভ দূর কর)
(কামমদ দূর কর)

---ঃঃ---

(১১১)

দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু কৃপাবিন্দু বিতর।
হৃদি বৃন্দাবনে কমল-আসনে প্রাণ মন সনে বিহর।।
নয়ন মুদি বা চাহিয়া থাকি,
অথবা যে দিকে ফিরাই আঁখি,
ভিতরে বাহিরে যেন হে দেখি; তব রূপ মনোহর।।
এই কর হরি দীন দয়াময়,
তুমি আমি যেন দুটী নাহি রয়,
জলের তরঙ্গ জলে করে লয়, চিদ্‌ঘন শ্যাম সুন্দর।।

---ঃঃ---

(১১২)

দীনবন্ধু গিরিশসুত ভকত ভয় ভঞ্জন।।
(তুমি) করুণার্ণব দেবদেব সেবকজন রঞ্জন।।
এস ব'স প্রভু গিরিজাকান্ত
তাপিত প্রাণ কর হে শান্ত।
ঘোর আঁধারে আমরা ভ্রান্ত
(তুমি) ধ্বান্তবিনাশন।।
(তোমায়) ডাকিছে দীনদাসগণে
এস এস হৃদি কমল আসনে।
যুগল চরণে লইনু শরণ
কুরু কৃপা দীনতারণ।।
স্মরিলে যুগল অভয় পদ
দূরে যায় শোক রোগ ও বিপদ।
আশ্রিত জনের সার সম্পদ
বিপদ-ভয়-ভঞ্জন।।

---ঃঃ---

(১১৩)

(আমি) দেখেছি জীবন ভরে চাহিয়া কত;
(তুমি) আমারে যা দাও, সবই তোমারি মত।
আকুল হইয়ে মিছে, চেয়ে মরি কত কি যে,
(কাঁদে) পদতলে নিষ্ফল বাসনা শত।
কিসে মোর ভাল হয়, তুমি জান, দয়াময়
(তবু) নির্ভর জানে না, এ অবিনত।
আমি কেন চেয়ে মরি, তুমি জান কিসে, হরি,
সফল হইবে মম জীবন ব্রত।
চাহিব না কিছু আর, দিব শ্রীচরণে ভার,
হে দয়াল, সদা মম কুশল-রত।

---ঃঃ---

(১১৪)

দেব দেব শ্রীগোবিন্দ
দীনবন্ধু চরণাশ্রিত-পালক শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র।।
নন্দনয়নমণি নটবর সুন্দর
যশোমতী সম্মুখে বালনটনপর
সঙ্কটসায়রে তারণতরণী
যাক শ্রীচরণারবিন্দ।।
বরজ ভকতিপ্রিয় ব্রজ-ভয়হারী —
অর্চ্চনে তন্ময় ব্রজ-নরনারী—
গোকুলবল্লভ গোপেশ্বর-প্রিয়
গোপাল গুরুকুল-বন্দ্য।।
কংস-বিমর্দ্দন দেবকী-নন্দন
শ্রীমধুসূদন বৃষ্ণিবিবর্দ্ধন
নন্দলোকেন্দু করুণার সিন্ধু
শ্রীহরি সচ্চিদানন্দ।।
যমুনাক তীরে ধীর সমীরে
মোহন মুরলী বাজাইয়া ফিরে
রাধে রাধে বলি তন্ময় বনমালী
কুটিলাক নিকটে বিনিন্দ্য।।
ভব-রাস-রস-প্রিয় রসিকলাল
পাপিগণ-ভরসা নন্দদুলাল
অর্চ্চে কৃতাঞ্জলি উদ্ধব নারদ
শুক-সনকাদি মুনিবৃন্দ।।

---ঃঃ---

(১১৫)

দোল সুন্দর গোপাল ব্রজবিহারী
আমার সদাই বাসনা মনে তোমায় হেরি।।
তুমি ঝুলাতে দোল আমার জনম মিটিল
আমি নয়ন ভরিয়া দেখি রূপ মাধুরী।।
বড় সাধ মনে দোল শ্রীরাধা সনে
তুমি যুগল রূপেতে দোল বংশীধারী।।
একা যাব কেমনে যাব সখীগণ সনে
ললিতা বিশাখা বিনে যাইতে নারি।।

---ঃঃ---

(১১৬)

দুখের বেশে এসেছ বলে' তোমারে নাহি ডরিব হে;
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় করি ধরিব হে!
আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী, তোমারে তবু চিনিব আমি,
মরণরূপে আসিলে প্রভু চরণ ধরি মরিব হে!
যেমন করে' দাও না দেখা, তোমারে নাহি ডরিব হে!
নয়নে আজি ঝরিছে জল, ঝরুক জল নয়নে হে;
বাজিছে বুকে, বাজুক তব কঠিন বাহু-বাঁধনে হে!
তুমি যে আছ বক্ষে ধরে', বেদনা তাহা জানাক মোরে,
চাব না কিছু, কব না কথা, চাহিয়া রব বদনে হে।

---ঃঃ---

(১১৭)

ধরম করম সকলি গেল
শ্যামা পূজা মোর হল না।
(আমি) মন নিবারিতে নারি কোনমতে
ছি ছি কি জ্বালা বল'না।।
কুসুম অঞ্জলি দিতে শ্রীচরণে
ত্রিভঙ্গম ঠাম পড়ে সখি মনে
পীত বসন হেরি নয়নে
ভাবিতে দিগ্‌বসনা।
ভাবি নরমালী কালী অসি-করে
হেরি বনমালী বাঁশরী অধরে
ত্রিনয়না ধ্যানে বঙ্কিম নয়নে
হেরি, হই সখি বিমনা।।

---ঃঃ---

(১১৮)

নবীন মেঘসন্নিভম্ সুনীল-কোমলচ্ছবিম্।
সুহাস্য-রঞ্জিতাধরম্ নমামি কৃষ্ণ সুন্দরম্।।
যশোদানন্দ-নন্দনম্ সুরেন্দ্রপাদ-বন্দিতম্।
সুবর্ণ-রত্নমণ্ডনম্ নমামি কৃষ্ণ সুন্দরম্।।
ভবাব্ধি-কর্ণধারকম্ ভয়ার্ত্ত-ত্রাণ-কারকম্।
মুমুক্ষু-মুক্তিদায়কম্ নমামি কৃষ্ণ সুন্দরম্।।

---ঃঃ---

(১১৯)

নারায়ণ পরমব্রহ্ম ভকতভয়ভঞ্জন।।
(তুমি) করুণার্ণব দেবদেব সেবক-জন-রঞ্জন।।
এস এস হরি কমলাকান্ত।
(মোদের) তাপিত প্রাণ করহে শান্ত।
ঘোর আঁধারে আমরা ভ্রান্ত
(তুমি) ধ্বান্ত-বিনাশন।।
ডাকিছে দীন দাসগণে।
এস বস হৃদি কমলাসনে।
তোমারি পূজন তরে আয়োজন
কুরুকৃপা দীনতারণ।।
স্মরিলে যুগল অভয়পদ
দূরে যায় শোক রোগ বিপদ।
আশ্রিত জনের সার সম্পদ।
বিপদ-ভয়-ভঞ্জন।।

---ঃঃ---

(১২০)

নেচে নেচে আয় মা শ্যামা
আমি মা তোর সঙ্গে যাব।
হেরব রাঙা পা দুখানি
বাজবে নূপুর শুনতে পাব।।
ভয় কি মা অন্ধকারে
ডাকব্ শ্যামা অভয়ারে।
মা বলে মা যাব চলে
মা মা বলে প্রাণ জুড়াব।।

---ঃঃ---

(১২১)

পঙ্কজ-দলগত-জলমিব
চঞ্চলমিহ জীবনম্
স্থাস্যতি নহি যাস্যতি কিল
কুরু-হরিপদ-চিন্তনম্।।
কুসুমোপম-মিহ সীদতি
তব সুন্দর-যৌবনম্।।
গর্ব্বং জহি খর্ব্বং কুরু
সর্ব্বং ভববন্ধনম্।।
স্বপ্নোপম ধনজন গেহ
দারাদিক বন্ধনম্।
সঙ্গং ত্যজ সত্যং ভজ
বন্দ গিরিশনন্দনম্।।
পরিহর মোহজনকম্
মিথ্যা সুখভোগ চেষ্টম্।।
ভক্তিং কুরু ভজনেন হি
প্রাপ্স্যসি কিল সম্পদম্।।

---ঃঃ---

(১২২)

পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে!
শ্যামবিটপিঘনতটবিপ্লাবিনি, ধূসর তরঙ্গ ভঙ্গে!
কত নগ-নগরী তীর্থ হইল তব চুম্বি' চরণ-যুগ মাই,
কত নরনারী ধন্য হইল মা তব সলিলে অবগাহি',
বহিছ জননী এ ভারতবর্ষে— কত শত যুগ যুগ বাহি',
করি' সুশ্যামল কত মরু প্রান্তর শীতল পুণ্য তরঙ্গে।।

নারদকীর্ত্তনপুলকিতমাধববিগলিতকরুণা ক্ষরিয়া,
ব্রহ্মকমণ্ডলু উচ্ছলি' ধূর্জ্জটি জটিল জটা'পর ঝরিয়া,
অম্বর হইতে সম শতধারা জ্যোতিঃপ্রপাত তিমিরে—
নামি' ধরায় হিমাচল মূলে—মিশিলে সাগর সঙ্গে।।
পরিহরি' ভবসুখদুঃখ যখন মা, শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব, বরিষ সুপ্তি মম নয়নে,
বরিষ শান্তি মম তাপিত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে—
মা ভাগীরথি! জাহ্নবি! সুরধুনি! কলকল্লোলিণী গঙ্গে।।

---ঃঃ---

(১২৩)

পরম সময়ে হও মা উদয়
দেখে মরি তারা শ্রীপদনলিনী
ডাকি দুর্গা বলে কেন আছ ভুলে
দুর্গমে দে দেখা দানবদলিনী
শ্রীপদ স্মরিয়ে সাগর বাহিয়ে
শ্মশানে মা মরি দেখনা আসিয়ে
ওমা শবাসনা কর মা করুণা
কাতরে কিঙ্করে দনুজদলিনী

---ঃঃ---

(১২৪)

পাপ তাপ আর দুঃখহতা
আমাদের এই ভারত মাতা।
তাহার মাঝে আছে স্থান এক, সকল স্থানের সেরা।
হরিপ্রেমে তৈরী সে যে, কৃপা দিয়ে ঘেরা।।
এমন স্থানটী পাবে নাক সারা দেশটী জুড়ি।
পরম শান্তির আকর সে যে শ্রীআনন্দপুরী।।

কোটী অপরাধের ক্ষমা
কোথায় পাবে বল আমা
কোথায় এমন ছেলে বুড়ো হরিকথায় মাতে।
কেমন স্তবের রবে জাগিয়ে উঠে হরিনামের সাথে।।
এমন স্থানটী পাবে নাকো সারা দেশটী জুড়ি
পরম শান্তির আকর সে যে শ্রীআনন্দপুরী।।
অহঙ্কারের বিষম কুঠার
আর এমন আছে কাহার
যেমন কুকুর তেমন মুগুর আছে যেথায় ভাই।
এমন পাত্রভেদে ব্যবস্থা আর কোথায় গেলে পাই।।
এমন স্থানটী পাবে নাকো সারা দেশটি জুড়ি
পরম শান্তির আকর সে যে শ্রীআনন্দপুরী।।
চোখের জলে পূজা যেথা
অধিকার ভেদ নাইক সেথা
"আর করিব না" বল্‌লে যেথায় পরম আদর পাই।
এমন আপন পর ভেদের কথা ভুলেও যেথা নাই।।
এমন স্থানটী পাবে নাকো সারা দেশটী জুড়ি।
পরম শান্তির আকর সে যে শ্রীআনন্দপুরী।।
কচি কচি দুধের ছেলে
কোথায় হরিপ্রেমে গলে
পরম দুর্লভ শাস্ত্র বচন শিশু মুখে পাই।
(ও তার) কথায় গানে কাজে আরও বলিহারি যাই।।
এমন স্থানটী পাবে নাকো সারা দেশটী জুড়ি।
পরম শান্তির আকর সে যে শ্রীআনন্দপুরী।।
অত্যাচারীর প্রতি স্নেহ
কোথায় গেলে পাবে কেহ

সেই মহাপুরুষ চরণদুটী শিরে মোরা ধরি।
মোরা দিবানিশি সেই আশ্রয়ে যেন তাঁরই সেবা করি।
এমন স্থানটী পাবে নাকো সারা দেশটী জুড়ি।
পরম শান্তির আকর সে যে শ্রীআনন্দপুরী।।

---ঃঃ---

(১২৫)

পাসরিতে চায় মনে, পাসরা না যায় গো
সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।।
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে।।

---ঃঃ---

(১২৬)

পায়োজী ম্যয়নে রাম রতন ধন পায়ো।।
বস্তু অমোলক দী মেরে সৎগুরু, কির্‌পা কর আপ নায়ো।। পায়োজী
জনম জনম কি পুন্‌জী পাঈ, জগমে সবহি খোয়াও।। পায়োজী
খরচৈ নহিঁ কোঈ, চোর না লেবৈ, দিনদিন বঢ়ত সবায়ো।। পায়োজী
সত কী নাও, খেওটিয়া সৎগুরু, ভবসাগর তর আয়ো।। পায়োজী
মীরা কে প্রভু, গিরিধর নাগর, হরখ হরখ যশ গায়ো।। পায়োজী

---ঃঃ---

(১২৭)

পুণ্য পাপের বিষম বিবাদ লোক সমাজে।
লোক সমাজে লোক সমাজে বিশ্বমাঝে।
লোক সমাজে।।
পাপ বলে আমি রাজা প্রতি ঘরে ঘরে।
পুণ্য বলে রাজ্য আমার সাধুর হৃদ্‌নগরে।
(তথায়) পাপ যেতে নারে।।
পাপ বলে আমার ডঙ্কা বাজিছে সঘনে।
পুণ্য বলে সে শঙ্কা নাই ভক্তের ভবনে।
হরিনামের গুণে।।
পাপ বলে আমায় পূজে বালবৃদ্ধ নারী।
পুণ্য বলে হৃদয়ে যাঁর গোলোক বিহারী।
তথায় মান আমারি।।
পাপ বলে হর্ত্তা কর্ত্তা আমি বিশ্বমাঝে।
পুণ্য বলে ও কথা কি আমার কাছে সাজে।
বৃথা গর্ব্ব এ যে।।
পাপ বলে রাখি আমি জীব সকলে সুখে।
পুণ্য বলে দুদিন বাদে শোকে তাপে দুঃখে।
পড়ে ঘোর নরকে।।
পাপ বলে মহামোহ আমার সেনাপতি।
পুণ্য বলে রণস্থলে হরি আমার গতি।
যিনি ত্রিলোকপতি।।
পাপ বলে কুবাসনা আমার সঙ্গিনী।
পুণ্য বলে সুমতি হন আমার জননী।
পতিত পাবনী।।
পাপ বলে রতি হিংসা নিন্দা ভালবাসি।
পুণ্য বলে আমার ভক্ত নয় তাদের প্রয়াসী।
তারা নয় তামসী।।

পাপ বলে আমার ভক্ত ধন্য ইহলোকে।
পুণ্য বলে সাধু সুখে চিরদিন থাকে।
ইহ পরলোকে।।
পাপ বলে আমার প্রজার সংখ্যা সীমা নাই।।
পুণ্য বলে নরকরাশি এত অধিক তাই।
পাপীর ভোগ করা চাই।।
পাপ বলে আমি ছাড়া কেবা হরি আছে।
পুণ্য বলে তোর শাস্তি হবে যাঁর কাছে।
সময় আসিতেছে।।
পাপ বলে থাকিব না তবে আর এখানে।
পুণ্য বলে এই বেলা যাও অমনি মানে মানে।
আমার কথা শুনে।।
মিটে গেল পাপ পুণ্যের বিবাদ বালাই।
পরিব্রাজক বলেন হরি হরি বল ভাই।
সুখে থাকবে সদাই।।

---ঃঃ---

(১২৮)

প্রণমি তোমারে করুণাময়ি তোমার রাতুল চরণে।
কত না করেছ মোদের লাগিয়া ভুলিব সে সব কেমনে
পাতিব্রত্যে তোমার কাছে
সীতা সাবিত্রী হার মানে।
সত্যনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা
তুমি দেখালে জগজ্জনে।।
দাস্য তোমার করিতে আসেন
স্বয়ং দেবী ভবানী।
সিন্দুর পরান তোমার লাগিয়া
কল্যাণী দেবী আপনি।।

তোমার গাড়ীর সঙ্গেতে মাগো
শঙ্খ বাজায়ে ছুটিয়া চলে।
সে সকল লীলা স্মরণ করিয়া
লুটাইতে চাই চরণ তলে।।
জননি তোমার কটাক্ষে শান্তি
কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি।
হস্তে তোমার বিতর অন্ন
চরণে তোমার বিতর মুক্তি।।
জননি তোমার মোদের লাগিয়া
কত না বেদনা কতনা চিন্তা।
প্রণমি তোমারে করুণাময়ি
প্রণমি তোমারে জগন্মাতা।।

---ঃঃ---

(১২৯)

প্রণমি সকলে মহাপুরুষে
তাঁহার লীলা ভূমিতে।
লুটাইতে চাই ভকতি ভরে
তাঁহার চরণ ধূলিতে।।
কত না কাঁদিলে কত না ভুগিলে
মোদের চেতনা তরে।
(তাই) সকলে মিলিয়া স্তুতি অঞ্জলি
নিবেদি চরণতলে।।
হিন্দুধর্ম্ম কৌস্তুভাদি
অপূর্ব সে গ্রন্থরাজি।
মোহমুগ্ধ জীবের লাগিয়া
বিতরিলে লাখে লাখে।।

কুতর্কের জাল ছিন্ন করিয়া
গলাইয়া কত পাষাণের হিয়া।
যাঁহার বিজয় বৈজয়ন্তী
উড়িল সোনার ভারতে।।

---ঃঃ---

(১৩০)

রাগ — ভৈরবী

প্রভু মেরে অবগুণ চিত ন ধরো,
সমদরসী প্রভু নাম তিহারো।
অপনে পনহি করো
প্রভু মেরে অবগুণ চিত ন ধরো।।
ইক লোহা পূজা মে রাখত,
ইক ঘর বধিক পরো।
য়হ দুবিধা পারস নহিঁ জানত,
কঞ্চন করত খরো।।
এক নদিয়া এক নার কহাবত,
মৈলো নীর ভরো।
জব মিল কৈ দোউ এক বরন ভয়ে,
সুর সরি নাম পরো।।
এক জীব এক ব্রহ্ম কহাবত,
সূর শ্যাম ঝগরৌ।
অবকী বের মোহী পার উতারো,
নহী প্রণ জাত টরো।।

—শ্রীসুরদাস।।

---ঃঃ---

(১৩১)

প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে,
এ বিশ্ব নিখিল তোমার প্রতিমা;
মন্দির তোমার কি গড়িব মাগো, মন্দির যাঁহার দিগন্ত নীলিমা।
তোমার প্রতিমা শশী তারা রবি, সাগর নির্ঝর ভূধর অটবী,
নিকুঞ্জ-ভবন বসন্ত পবন, তরু লতা ফল ফুল মধুরিমা।
সতীর পবিত্র প্রণয় মধু—মা, শিশুর হাসিটি জননীর চুমা,
সাধুর ভকতি প্রতিভা শকতি, তোমারি মাধূরী তোমারি মহিমা;
যেই দিকে চাই এ নিখিল ভূমি, শত রূপে মাগো বিরাজিত তুমি,
বসন্তে কি শীতে দিবসে নিশীথে, তোমারই মাগো বিভব গরিমা।
তথাপি মাটির প্রতিমা গড়ি, তোমারে পূজিতে চাই মা ঈশ্বরী,
অমর কবির হৃদয় গভীর, ভাষায় যাহার দিতে নারে সীমা;
দেখি না চাহিয়ে অবোধ আমরা, আপনি যে মা তুমি দিয়েছ গো ধরা,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে হাতটী বাড়ায়ে, ডাকিছ নিয়ত করুণাময়ী মা।।

---ঃঃ---

(১৩২)

প্রেমমুদিত মনসে কহো, রাম রাম রাম।
শ্রীরাম রাম রাম, শ্রীরাম রাম রাম।।
পাপ কটে দুঃখ মিটে, লেত রামনাম।
ভবসমুদ্র সুখদনাও এক রাম নাম।।
—কহো রাম রাম রাম, শ্রীরাম রাম রাম।।
পরম শান্তি সুখনিদান নিত্য রাম নাম।
নিরাধার কো আধার এক রাম নাম।।
—কহো রাম রাম রাম, শ্রীরাম রাম রাম।।
পরম গোপ্য পরম ইষ্ট মন্ত্র রাম নাম।
সন্ত হৃদয় সদা বসত এক রাম নাম।।
—কহো রাম রাম রাম, শ্রীরাম রাম রাম।।

মহাদেব সতত জপত দিব্য রাম নাম।
কাশী মরত মুক্ত করত কহত রাম নাম।।
—কহো রাম রাম রাম, শ্রীরাম রাম রাম।।
মাতা পিতা বন্ধু সখা, সবহি রাম নাম।
ভকতজনন জীবনধন এক রাম নাম।।
—কহো রাম রাম রাম, শ্রীরাম রাম রাম।।

---ঃঃ---

(১৩৩)

প্রেমের রাজ্যে লীলাখেলা না যায় বর্ণন।
(সেথা) প্রাণে প্রাণে সদা চলে আদান প্রদান।।
(তথা) নাইক বিধি নাইক নিষেধ নাই তথা শাসন।
প্রেমের পরশ শিথিল করে সকল বন্ধন।।
শ্রীঅক্ষয় কাকার আচার বিচার ছিলনা কখন।
নাহি ছিল জপতপ সাধন ভজন।।
(কিন্তু) তাঁর হৃদয়খানি জুড়ে ছিল শ্রীউপেন্দ্র মোহন।
তাঁরে কিসে বাঁধে বল সংসার-বন্ধন।।
শ্রীঅক্ষয় কাকা রেখে গেছেন কীরতি অক্ষয়।
যাহা শ্রবণে কথনে প্রেমভক্তির উদয়।।
কোটি কোটিতেও না পান ঋণের পরিমাণ।
কেবল কৃতজ্ঞতা দিয়া গড়া তাঁহার পরাণ।।
বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ আর অযোধ্যার রাম।
যাঁর কণামাত্র পেয়ে করেন লীলা অনুপম।।
তাঁকেই 'ওরে, হ্যারে' বলি হ'ত সম্ভাষণ।
প্রেমের রাজ্যের মধুর লীলা অপূর্ব্ব কথন।।

ভক্তিভরে শিরে ধরি তাঁর কমল চরণ।
কৃতজ্ঞতার লবলেশ মোদের করুন বর্ষণ।।
শ্রীনকাকার জয়গান করো অনুক্ষণ।
শ্রীনখুড়িমার জয় বল সাথে গোপাল ধন।।
শ্রীঅক্ষয় কাকা আদি যত প্রেমিক ভক্তগণ।
(এস) সবে মিলি বলি জয় দিয়া প্রাণমন।।

---ঃঃ---

(১৩৪)

বদনে বল সীতা রামচন্দ্র,
লভিতে চাহ যদি পরমানন্দ। বদনে বল........
যোগ যাগ ব্রত সংযম সমাধি,
কলির প্রভাবে হয়ে গেছে ব্যাধি
সুধা মাখা নাম জপ নিরবধি,
ঘুচে যাবে মন সকলি ধন্ধ।। বদনে বল........
ঈশ্বর আছে সবার অন্তরে,
অন্তর মাঝে তবুও অন্তরে।
নামের প্রভাবে মোহ যাবে দূরে,
প্রকাশ পাইবে সচ্চিদানন্দ।। বদনে বল........
নামীরে পেতে হলে নামই উপায়,
বেদ বিধি স্মৃতি পুরাণেতে গায়।
সকল সংশয় নামে কেটে যায়,
ঘুচে ভব রোগ শোক নিরানন্দ।।
সুধা মাখা নাম, রসে না মজিয়ে,
আকাশ কুসুমে বিমোহিত হয়ে।
সুধা ভ্রমে চির দুঃখ জড়ায়ে,
ফেলু কেন হয়ে আছে ভ্রমানন্দ।।

---ঃঃ---

(১৩৫)

বনের ফল মিষ্টি বড়
ও ভাই কানাই একটু খা না।
খেতে খেতে লাগল মিঠে
যত্ন করে তাইত আনা।।
তোমায় খাইয়ে যে সুখ পাই
নিজে খেয়ে (তার) কিছুই না পাই
তোমার মুখে তুলে দিয়ে
আনন্দে হই আটখানা।।
আমার বলতে কে আছে ভাই
আমার আছে প্রাণের কানাই
তুমি যদি তুষ্ট হ'লে
ঘুচল ভবে আনাগোনা।।

---ঃঃ---

(১৩৬)

বল, বল, বল সবে, শত বীণা-বেণু-রবে,
ভারত আবার জগত-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন ল'বে
ধর্ম্মে মহান্ হ'বে, কর্ম্মে মহান্ হ'বে,
নব-দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে।
আজও গিরিরাজ র'য়েছে প্রহরী,
ঘিরি তিনদিক নাচিছে লহরী,
যায়নি শুকায়ে গঙ্গা গোদাবরী এখনও অমৃতবাহিনী।
প্রতি প্রান্তর, প্রতি গুহা-বন,
প্রতি জনপদ, তীর্থ অগণন, কহিছে গৌরব-কাহিনী।
বল, বল, বল সবে,................................ এ পূরবে।

বিদুষী মৈত্রেয়ী খনা লীলাবতী, সতী সাবিত্রী সীতা অরুন্ধতী,
বহু বীরবালা বীরেন্দ্র-প্রসূতি, আমরা তাঁদেরই সন্ততি।
অনলে দহিয়া রাখে যারা মান, পতি-পুত্র তরে সুখে ত্যজে প্রাণ; আমরা তাঁদেরই সন্ততি।
বল, বল, বল সবে, ... এ পূরবে।
ভোলেনি ভারত, ভোলেনি সে কথা,
অহিংসার বাণী উঠেছিল হেথা;
নানক নিমাই করেছিল ভাই, সকল ভারত-নন্দনে।
ভুলি ধর্ম্ম-দ্বেষ জাতি-অভিমান,
ত্রিশ কোটি দেহ হ'বে এক প্রাণ, এক জাতি প্রেমবন্ধনে।
বল, বল, বল সবে,........................এ পূরবে।
মোদের এ দেশ নাহি রবে পিছে, ঋষি-রাজকুল জন্মেনি মিছে;
দু'দিনের তরে হীনতা সহিছে, জাগিবে আবার জাগিবে।
আসিবে শিল্প-ধন-বাণিজ্য,
আসিবে বিদ্যা-বিনয়-বীর্য্য, আসিবে আবার আসিবে।
বল, বল, বল সবে,............................এ পূরবে।।

---ঃঃ---

(১৩৭)

বসিলেন হেমবরণী হেরম্বেরে লয়ে কোলে।।
হেরি গণেশ-জননী-রূপ, রাণী ভাসে নয়ন জলে।।
ব্রহ্মাণি বালক যার সেই গিরি বালিকা শিবদারা।
পদতলে বসে ভানু ভালোচন্দ্র গলে তারা।
ভানু জিনিয়ে তনু তনয় কোলে দেখি।।
মনে ভাবি উমাকে দেখি কি উমার কুমারে দেখি।
মন প্রাণ সঁপে রাখি যুগল চরণে।।
দাশরথি কহিছে দুই তুল্য দরশনে।
কোটি ব্রহ্ম জিনিরূপ ব্রহ্মময়ি গজাননে।
ব্রহ্মময়ীর কোলে ব্রহ্ম ডাকে মা মা বলে।।

---ঃঃ---

(১৩৮)

বসো মোরে নৈননমেঁ নন্দলাল।
মোহনী মূরতি সাঁবরি সূরতি নৈনা বনে বিশাল।
অধর সুধারস মুরলী রাজত উর বৈজন্তী মাল।।
ক্ষুদ্র ঘন্টিকা কটি তট সোভিত নূপুর শব্দ রসাল।
মীরা প্রভু সন্তন সুখদাঈ ভগতবছল গোপাল।।

---ঃঃ---

(১৩৯)

ব্রহ্মচারী চারুচন্দ্র
শ্রীনকাকার শ্রীপদকমলে মত্তমধুপভৃঙ্গ।। ১।।

(তুমি) অতি শুদ্ধমতি বিষয়ে বিরতি
সদা অকপট চিত্ত।
একনিষ্ঠ মনে প্রভুর চরণে
হইলে শরণাগত।। ২।।

(প্রভুর) সেবাপরায়ণ নাহি কর আন
সদা আনন্দেতে রত।
তোমার কীরতির পাই পরিচয়
চারিদিকে শত শত।। ৩।।

(তুমি) দীনের অবতার ত্যজি অহঙ্কার
সকলের অনুগত।
আপন করিতে প্রেমেতে বাঁধিতে
ক'জনা তোমার মত।। ৪।।

(তুমি) বলে মহাবীর অন্তরে সুধীর
অক্রোধ পরমানন্দ।
(তোমার) গুণের মহিমা না পাই উপমা
যেন অকলঙ্ক চন্দ্র।। ৫।।

(তোমার) শুদ্ধ অনুরাগেসদা হৃদে জাগে
প্রভুর পদারবিন্দ।
(তাই) বিমানে চড়িয়া গেলে হে চলিয়া
দুর্লভ বৈকুণ্ঠ ।। ৬।।
(ওহে) কিঙ্করবর তুমি ধুরন্ধর
ধন্য হে তুমি ধন্য।
(প্রভুর) যুগল চরণে সেবক বৃন্দে
করাও মোদের গণ্য।। ৭।।
(গাও) নকাকার জয় ন'খুড়ীমার জয়
জয় গোপাল কৃষ্ণ
জয় চারুচন্দ্র জয় শচীন্দ্র
জয় সেবকবৃন্দ।। ৮।।

---ঃঃ---

(১৪০)

বাজে শ্যামের মোহন বেণু,
বেণুরব শুনে জুড়াল তনু।
(চল) যে বনে বাজিছে সেই বনে ধাই,
এ ছার জীবনে আর কাজ নাই
পুরাইল আশ মন অভিলাষ,
হয়ে থাকি শ্যামের চরণ রেণু।
(বাঁশী) পঞ্চম স্বরেতে ধরিয়াছে তান,
পবন দাঁড়ায়ে শুনিতেছে গান।
যাঁহার নামেতে যমুনা উজান,
হাম্বা হাম্বা রবে ডাকিছে ধেনু।।

---ঃঃ---

(১৪১)

বাবা বিশ্বেশ্বর পরম ঈশ্বর
তব নাম নিলে সফল জীবন।
অগতির গতি তুমি পশুপতি
তোমারে সেবিলে সফল জীবন।।
সোনার কৈলাসপুরী পরিহরি
বারাণসীধামে বিরাজিত হরি।
অপার মহিমা প্রভু দিগম্বর
অনাদি শেখর হৃদয়ের ধন।।
বম্ বম্ হর শঙ্কর নামে
মুগ্ধ নরনারী কাশী তীর্থধামে।
পতিতপাবনী বরুণা সঙ্গমে
পাতকীরে পার কর অনুক্ষণ।।
কোটি কোটি জনম করমেরি ফলে
আশ্রয় পায় জীব তব চরণতলে।
জীবনান্ত হলে মোক্ষফল মিলে
তুমি বিশ্বপতি মুক্তির কারণ।।
সদানন্দ নাম ব্যাপ্ত ত্রিভুবনে
নিরানন্দে কেন রাখ এ সন্তানে।
ধর্ম্ম অর্থ সবই তোমার চরণে
হরিপদ ঐ ধ্যান জ্ঞানে।।

---ঃঃ---

(১৪২)

বারে বারে যে দুঃখ
দিয়েছ দিতেছ তারা
সকলি সে দয়া তব
জেনেছি মা দুঃখহরা।।

সন্তান-মঙ্গল-তরে জননী তাড়না করে
(ওমা) তাই বুঝি মা বারেবারে
বহি দুঃখের পশরা।।
তুমি মা দীনতারিণী
শরণাগত পালিনী
আমি ঘোর পাতকী বলে
তোমারে হতেছি হারা।।
ওমা আমি তব পোষাপাখী
যা শিখাও মা তাই শিখি
শিখায়েছ 'তারা' বুলি মা
তাই ডাকি মা 'তারা' 'তারা'।।

---ঃঃ---

(১৪৩)

বিপদ ভয় বারণ যে করে ওরে মন
তাঁরে কেন ডাকনা
মিছে ভ্রমে ভুলি সদা
রয়েছ ভবঘোরে মজি
একি বিধির বিড়ম্বনা।।
এ ধনজন, না রবে হেন
তারে যেন ভুল না
ছাড়ি অসার ভজহ সার
যাবে ভব যাতনা।।
এখনও হিত বচন শোন
যতনে করি ধারণা
বদন ভরি হরিনাম সতত করি ঘোষণা
যদি এ ভবে পার হবে ছাড় বিষয়-কাম
সঁপিয়ে তনু হৃদয় মন
তাঁরে কর সাধনা।।

---ঃঃ---

(১৪৪)

বিষয় সুখে মন তৃপ্তি কি মানে।
তব চরণামৃত পান-পিপাসিত
নাহি চাহি ধনজন-মানে।।
হৃদয় পিপাসু সদা করুণাময়
পাদকমল মধুপানে
না চাহে অপর কিছু
মধুকর ত্যজি মধু
চাহে কি সে জলপানে।।
সেই তব মনোরম প্রেমমুখ ছবি
নিরখি নিরখি অনিমেষে
সফল করিব প্রভু নেত্র যুগল মম
পাশরিব ভয় দুখ ক্লেশে।।
অনুদিন গাইব তোমারি অমল যশঃ
কোমল সুমধুর তানে
মিলিবে সে ফল তাহে
কভু নাহি মিলে যাহা
দুঃসহ তপজপ-দানে।।
পলভর না ছাড়িব তোমার ও শ্রীচরণ
তুমিও রাখিবে তব দাসে
ভকত সঙ্গ সুখে রহি নিশি দিন
না গণিব ভব বনবাসে।।
পরিহরি বিষময় বিষয় প্রলোভন
অনুদিন রব তব পাশে
ভকতি সুচন্দনে প্রেমকুসুম দিয়া
পূজিব নিত্য দেবেশে।।

পরি অপরাজিত কৃপার কবচ তব
অক্ষত রিপুর প্রহারে
তব শ্রীচরণতরী করি অবলম্বন
যাইব ভবার্ণব পারে।।

---ঃঃ---

(১৪৫)

বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের।
রাই আমাদের, রাই আমাদের,
আমরা রাইয়ের রাই আমাদের।।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
শারী বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ,
নৈলে শুধুই মদন।।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল।
শারী বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল,
নৈলে পারবে কেন।।
শুক বলে আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর-পাখা।
শারী বলে আমার রাধার নামটি তাতে লেখা,
ঐ যে যায়গো দেখা।।
শুক বলে আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে।
শারী বলে আমার রাধার চরণ পাবে ব'লে,
চূড়া তাইতো হেলে।।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ যশোদার জীবন।
শারী বলে আমার রাধা জীবনের জীবন,
নৈলে শূন্য জীবন।।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগৎ চিন্তামণি।
শারী বলে আমার রাধা প্রেম প্রদায়িনী,
সে তোমার কৃষ্ণ জানে।।

শুক বলে আমার কৃষ্ণের বাঁশী করে গান।
শারী বলে সত্য বটে, বলে রাধার নাম,
নৈলে মিছেই গান।।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু।
শারী বলে আমার রাধা বাঞ্ছাকল্পতরু,
নৈলে কে কার গুরু।।
শুক বলে আমার কৃষ্ণের কদমতলায় থানা।
শারী বলে আমার রাধা করে আনাগোনা,
নৈলে যেত না জানা।।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতের কালো।
শারী বলে আমার রাধা রূপে জগত আলো।।
নৈলে আঁধার কালো।।
শুক বলে আমার কৃষ্ণের শ্রীরাধিকা দাসী।
শারী বলে সত্য বটে, সাক্ষী আছে বাঁশী।
নৈলে হতো কাশীবাসী।।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগত জীবন।
শারী বলে আমার রাধা মধুর পবন,
নৈলে কি থাকে জীবন।।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতের প্রাণ
শারী বলে আমার রাধা জীবন করে দান
নইলে বাঁচে কি প্রাণ।।
শুক শারী দু'জনার দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল।
প্রেমভরে সবে একবার হরি হরি বল,
শ্রীবৃন্দাবনে চল।।

---ঃঃ---

(১৪৬)

ভকত-বৎসল দীনদয়াময়।
তুমি পরমগতি পরম আশ্রয়।।
তোমারি চরণে থাকে সদা মতি।
তোমারি চরণে করি হে প্রণতি।
তব গুণগানে সদা যেন মাতি।
দাও কৃষ্ণধন প্রেম ভকতি।।

---ঃঃ---

(১৪৭)

(আমায়) ভক্তি ভরে ডাক্‌লে আমি
রইতে পারি কই।
যে ডাকে আমারে, আমি
তারই হয়ে রই।।
যে জন বিশ্বাস কোরে
পরাণ সঁপেছে মোরে
কে আছে তার এ সংসারে
বল আমা বই।
আমি ভক্তের অধীন
(তা) জানে সবে চিরদিন
ভক্তেরে দেখ্‌লে পরে আনন্দিত হই।
দারাসুত ধনপ্রাণ
যে করে আমায় দান
তার সকল ভার মাথায় করে রই।।
ভক্তিতে চৈতন্য মোরে
বেঁধেছিল প্রেমের ডোরে
ভক্তিতে মোরে ধ্রুব প্রহ্লাদ
হ'ল শমন-জয়ী।।

---ঃঃ---

(১৪৮)

ভজ মন রামচরণ সুখদাঈ। ভজ মন রামচরণ সুখদাঈ।
জিহি চরণনসে নিকসী সুরসরি শঙ্কর জটা সমাঈ।
জটাশঙ্করী নাম পর্য়ো হৈ, ত্রিভুবন তারন আঈ।।
জিনি চরণনকী চরণপাদুকা ভরত রহ্যো লব লাঈ।
সোই চরণ কেবট ধোঈ লীনে তব হরি নাব চলাঈ।।
সোই চরণ সন্তন জন সেবত সদা রহত সুখদাঈ।
সোই চরণ গৌতমঋষি-নারী পরসি পরমপদ পাঈ।।
দণ্ডকবন প্রভু পাবন কীন্‌হো ঋষিয়ন্ ত্রাস মিটাঈ।
সোঈ প্রভু ত্রিলোককে স্বামী কনক মৃগা সংগ ধাঈ।।
কপি সুগ্রীব বন্ধু ভয় ব্যাকুল তিন জয় ছত্র ফিরাঈ।
রিপু কে অনুজ বিভীষণ নিসিচর পরসত লংকা পাঈ।।
সিব সনকাদিক অরু ব্রহ্মাদিক সেষ সহস মুখ গাঈ।
তুলসিদাস মারুত-সুতকী প্রভু নিজ মুখ করত বড়াঈ।।

—ঃঃ—

(১৪৯)

ভজতে তোমায় আন্‌লে আমায়
আমি তোমায় ভজিনা ত।
সে কি তোমায় ভজতে পারে
যে জন চলে খুশী মত।।
তোমার আশ্রয় লয়ে
চল্‌লাম খুশীমত ধেয়ে।
বৃথা দিন সব গেল বয়ে
পাপে হলাম বুদ্ধি হত।।
এ স্বভাবের কর্ম্ম নয়
এমন ভজায় ভজা না হয়।

তবু ভজি দিই পরিচয়
মিথ্যা আর বল্‌ব কত।।
কেঁদে কেঁদে বলছি তোমায়
কে আছে আর কব বা কা'য়।
(তুমি) ক'রে দাও এমন উপায়
(যাতে) দুর্ব্বুদ্ধি যায় জন্মের মত।।

---ঃঃ---

(১৫০)

ভজ রাধা কৃষ্ণ গোপাল কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল মুখে।
নামে বুক ভ'রে যায়, অভাব মিটায়
স্বভাব জাগায় মহাসুখে।।
হরি দীনবন্ধু চির দীনবন্ধু
জীবের চির সুখে দুখে,
ভজরে অন্ধ, চরণারবিন্দ
দুস্তর এ মায়া বিপাকে।.
ভজ মূঢ়-মতি তব চির সাথী
যাঁহার করুণা লোকে লোকে,
(সেই) লীলাময় হরি এসেছে নদীয়া-পুরী
রাধার পিরীতি ল'য়ে বুকে।।

---ঃঃ---

(১৫১)

ভবভয় ভঞ্জনকারী হরি
কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি মোর হরি
অনাথের নাথ তুমি অগতির গতি
দীনবন্ধু তুমি জগতের পতি
দেহি পদাশ্রয় ও চরণ তরী।।

---ঃঃ---

(১৫২)

ভবপারে যাবে যদি বাঁধ হরিনামের ভেলা।
পঞ্চমুখে পঞ্চানন জপেন ঐ নামের মালা।।
যাগ যজ্ঞ ভজন সাধন সকলি ঐ মধুসূদন।
(কর) হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ঘুচবে রে তোর সকল জ্বালা।।
হরি ভক্তি হরি মুক্তি হরি বিনা নাইক গতি।
শ্রীগোবিন্দের চরণ দুটী হৃদয় মাঝে পর মালা।।

---ঃঃ---

(১৫৩)

ভারত আমার ভারত আমার
যেখানে মানব মেলিল নেত্র।
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা
এসিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।।
দিয়াছ মানবে জগৎজননী
দর্শন উপনিষদে দীক্ষা।
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও ভক্তি
কর্ম্ম শিল্প ধর্ম্ম শিক্ষা।।
ভারত আমার ভারত আমার
কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী।
কর্ম্ম জ্ঞানের তুমি মা জননী
ধর্ম্ম ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।।
ভগবদ্‌গীতা গাহিল স্বয়ং
ভগবান যেই জাতির সঙ্গে।
ভগবৎপ্রেমে নাচিল গৌর
যে দেশের ধূলি মাখিয়া অঙ্গে।।

সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র
প্রচার করিল নীতির মর্ম্ম।
যাদের মধ্যে তরুণ তাপস
প্রচার করিল সোঽহং ধর্ম্ম।।
ভারত আমার ভারত আমার
কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী।
কর্ম্ম জ্ঞানের তুমি মা জননী
ধর্ম্ম ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।।
আর্য ঋষির অনাদি গভীর
উঠিল যেখানে বেদের স্তোত্র।
নহ কি মা তুমি সে ভারতভূমি
নহি কি আমরা তাদের গোত্র?
তাঁদের গরিমাস্মৃতির বর্ম্মে
চলে যাব শির করিয়া উচ্চ।
যাদের মহিমাময় এ অতীত
তারা কখনই নহেক তুচ্ছ।।
ভারত আমার ভারত আমার
কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী।
কর্ম্ম জ্ঞানের তুমি মা জননী
ধর্ম্ম ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।।
ভারত আমার ভারত আমার
সকল মহিমা হউক খর্ব্ব।
দুঃখ কি যদি পাই মা তোমার
পুত্র বলিয়া করিতে গর্ব্ব।।
যদি বা বিলয় পায় এ জগৎ
লুপ্ত হয় এ মানববংশ,
যাদের মহিমাময় এ অতীত
তাদের কখনও হবে না ধ্বংস।।

ভারত আমার ভারত আমার
কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী।
কর্ম্ম জ্ঞানের তুমি মা জননী
ধর্ম্ম ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।।
চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া
অতীতের সেই মহা আদর্শ।
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে
রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ।।
এ দেবভূমির প্রতি তৃণ পরে
আছে বিধাতার করুণাদৃষ্টি।
এ মহাজাতির মাথার উপরে
করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি।।
ভারত আমার ভারত আমার
কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী।
কর্ম্ম জ্ঞানের তুমি মা জননী
ধর্ম্ম ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।।

---ঃঃ---

(১৫৪)

ভুলেও দুঃখেতে ভয় ক'রোনা,
ওরে আমার মন।
সে যে কষ্ট নয় রে মহাসম্পদ
জেনো অনুক্ষণ।।
যেখানে হয় রক্তবমন
সেখানে ঐ রাঙ্গাচরণ।
তোরে বুকে ক'রে নিতে
এসেছেন শ্রীমধুসূদন।।

দুঃখ বিনা কেবা কভু
পেয়েছে সেই জগৎপ্রভু
(দেখ) ধ্রুব প্রহ্লাদ নারদ বলি
শ্রীউপেন্দ্রমোহন।।
আগেতে যত কষ্ট
পরে হয় তত মিষ্ট
সেই অভয় চরণ শিরে ধ'রে
গায় দাস রঞ্জন।।

---ঃঃ---

(১৫৫)

ভূতের বেগার খাট্‌ব কত
তারা, বল আমায় খাটাবি কত
আমি ভাবি এক, হয় আর
সুখ নাই মা কদাচিত।।
পঞ্চভূতে নিয়ে বেড়ায় এ'দেহের পঞ্চভূত
ওমা ষড়রিপু সহায় তা'র
হলে ভূতের অনুগত।।
আসিয়া ভব সংসারে
দুঃখ পেলাম মা যথোচিত
ওমা যার সুখেতে হ'ব সুখী
সে মন নয় গো মনের মত।।
চিনি বলে নিম খাওয়ালে
ঘুচলো না যে মুখের তিত
কেন ভিষক্ প্রসাদ মনে বিষাদ
হ'য়ে কালীর শরণাগত।।

---ঃঃ---

(১৫৬)

ভেইয়া রে কানাইয়া রে
নেক্ দরশ দেখায়ে যা রে।
সামালিয়া পেয়ারে বন্শীওয়ারে
মেরে ছাতিয়াপে আযা রে।।
মেরো ভেইয়া বরজ লালা
ব্রজবাল সেঁঈয়া নন্দ দুলালা
যমুনা কিনারে ধীর সমীরে
নেক্ বাঁশরী বাজায়ে যা রে।।
প্রাণ কি প্রাণ ভেইয়া মেরো
ভিক্ষা মাঙ্গি দরশন তেরো
নয়না মে ঠারো পিয়াস নিবারো
মেরে রাজন্ কি রাজা রে।।

---ঃঃ---

(১৫৭)

মঙ্গল জলধারা মঙ্গল কলসে।
ভক্তি অর্ঘ্য নিয়ে এস হরষে।।
(আজ) পতি সহ মিলিলেন করুণাময়ী মা।
ঘুচাইতে পাতকীর যাবতীয় যাতনা।।
কতই করুণা মোদের করিছ দুজনে।
কুসুমে পূজি রাঙ্গা যুগল চরণে।।

---ঃঃ---

(১৫৮)

মনরে আমার এই মিনতি
তুমি পড়া পাখী হও, করি স্তুতি।।
যা পড়াই তাই পড় মন
পড়লে শুনলে দুধি ভাতি।
ওরে জান নাকি ডাকের কথা
না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি।।
কালী কালী কালী পড় মন
কালীপদে রাখ প্রীতি।
ওরে পড় বাবা আত্মারাম
আত্মজনের কর গতি।।
উড়ে উড়ে বেড়ে বেড়ে
বেড়িয়ে কেন বেড়াস্ ক্ষিতি।।
ওরে গাছের ফলে কদিন চলে
চারি ফলে কর স্থিতি।।
প্রসাদ বলে ফলা গাছে,
ফল পাবি মন শোন্ যুকতি।
ওরে বসে মুখে কালী বলে
গাছ নাড়া দাও নিতি নিতি।।

---ঃঃ---

(১৫৯)

মঙ্গলমূরতি মারুতনন্দন, সকল অমঙ্গল মূল নিকন্দন।
পবনতনয় সন্তন হিতকারী, হৃদয় বিরাজত অবধ বিহারী।।
মাতু-পিতা গুরু গণপতি শারদা, সিবা সমেত শম্ভু শুক নারদ।
চরণ বন্দি বিনবৌ সব কাহু, দেহু রামপদ নেহু নিবাহু।।
বন্দৌ রামলক্ষ্মণ বৈদেহী। জো তুলসীকে পরম সনেহি।

—শ্রীতুলসীদাস

—ঃঃ—

(১৬০)

মন আমার নয় মনের মতন
মিছা বিষয় আসে সদাই রত।
বুঝালে যে বুঝিবে না, তাহারে বুঝাব কত।।
কেবল নিধন-কারণ, অনিত্যধন
করে যতন এই যে ব্রত।।
ভাবে না ভবানীপদ, ভুলে থাকে, বুঝাই যত।
আমার কি দুর্গতি হবে মা সতী, হোলে কাল-করগত।।
দুর্গেমে দুর্গতিহরা, তারা, বলে যে ত্রিজগত।
মা অভয়া থাকতে, কেন তনয়ের ভয় সতত।।

---ঃঃ---

(১৬১)

মন রে কৃষিকাজ জান না,
এমন মানব জমিন রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলত সোনা।।
কালী নামে দাওরে বেড়া,
ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া,
তার কাছে ত যম ঘেঁসে না।।
অদ্য কিম্বা শতাব্দান্তে (মন)
বাজেয়াপ্ত হবে জান না।
এখন আপন একতিয়ারে মনরে
চুটিয়ে ফসল কেটে নে না।।
গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে,
ভক্তি বারি তায় সেচ না।
ওরে একা যদি না পারিস্ মন,
রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না।।

---ঃঃ---

(১৬২)

মন কেন তোমার ভ্রম গেল না
এমন কৃপার ধারা বয়ে গেল
তুমি ত তার খোঁজ নিলে না।
এই পুণ্যভূমি কুমার হট্টে
শ্রাবণী শুক্লা অষ্টমীতে
জন্ম নিলেন কৃপা করি
জীবে দিতে ভক্তি-কণা।।
কত দুঃখী কত পাপী
কত শত পায় যাতনা
নিষ্কৃতি মিলে সব হতে
পেয়ে তাঁহার কৃপার কণা।।
এস এস শুন সবে
কৃপাতে কি অদ্ভুত ঘটে
ভরসায় মন ভরে যাবে
দূরে যাবে ভয় ভাবনা।।
দুঃখীজন শান্তি পাবে
রোগীর রোগ দূরে যাবে
কল্যাণেতে ভরে যাবে
পূর্ণ হবে মনোবাসনা।।

---ঃঃ---

(১৬৩)

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি পাবে মুক্তি,
বাঁধ দিয়ে ভক্তি-দড়া।।
নয়ন থাকিতে না দেখলি মন,
ছি ছি তোর কপাল পোড়া।

মা ভক্তেরে ছলিতে তনয়া রূপেতে
বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া।।
মায়ে যত ভালবাসে,
বুঝা যাবে মৃত্যু শেষে
মলে দু-চার-দণ্ড কান্নাকাটি,
শেষে দিবে গোবর ছড়া।।
ভাই বন্ধু দারা সুত
কেবল মাত্র মায়ার গোড়া।
(ম'লে) সঙ্গে দিবে মেটে কলসী,
কড়ি দিবে অষ্ট কড়া।।
যেই ধ্যানে এক মনে,
সেই পাবে কালিকা তারা।
সেই জগদম্বা আসি কন্যারূপে,
রামপ্রসাদের বাঁধে বেড়া।।

---ঃঃ---

(১৬৪)

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ঐ রাঙাপদে যাহা পাবে
কোথা পাবে তাহার বাড়া।।
পাপী তাপীর দুঃখ দেখি
দয়াময়ী মহাদেবী।
পতি সনে মিলিত হ'য়ে।
বহাইলেন সুধার ধারা।।
তাঁর আদরে হৃদয় গলে
দুনয়নে বহে ধারা।
সে সব কথা শুনলে পরে
হবে দেহের রোঁয়া খাড়া।।

পদ্ম হস্তের পরশেতে
শ্রীমতী দিব্য জ্ঞান লভে।
পাণ্ডেনীর যাতনা ঘুচে
কথা অতি চমৎকারা।।
ভার্নিডি আঁতকে পালাল
জজ ললিতের পরাণ গেল।
জে সি মিত্র জব্দ হল
থেমে গেল মেমের গলা।।
বাঁকা কূয়া সোজা হল
ক্ষতের শোথ অদৃশ্য হল।
চন্দননগরে তাঁর ধমকে
ভেসে গেল ঘাটের মড়া।।
কত জনে অভয় দিলেন
ভূত ভবিষ্যৎ কতই বলেন।
অপ্রকটকালেও কৃপা ঢালেন
শুনলে হবে আত্মহারা।।
এই ভিক্ষা চাহি সবে
করজোড়ে লুটায়ে মাথা।
সকলের সুমতি দিয়ে মা।
(ঐ) যুগলপদে রেখো বাঁধা।।

---ঃঃ---

(১৬৫)

মন কেনরে ভাবিস্ এত;
যেন মাতৃহীন বালকের মত।।
ভবে এসে ভাবছো ব'সে,
কালের ভয়ে হয়ে ভীত।।
কালের কাল মহাকাল,
সে কাল মায়ের পদানত।।

ফণি হয়ে ভেকের ভয়,
এ যে বড় অদ্‌ভূত।
ওরে তুই করিস্ কি কালের ভয়,
হয়ে ব্রহ্মময়ী-সুত।।
একি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই,
হলি রে পাগলের মত।
(ও মন) মা আছে যার ব্রহ্মময়ী
কার ভয়ে সে হয়রে ভীত।।
মিছে কেন ভাব দুঃখে
দুর্গা বল অবিরত।
যেমন জাগরণে ভয়ং নাস্তি,
হবে রে তোর তেমনি মত।।
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে,
মন করবে মনের মত।
ওরে গুরু-দত্ত-তত্ত্ব কর,
কি করিবে রে রবিসুত।।

---ঃঃ---

(১৬৬)

মন তুই কাঙ্গালী কিসে
ও তুই জানিস্ নারে সর্ব্বনেশে।।
অনিত্য ধনের আশে ভ্রমিতেছ দেশ বিদেশে
ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি,
তুই দেখলি নারে সর্ব্বনেশে।।
মনের মতন মন যদি হও,
থাকরে যোগেতে মিশে।
যখন অজপা পূর্ণিত হবে
ধরবে না আর কাল-বিষে।।

গুরুদত্ত রত্নতোড়া
বাঁধরে যতনে কসে।
(দীন) রামপ্রসাদের এই মিনতি,
অভয় চরণ পাবার আশে।।

---ঃঃ---

(১৬৭)

মন তোর পায়ে ধরি একটা কথা শুনিস্ রে।
ঐ সর্ব্বনেশে "আমার" "আমার" তোর দফা সারলে রে।
'আমার' 'আমার' বলিস্ কারে
কেবা তোর আপন হয় রে।।
তবে মিছে "আমি" "আমার" ব'লে
বাঁধা কেন পড়িস্ রে।।
"আমার বাড়ী" "আমার ঘর"
আমার পুত্র পরিবার
আমার বিদ্যা আমার টাকা
মিথ্যে যে সব জেনো সার।।
"আমার" বলার আছে অনেক
আয় তোরে শিখাই কতেক
(বল) আমার পতিত-পাবন হরি
আমার রঘুনাথ রে।।
আমার কৃষ্ণ, আমার কেশব
আমার বিষ্ণু, আমার মাধব।
আমার গোপাল আমার যাদব
আমার মধুসূদন রে।।
আমার কাঙ্গাল-সখা হরি
আমারই ত গৌর হরি।
আমার অধম-তারণ প্রভু
আমার গিরিধারী রে।।

আমার প্রভু সীতারাম
আমার হনুমান্ রে।
এ সব আমার চেয়ে বেশী
কে আছে তোর আপন রে?
শ্রীগুরুর চরণ দুটী
সে ত আমার অন্ধের যষ্ঠি
"আমার দাদাভাই" — এই বুলি
প্রাণভরে ব'ল রে।।
"আমার বাড়ী" "আমার ঘর"
"আমার দীঘি সরোবর"
(ও মন) মিথ্যে "আমি আমার" ছেড়ে
"আমার" বলা সার্থক কর।।
"আমার" মথুরা বৃন্দারণ্য
"আমার" বলে হওনা ধন্য
"আমার" অযোধ্যা "আমার" প্রয়াগ
বলে আশ মিটাও রে।।
শ্রীআনন্দধাম "আমার" বল
সেই ধামের জয় তোল।
এত "আমার" থাক্‌তে মন রে
তোর সাধ কি মিটল না রে।।
তোরে বলি ওরে রঞ্জন
তোর আবার কিসের চিন্তন
আমার বলার পুরুষ তোরে
জন্ম হ'তে দিয়েছেন রে।।
সেই চরণ শিরে ধ'রে
মানব জনম সার্থক কর রে
সেই যে গোলোকের সিঁড়ি
আপন হতে আপন রে।।

---ঃঃ---

(১৬৮)

মন তোমার এত ভাবনা কেনে
কালী জপরে হৃদি পদ্মাসনে।।
মাটি ধাতু, পাষাণ মূৰ্ত্তি,
কাজ কিরে তোর সে গঠনে।
এখন মনোময় প্রতিমা গড়ি,
পূজা কর মনে মনে।।
ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো,
সে আলো না যায় সেখানে।
তুমি জ্ঞান প্রদীপ জ্বেলে দাও মন,
জ্বলতে থাকুক রাত্রদিনে।।
ঘৃত দুগ্ধ মণ্ডা ছানা,
কাজ কিরে সে আয়োজনে।
তুমি ভক্তি সুধা খাইয়ে,
মাকে তৃপ্ত কর নিজগুণে।।

---ঃঃ---

(১৬৯)

মন যদি তুই করতে চাস অভয়পদ সাধনা।
তোর ঘন্টা নাড়া তিলক ফোঁটা কিছুতে ত হবে না।।
(ও মন) জপ তপ, যোগজ্ঞান যতই কিছু বল না।
ভক্তি বিনা সবই মিথ্যা তাও কি তুমি জান না।।
(ও মন) জগতের পতি যিনি
তাঁর কি অভাব বল না।
সে যে প্রেমের কাঙ্গাল প্রেমধন চায়,
আর ত কিছুই চাহে না।।

এমন দয়াল আর কে আছে,
দেখেও তা কি দেখনা
ভক্তিভরে ডাক্‌লে তাঁরে
অভাব কিছুই থাকে না।।
কথা শুন, অবোধ মন,
একবার শরণ নিয়ে দেখ না।
(ও তোর) দূরে যাবে শোক তাপ,
মোহ ভয় ভাবনা।।

---ঃঃ---

(১৭০)

মন হারালি কাজের গোড়া
তুমি দিবানিশি ভাব বসি,
কোথায় পাবে টাকার তোড়া।।
চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র,
শ্যামা মা আমার হেমের ঘড়া।
তুই কাচ-মূল্যে কাঞ্চন বিকালি,
ছি ছি মন তোর কপাল পোড়া।।
কর্ম্ম সূত্রে যা আছে মন,
কেবা পাবে তা'র বাড়া
মিছে এদেশ সেদেশ ঘুরে বেড়াও
বিধির লিপি কপাল জোড়া।।

---ঃঃ---

(১৭১)

রাগ — দরবারী

মনুয়া ভজলে সীতারাম, মনুয়া ভজলে সীতারাম।
দীন দিয়া জো হরিগুণ গালে, গুরু দিয়া জো নাম।।
রামচন্দ্র হৈ অন্তর্যামী, সবকী মজরা লীজৈ।
জো নর জৈসী করম করে, প্রভু তৈসা ফল দীজৈ।।
লড়কা বালা লালন পালন, উন্‌হে ভী দুধ পিলাবে।
য়ো হী লড়কা মরে পিতাকী, মুখ পে আগ লগাবে।।
তীর্থ তীর্থ মে ঘুম ফিরে হো, দে দরশন ভগবান।
ঘর পে বৈঠে রাম কা নাম তেরা, তীরথ চারো ধাম।।
এক নর ভূলৈ দো নর ভূলৈ, ভূলৈ জগত সংসার।
জান সুন কে জো নর ভূলৈ, উনকো নাহি পার।।

---ঃঃ---

(১৭২)

মা মা বলে ডাকি তারা
আমার দোষ দেখে কি দিস্‌নে সাড়া।
পতিতে, তারিতে মাগো, হলি কি এত কাতরা।।
ও তোর পতিতপাবনী নামের
গুণ কি গো এমনি ধারা।।
ধন জন চাই না আর মা
বিষয়েতে বিষপোরা।
এখন বৈরাগ্যের ভিখারী আমি,
ঐ পদ চাই সারাৎসারা।।
আঁধার মন আলো করে
দেখা দে মা ভবভয়হরা।
পরিব্রাজক বলে জুড়াক ওমা
তৃষিত দুই নয়নতারা।।

---ঃঃ---

(১৭৩)

মীরাকে প্রভু সাঁচী দাসী বনাও
ঝুটে ধন্ধোঁসে মেরা ফন্দা ছুড়াও।।
লুটে হি তে বিবেক কে ডেরা।
বুধি বল ভধপি করুঁ বহু তেরা।।
হায় হায় নহিঁ কছু বশ মেরা।
মরত হুঁ বিবশ প্রভু, আও সবেরা।।
ধর্ম্ম উপদেশ নিত প্রতি সুনতী হুঁ
মন কুচালসে ভী ভরতি হুঁ।।
সদা সাধু সেবা করতী হুঁ।
সুমিরণ ধ্যান মেঁ চিত ধরতী হুঁ।।
ভক্তি মারগ দাসীকো দিয়না।
মীরাকে প্রভু সাঁচী দাসী বনাও।।

---ঃঃ---

(১৭৪)

(জয়) মুরলীবাদন মদনমোহন যশোদানন্দন হে।
জলদবরণ পীতবসন শ্রীবৎসলাঞ্ছন হে।।
কিরীটমণ্ডন কৌস্তুভভূষণ অরিধারণ হে।
গোপীমোহন রাধারমণ ব্রজভূষণ হে।।
একবার হরি, হরি, হরি বল, ভোলা মনরে আমার।
হরি হরি বল, হরি হরি বল, হরি হরি বল মন।।
(জয়) কালীয়দমন, কংসদলন, কেশিসূদন হে।
(তুমি) মূরনিধন মধুসূদন অরিনাশন হে।।
পতিতপাবন, অধমতারণ, ভিখারীর ধন হে।
(তুমি) দীনশরণ, ত্রিতাপনাশন বাঞ্ছাপূরণ হে।।
একবার হরি হরি হরি বল ভোলা মন্‌রে আমার।

হরি হরি বল, হরি হরি বল, হরি হরি বল মন।।
(তুমি) জয়কারণ ভয়বারণ সেবকরঞ্জন হে।
মায়ানিদান সংসারনাশন আদিকারণ হে।।
ভকতকারণ ত্রিগুণ ধারণ অচিন্ত্য নির্গুণ হে।
(তুমি) পাপীকারণ কৃষ্ণবরণ বিশ্বমোহন হে।।

---ঃঃ---

(১৭৫)

মোঁকো কাঁহা ঢুঁড়ো বন্দে ময়তো তেরে পাস মে
ন হোউ ময় ঝগড়ি বিগড়ি
ন মৈ ছুর গঁড়াস মে।
ন হোঁয়ে মৈ খাল রোয় মে
ন হাড্ডি ন মাস মে
ন দেবাল মে ন মসজিদমে
ন কাশী কৈলাস মে।।
ন হোঁয়ে ময় আউধ দ্বারকা
মেরা ভেট বিশ্বাস মে।
ন হোঁয়ে ময় ক্রিয়া করম মে
ন যোগ বৈরাগ সন্ন্যাস মে।।
খোঁজেগা তো ঔর মিলুঙ্গা
পল ভরকে তলাস মে।
সহর সে বাহর ডেরা হমারী
কুঠিয়া মেরী শ্বাস মে
কহত কবীর শুন ভাই সাধু
সব সন্তান কে সাথ মে।।

---ঃঃ---

(১৭৬)

যতনে হৃদয়ে রাখ
আদরিণী শ্যামা মাকে।
(ও মন) তুই দেখ আর আমি দেখি
আর যেন কেউ না দেখে।।
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি
আয় মন বিরলে দেখি।
রসনারে সঙ্গে রাখি
সে যেন মা ব'লে ডাকে।।
কুরুচি কুমন্ত্রী যত
নিকট হতে দিয়ো নাগো।
জ্ঞান নয়ন প্রহরী রাখ
সে যেন সাবধানে থাকে।।
কমলাকান্তের মন আমার এই নিবেদন
দরিদ্র পাইলে ধন সে কি অন্য স্থানে রাখে।।

—ঃঃ—

(১৭৭)

যা দিয়েছ তুমি অনেক দিয়েছ
অযাচিত তব দান।
বুঝিনি মহিমা দিইনি মূল্য
তব দান অফুরান।।
কত করুণার কণিকা ছড়িয়ে
নীতি মমতায় রেখেছ জড়িয়ে
অযতনে আমি ফেলেছি ছড়িয়ে
করনি তো অভিমান।।

তুমি অনন্ত করুণা সিন্ধু
আমি তীর ছোঁয়া এক বারি বিন্দু
করিতে পারিনি প্রাণের পাত্রে
সে প্রেমের পরিমাণ।।

---ঃঃ---

(১৭৮)

যাই গো ঐ বাজায় বাঁশি
প্রাণ কেমন করে
সে যে একলা এসে কদমতলায়
দাঁড়িয়ে আছে আমার তরে।
যত বাঁশরী বাজায়
তত পথ পানে চায়
পাগল বাঁশি ডাকে উভরায়
(আবার) না গেলে সে কেঁদে কেঁদে
চলে যাবে মান ভরে।।

---ঃঃ---

(১৭৯)

যাদের চাহিয়া তোমারে ভুলেছি
তারা ত চাহেনা আমারে
তারা আসে তারা চলে যায়
দূরে ফেলে যায় মরু মাঝারে।।
দুদিনের হাসি দুদিনে ফুরায়
দীপ নিভে যায় আঁধারে
কে রহে তখন মুছাতে নয়ন
ডেকে ডেকে মরি কাহারে।।

যাহা পাই তাহা ঘরে নিয়ে যাই
আপনার মন ভুলাতে
শেষে দেখি হায় সব ভেঙ্গে যায়
বৃথা হয়ে যায় ধূলাতে।।
সুখের আশায় মরি পিপাসায়
ডুবে মরি দুঃখ পাথারে
রবি শশী তারা কোথা হয় হারা
দেখিতে না পাই তোমারে।।

---ঃঃ---

(১৮০)

রাধাকৃষ্ণ বল রাধাকৃষ্ণ বল
রাধাকৃষ্ণ বল মন।
রাধাকৃষ্ণ বল রাধাকৃষ্ণ বল
রাধাকৃষ্ণ বল মন।।
গগন ভেদিয়া বল কৃষ্ণনাম
শোক তাপ রোগ দূরে যাক্ কাম
ভক্তির হিল্লোলে প্রেমের কল্লোলে
ভেসে যাক্ জীবগণ।।

---ঃঃ---

(১৮১)

রাধে রাধে গোবিন্দের নাম
একবার বলরে বদনে।
এমন দুর্লভ মানবজীবন
হারাবি কেনে?
দু অক্ষরে নামটি রাধা
(তার) অক্ষরে অক্ষরে সুধা।
সুধাপানে যায় ভবের ক্ষুধা
রাধানাম গুণে।।

ক্ষেপা বলে, তরবি যদি,
হরিনাম কর রে নিরবধি।
ব্রজে গিয়ে হেরবি যদি
রাধারমণে।।

---ঃঃ---

(১৮২)

রামের জনম শুনি নাচেন সকল মুনি,
দণ্ড কমণ্ডলু করি হাতে।
স্বর্গে নাচে দেবগণ, মর্ত্ত্যে নাচে মর্ত্ত্যজন,
হরিষে নাচিছে দশরথে।।
ব্রহ্মাণী করিয়া সঙ্গে নাচিছেন ব্রহ্মা রঙ্গে,
শচী সঙ্গে নাচে শচীপতি।
স্থাবর জঙ্গম আর, সবে নাচে চমৎকার,
উল্লাসিত নাচে বসুমতী।।
দিব্য বস্ত্র আভরণ, পরি যত নারীগণ,
চলি যায় অনেক সুন্দরী।
চলি যায় রাজপথে, শ্রীরামেরে নিরখিতে,
সম্মুখেতে নাচে বিদ্যাধরী।।
রত্নের প্রদীপ জ্বলে, পরিপূর্ণ কোলাহলে,
কৌশল্যা হইল পুত্রবতী।
গগন-মণ্ডলে থাকি, দেবগণ বলে ডাকি
জয় জয় জয় রঘুপতি,
জন্মিলেন নারায়ণ, বধিবারে দশানন,
দেবেরে করিতে অব্যাহতি।

ইহা শুনে যেই জন, কিম্বা করে অধ্যয়ন,
ভবমুক্ত হয় সেই কৃতী।।
বৈকুণ্ঠ করিয়া শূন্য, প্রকাশিত নর পুণ্য,
অবতীর্ণ প্রভু ভগবান।
রচিল যে কৃত্তিবাস, পূর্ণ কর অভিলাষ,
বন্দিয়া সে বাল্মীকি পুরাণ।।

---ঃঃ---

(১৮৩)

লোকে বলিত আছ তুমি
ভেবে দেখি নি আছ কিনা।
তখন আমি বুঝি নি প্রভু
নাস্তি গতি তোমা বিনা।।
তোমারি গৃহে বসতি করি
খেয়েছি তোমারি অন্ন।
তোমারি বায়ু দিতেছে আয়ু
বেঁচে আছি তোমারই জন্য।।
ক্ষুধা হরেছে তব ফলে
পিপাসা গেছে তব জলে।
(তবু) একি ভুল, যে ভুলেও একবার তোমারই নাম করিনা।।
তোমারই মেঘে শস্য আনে
ঢালি পীযুষ জলধারা।
অবিরত দিতেছে আলো
তোমারই রবি শশী তারা।।
শীতল তব বৃক্ষছায়া
সেবে নিয়ত ক্লান্ত-কায়া।
(তবু) তোমারি দেওয়া মন রয়েছে
ভুলে তব গুণ গরিমা।।

---ঃঃ---

(১৮৪)

ল্যাংটা মেয়ের এত আদর জোটে বেটা ত বাড়ালে।
নইলে কেন ডাকতে হবে দিবানিশি মা মা বলে।।
শ্রীরাম জগতের গুরু জটে বেটা তাঁর গুরু।
(বেটা) আপনি কেটা বুঝলে নাকো
রইলো শ্যামার চরণ-তলে।।

—ঃঃ—

(১৮৫)

শচীনের কাছে কৃপাবার্ত্তা শুনে
তাকে ধরে তুমি এলে।
অকপট মনে শরণ লইলে
শ্রীনকাকার শ্রীচরণে।।
আশৈশব তুমি ধীর শুদ্ধমতি
নত গুরুজন পদে।
তবগুণ শুনে তোমাকে দেখিতে
আসে সোনারং হৈতে।।
(কত) অভাবী ছাত্রকে কৃপা করিয়াছ
রেখেছ পরমাদরে।
(আজি) মেওয়ালাল ও বাঙ্গালী বিহারী
পূজে তোমা ভক্তি ভরে।।
শ্রীনকাকার দুলাল তুমি হরলাল
বিভূষিত নানাগুণে।
সকল কর্ম্মেতে উদ্যোগী হইতে
দেখেছি কৃতার্থ মনে।।

কিবা দেবভাষা কি ফরাসী ভাষা
আইন আয়ুর্ব্বেদ কথা।
সকল বিষয়ে পরম আগ্রহে
হরলালে দেখি তথা।।
কতদিন রাত্রি একত্রে কেটেছে
শ্রীনকাকার পদতলে।
সৎকথা প্রসঙ্গে কিম্বা নানা কাজে
দেখিতে পাই হরলালে।।
শ্রীনকাকার কৃপাতে অঘটন ঘটে
শত বাধা যায় কেটে।
বেহারে প্রিন্সিপ্যাল তুমি হইলে
তোমাকে এমেরিটাস্ করে।।
আছ দিব্যলোকে শ্রীনকাকার সেবাতে
হইয়া পরম সুখী।
(করাও) দেশের সুবুদ্ধি শাস্ত্রধর্ম্মে মতি
(মোরা) দেখে আনন্দে নাচি।।

---ঃঃ---

(১৮৬)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, বলরাম নিত্যানন্দ,
পরিষদ সঙ্গে অবতার।
গোলোকের প্রেমধন সবারে যাচিয়া দিল,
না লইনু মুঞি দুরাচার।।
আমার পামর মন,
বড় শেল বহল মরমে।
হেন সংকীর্ত্তন রসে ত্রিভুবন মাতাল,
বঞ্চিত মো, হেন অধমে।

শ্রীগুরু বৈষ্ণবপদ কল্পতরুছায়া পঞো,
সব জীব তাপ পাসরিল।
মুঞি অভাগিয়া বিষ, বিষয়ে মাতিয়া রৈনু
হেন যুগে নিস্তার না হৈল।
আগুনে পুড়িয়া মরোঁ, জলে পরবেশ করোঁ,
বিষ খাঞা মরোঁ মো পাপিয়া।।
এই মত করি যদি, মরণ না করে বিধি
প্রাণ রহে কি সুখ লাগিয়া।।
এই হেন গৌরাঙ্গ গুণ, না করিনু শ্রবণ,
হায় হায় করি যে হতাশ।
হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র প্রাণ ভরি না লইনু
জীবন্মৃত গোবিন্দ দাস।।

---ঃঃ---

(১৮৭)

শ্রীরাধারমণ রমণী-মনমোহন
বৃন্দাবন বন দেবা।
অভিনব রাস রসিক-বর-নাগর
নাগরীগণ কৃত সেবা।।
ব্রজপতি-দম্পতি-হৃদয়-আনন্দন নন্দন-নবঘনশ্যাম।
শ্রীদাম সুদাম সুবল সখা সুন্দর রামানুজ গুণধাম।।
নন্দীশ্বর-পুর-পুরট-পটাম্বর চন্দ্রক-চারু-অবতংশ।
গোবর্দ্ধনধর ধরণী-সুধাকর মুখরিত মোহন-বংশ।।
কালীয়-দমন গমনজিত কুঞ্জর
কুঞ্জর জিত রতি রঙ্গ।
গোবিন্দদাস হৃদিমণি মন্দিরে
অবিচল মূরতি ত্রিভঙ্গ।।

---ঃঃ---

(১৮৮)

রাগ — যমন

শ্রীরামচন্দ্র কৃপালু ভজ মন, হরণ ভবভয় দারুণম্।
নবকঞ্জলোচন কঞ্জমুখ, কর কঞ্জপদ কঞ্জারুণম্।।
কন্দর্প অগণিত অমিত ছবি, নব নীল নীরজ সুন্দরম্।
পট পীত মানহু তড়িত রুচি শুচি নৌমি জনকসুতারম্।।
ভজ দীনবন্ধু দিনেশ দানব দৈত্যবংশ নিকন্দনম্।
রঘুনন্দ আনন্দ কন্দ কোশলচন্দ দশরথনন্দনম্।।
শিরমুকুট কুণ্ডল তিলক চারু উদারু অঙ্গ বিভূষণম্।
আজানুভুজ শরচাপধর সংগ্রাম জিত খরদূষণম্।।
ইতি বদতি তুলসীদাস শংকর শেষ মুনি মনরঞ্জনম্।
মম হৃদয় কংজ নিবাসকুরু কামাদি-খলদলগঞ্জনম্।।

—শ্রীতুলসী দাস।

---ঃঃ---

(১৮৯)

শুনেছে তোমারি নাম তাপিত আতুরজন
আসিয়া তোমার দ্বারে শূন্য ফেরেনা কখন।
কাঁদে যারা নিরাশায় তাদের অশ্রু হেথা মুছে যায়
বড়ই ভরসা পায় তাদের ত্রাসে কম্পিত মন।।
সুধাময় দৃষ্টিতে স্নেহময় পরশেতে
হয় তাহে অমৃতবর্ষণ।।
শ্রীপাদুকার পরশেতে শ্রীচরণের অমৃততে
ভীত প্রেত যমদূতগণ।।
অমোঘ তোমার বাণী জুড়ায় যায় পরাণী
হয় তারা আনন্দে মগন।।

সব দুঃখ যায় চলে কৃপায় হৃদয় গলে
যেবা লয় শ্রীপদ শরণ।।
পত্র দ্বারা শরণেতে মনোবাঞ্ছা তার পূরে
হয় তার বিপদভঞ্জন।।
দুষ্টমতি যায় দূরে কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করে
ঘটে তার অতি অঘটন।।
অপ্রকট কালেও আজি শুনা যায় অভয়বাণী
হয় সবার কামনা পূরণ।।

---ঃঃ---

(১৯০)

সকলি তোমারি ইচ্ছা
ইচ্ছাময়ী তারা তুমি
তোমার কর্ম্ম তুমি করাও মা
লোকে বলে করি আমি।।
পঙ্কে বদ্ধ কর করী
পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি
কারে দাও ব্রহ্মপদ মা
কারে করো অধোগামী।।
যে বোল বলাও তুমি
সেই বোল বলি মা আমি
তুমি মন্ত্র তুমি তন্ত্র
তন্ত্রমাঝে সার তুমি।।

---ঃঃ---

(১৯১)

সখি এই মাঝি কি পার করিবেন যমুনায়।
মাঝির রূপেতে ভুবন ভোলে
প্রাণ কেড়ে লয়।।
যেন সজল জলদ মেঘ বারি নাহি বরিষয়
শ্রীমুখের শোভা যেন বিজলি চমকে তায়
কিবা পীতাম্বর পরিধান
ঝুলিছে পীত বসন
উচ্চ শিখি পুচ্ছ চূড়া
কি শোভা হয়েছে তায়।।
কেয়ূর বলয় আর গলে দোলে হেম হার
কর্ণেতে কুণ্ডল দোলে তিলক নাসিকায়।।
আমরা গোপের নারী
পারে কেনা বেচা করি
হেনরূপ মোরা কভু দেখি নাই দেখি নাই।।
শ্রীচরণের কিবা শোভা
সুরমুনির মনোলোভা
যেন গগনচন্দ্র খসি পড়ি
মুখ চন্দ্রে হয় উদয়।।

—ঃঃ—

(১৯২)

সতীর জয় জয় সত্যের জয় জয়
ধর্ম্মের জয় জয় শাস্ত্রের জয় জয়
শ্রীহরির জয় জয় শ্রীকৃষ্ণের জয় জয়
জয় জয় জয় জয়।
জয় জয় জয় জয়।।
গুরুর জয় জয় সাধুর জয় জয়
ভক্তের জয় জয় জ্ঞানীর জয় জয়
অকিঞ্চনের জয় ভাগবতের জয়
জয় জয় জয় জয়।
জয় জয় জয় জয়।।
তীর্থের জয় জয় পুণ্যের জয় জয়
সত্যের জয় জয় দৃঢ়তার জয় জয়
সুমতির জয় জয় আচারের জয় জয়
জয় জয় জয় জয়।
জয় জয় জয় জয়।।
কৃপার জয় জয় ক্ষমার জয় জয়
নিষ্ঠার জয় জয় কৈঙ্কর্য্যের জয় জয়
দীনহীনের জয় শরণাগতির জয়
জয় জয় জয় জয়।
জয় জয় জয় জয়।।
জয় জয় জয় জয় জয় জয় জয় জয়।
জয় জয় জয় জয় জয় জয় জয় জয়।।
পাপের পরিভব পাপীর পরিভব
মিথ্যার পরিভব নাস্তিকের পরিভব
পাষণ্ডের পরিভব দুর্বৃত্তের পরিভব
পরিভব পরিভব।

পরিভব পরিভব।।
শঠের পরিভব শাঠ্যের পরিভব
দুষ্টের পরিভব দুষ্কৃতের পরিভব
অসতীর পরিভব লম্পটের পরিভব
পরিভব পরিভব।
পরিভব পরিভব।।
দর্পের পরিভব গর্ব্বের পরিভব
দম্ভের পরিভব মোহের পরিভব
দুর্নীতির পরিভব অধর্ম্মের পরিভব
পরিভব পরিভব।
পরিভব পরিভব।।
কৃতঘ্নের পরিভব নিন্দুকের পরিভব
ঈর্ষার পরিভব হিংসার পরিভব
দ্রোহের পরিভব বঞ্চকের পরিভব
পরিভব পরিভব।
পরিভব পরিভব।।
পরিভব পরিভব পরিভব পরিভব।
পরিভব পরিভব পরিভব পরিভব।।

—ঃঃ—

(১৯৩)

সংসারের উজান স্রোতে যাও বেয়ে
ও ভাই প্রেম রসিক নেয়ে।
চল কিনারা ঘেঁসে
হাল ধররে কষে
দেখো যেন উল্টা স্রোতে
যায়নাকো ভেসে।
চালাও দিবানিশি জীবন তরী
আর থেকো না মন অলস হয়ে।।

তুলে প্রেমেরি বাদাম
বদনে বল হরিনাম
আনন্দে ক্ষেপণি ফেলে
চল অবিরাম।
যখন ভক্তি জোয়ার আসবে বেগে
তখন সহজে যাবে লয়ে।।
শুন শুন ওরে মন,
কুসঙ্গে কর' না গমন,
ভরা ডুবি করে' তারা
কর্‌বে পলায়ন।
থেকো সাধু মহাজনের সঙ্গে,
সদা অকপট হৃদয়ে।।

---ঃঃ---

(১৯৪)

সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে, সিনান করিতে, সকলি গরল ভেল।।
সখি কি মোর কপাল-লেখি।
শীতল বলিয়া চাঁদ সেবিনু ভানুর কিরণ দেখি
উচল বলিয়া, অচলে চড়িনু পড়িনু অগাধ জলে।
(আমার) লছমী চাহিতে, দারিদ্র্য বেড়ল, মানিক হারানু হেলে।।
নগর বসালাম, সাগর বাঁধিলাম মাণিক পাবার আসে।
সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল, অভাগীর করম দোষে।।
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু পাইনু বরজ তাপে।
জ্ঞানদাস কহে পিরীতি করিয়া পাছে মর অনুতাপে।।

---ঃঃ---

(১৯৫)

সেথা আমি কি গাহিব গান?
যেথা, গম্ভীর ওঙ্কারে, সাম-ঝঙ্কারে,
কাঁপিত দূর বিমান।

যেথা, সুরসপ্তকে বাঁধিয়া বীণা,
বাণী শুভ্রকমলাসীনা,
রোধি' তটিনী-জল-প্রবাহ
তুলিত মোহন তান।
যেথা, আলোড়ি' চন্দ্রালোক শারদ,
করি' হরিগুণ গান নারদ,
মন্ত্রমুগ্ধ করিত ভুবন,
টলাইত ভগবান।
যেথা, যোগীশ্বর-পুণ্যপরশে,
মূর্ত্ত রাগ উদিল হরষে
মুগ্ধ কমলাকান্ত চরণে
জাহ্নবী জনম পান।
যেথা, বৃন্দাবন-কেলিকুঞ্জে,
মুরলী-রবে পুঞ্জে পুঞ্জে,
পুলকে শিহরি' ফুটিত কুসুম,
যমুনা যেত উজান।
আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র,
আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র,
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ,
আর কি আছে সে প্রাণ?

---ঃঃ---

(১৯৬)

সে দিন আমার কবে হবে।
যবে শোক তাপ দূর করে শ্রীচরণে বেঁধে দেবে।।
ভাসি তব প্রেমানন্দে গাব তব গুণগান।
তব সুধা নামে বিভোর হয়ে দুনয়নে ধারা ববে।।
দূরে যাবে মান অপমান পলাইবে বিষম কাম।
হরি হরি হরি বলে তাপিত প্রাণ শীতল হবে।।

---ঃঃ---

(১৯৭)

সে দিন যেমন এসেছিলে হরি
আর কি তেমন আসবে না।
সে দিন যেমন বেজেছিল বাঁশী
আর কি তেমন বাজবে না—
(জয় রাধে শ্রীরাধে ব'লে)।।
সে দিন যেমন যমুনার কূলে
রাখালের মাঝে রাজা সেজেছিলে
তেমনি ক'রে ধেনুর পাছে
আর কি তুমি ছুটবে না।।
সে দিন যেমন গোয়ালিনী ঘরে
খেয়েছিলে ননী চুরি ক'রে ক'রে
তেমনি ক'রে গোপীর ঘরে
আর কি ধরা পড়বে না।।
সে দিন যেমন যশোমতী কোলে
কেঁদেছিলে আর বেঁধোনা মা ব'লে
তেমনি ক'রে রাঙ্গা করে
আর কি নয়ন মুছবে না—
(আমায় বেঁধোনা বড় লেগেছে ব'লে)।।
সে দিন যেমন দরশন আশে
গেয়েছিলে গান যোগিনীর বেশে
তেমনি ক'রে রাধার দ্বারে
আর কি সুধা ঢালবে না—
(ওগো প্রেমময়ী দয়া কর ব'লে)।
সে দিন যেমন কদম্বেরি মূলে
বামে রাধা ল'য়ে ছিলে বামে হেলে
তেমনি করে আঁধার হৃদয়
আর কি আলো ক'রবে না—

---ঃঃ---

(১৯৮)

হর হর শঙ্কর শশাঙ্ক শেখর।
বব বম্ ভোলা শিব মহেশ।।
অনাদি অশেষ তুমি গিরিজেশ।
ভবব্যাধি-হর ওহে মহেশ।।
কর দয়া দীনে সন্তান জ্ঞানে।
অভীষ্ট দাও হে দাও করুণেশ।।
পিণাকধারী তুমি ত্রিপুরারি।
শমনান্তকারী ওহে প্রমথেশ।।
ভস্মবিলেপন সেবকরঞ্জন।
শ্রীশ কাশীশ গণেশ গিরিশ।।

---ঃঃ---

(১৯৯)

হর শিব শঙ্কর গৌরীশং বন্দে গঙ্গাধরমীশম্
রুদ্রং পশুপতিমীশানং কলয়ে কাশীপুরনাথম্।
মহাদেব শিব শঙ্কর শম্ভো উমাকান্ত হরে ত্রিপুরারে
মৃত্যুঞ্জয় বৃষভধ্বজ শূলী, গঙ্গাধর মৃড় মদনারে।
জয় শম্ভো জয় শম্ভো শিব পার্ব্বতীপতে হর শম্ভো।।
ওঁ জয় শিব ওংকারা ওঁ জয় শিব ওংকারা
ব্রহ্মা বিষ্ণু সদাশিব উর্দ্ধাঙ্গে ধারা।। জয় হর হর হর মহাদেব।।
অক্ষমালা বনমালা রুণ্ডমালাধারী, শিব রুণ্ডমালাধারী
চন্দন মৃগমদ চন্দ্র ভালে শুভকারী, জয় হর হর হর মহাদেব।।
একানন, চতুরানন, পঞ্চানন সাজে, শিব পঞ্চানন সাজে
গরুড়াসন হংসাসন বৃষবাহন রাজে, জয় হর হর হর মহাদেব।।
শ্বেতাম্বর, পীতাম্বর, বাঘাম্বর অঙ্গে, শিব বাঘাম্বর অঙ্গে
সনকাদিক প্রমথাধিপ ভূতাদিক সঙ্গে। জয় হর হর হর মহাদেব।।

কর মধ্যে দণ্ড ত্রিশূলধারী, শিব কর মধ্যে দণ্ড ত্রিশূলধারী
জগকর্ত্তা, জগহর্ত্তা, শিব জগপালন কর্ত্তা। জয় হর হর হর মহাদেব।।
ত্রিগুণ স্বামীকো আরতি জো কোই নর গাবে, শিব জো কোই নর গাবে
ভনত শিবানন্দ স্বামী বাঞ্ছিত ফল পাবে। জয় হর হর হর মহাদেব।।

---ঃঃ---

(২০০)

হরি তব পদ যেন নাহি ভুলি।
তব গুণগান সদা করি প্রাণ খুলি।।
আর কিছু নাহি চাই এই এক আশ।
ধন-সম্পদের তরে না দেখি প্রয়াস।।
নির্ব্বাণ করিতে লাভ বাসনা যে নাই।
দুর্লভ জনম হতে মুক্তি নাহি চাই।।
বেঁচে থেকে করি শুধু তব গুণগান।
সাধু সঙ্গ ভোগ করি এই চাহে প্রাণ।

---ঃঃ---

(২০১)

হরি তার তার এই দীন জনে।
ডাকি তোমারে প্রভু করুণাময়,
পূজন সাধনহীন জনে।।
অকূল পাথারে না হেরি ত্রাণ
পাপে তাপে জীর্ণ এ প্রাণ।
শমন দমন শরণ দাও হে
রাখ এই দুর্ব্বল দীনহীনে।।
ঘেরিল যামিনী নিভিল আলো
বৃথা কাজে মম দিন ফুরালো।
পথ নাহি প্রভু পাথেয় নাহি
ডাকি তোমারে প্রভু প্রাণ পণে।।

দিক্‌হারা সদা মরি যে ঘুরে,
যাই তোমা হ'তে দূরে সুদূরে।
হেরি রসাতল প্রাণ চঞ্চল
অন্ধ এ লোচন মোহঘনে।।

---ঃঃ---

(২০২)

হরি দিন ত গেল সন্ধ্যা হলো
পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্ত্তা শুনে বার্ত্তা
তাই ডাকি তোমারে।।
মহাপাপী যত ছিল
নামের গুণে তরে গেল।
তারা পিছে এলো, আগে গেলো
আমি রহিলাম পড়ে।।
শুনি কড়ি নাই যার
তুমি কর তারেও পার।
আমি দীন ভিখারী নাইক কড়ি
দেখ ঝুড়ি ঝেড়ে।।
আমার পারের সম্বল
দয়াল নামটী কেবল।
ফিরি কেঁদে আকুল
পড়ে অকূল পাথারে।।

---ঃঃ---

(২০৩)

হরি নাম কর সার মনরে আমার।
বিপদ-ভয় ঘুচে যাবে শোক তাপ আর।।
হরি সত্য নাম সত্য হরি বিনা সব অনিত্য
মায়া ঘোরে কাটাবে কত কাল আর।।

---ঃঃ---

(২০৪)

(হরি) নামামৃত পান কর সবে ভাই।
এমন নাম কখনও শুনি নাই।। ১
হরিনাম করে যে সার
ভবে ভাবনা কিবা তার,
নামে যায় মহাপাপ রোগশোকতাপ সংসার বিকার।
নামে জগাই মাধাই তরে দুভাই।
নাম শোনায় গৌর নিতাই।। ২
ভক্ত প্রহ্লাদের প্রাণ
নাশ করিবার বিধান,
হিরণ্যকশিপু দিল বিষ করিতে পান।
নামে গরল অমৃত হ'ল
প্রহ্লাদ বাঁচিল তাই।। ৩
যত যোগযাগের সাধন
দেখ জপ তপ আরাধন।
ওসব নামসাগরের অগাধ জলের বুদ্বুদ যেমন।
হরিনাম সাগরে মগ্ন যে জন
তার কি সাধন আরও চাই।। ৪
পরিব্রাজক বলে সার
নামে নাইক জাতবিচার,
মূর্খ জ্ঞানী আচণ্ডালের সমান অধিকার।
তুলে নামের নিশান নাম কর গান
হরিবোল বল সবাই ।। ৫
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল.......

---ঃঃ---

(২০৫)

হরি বলতে কেন নয়ন ঝরে না
শুনি তা' না হ'লে, তুমি নাকি দেখা দেবে না।।
আপন ব'লে যে জানে তাঁরে, তার তরে তাঁর নয়ন ঝরে
আমি নাহি জানি তোমারে, পর কি আপনা।
তবে তোমার তরে, কেমন ক'রে, হবে ভাবনা।। হরি বলতে........
তুমি যে মোর আপন কত,
কেউ নাই আমার তোমার মত
তবু তোমার অনুগত হতে পারলেম না।।
দিন কি আমার এমনি যাবে
আমায় কি ওই পদানত করে লবে না। হরি........
আমার চোখে জল দেখিলে, ছুটে এসে কর কোলে
মায়ের মত মায়া ঢেলে কর সান্ত্বনা।
আবার কম্‌নে পালাও, কম্‌নে ভুলাও পাইনে ঠিকানা।। হরি বলতে........
আমি তোমারি খাই, তোমার পরি, তোমারি ঘর তোমার বাড়ী।
তোমারি ত'বিল নাড়ি চাড়ি
তবু তোমায় চিনি না।
আবার তোমার দেশে বাস করে, তোমায় চিনি না।। হরি বলতে........

---ঃঃ---

(২০৬)

হরিবল হরিবল হরিবল বল মন
হরি হরি, হরি হরি, হরি বল, বল মন
হরি নামে হবে জয়
হরি নামে যাবে ভয়
হরিনাম মূঢ় মন কররে স্মরণ
জগত-পালন হরি জগত-তারণ হরি
সুধাময় হরিনাম বল ভরে বদন।।

---ঃঃ---

(২০৭)

হরি বল মূঢ় মন, বল হরি হরি অনুক্ষণ।
সেই বিপদবারণের কেন লও না শরণ।।
সংশয় ছাড় মন বিচার ত্যজনা কেন।
(সেই) শ্রীহরির অভয় পদে (কর) মন-প্রাণ-সমর্পণ।।

---ঃঃ---

(২০৮)

হরি সে লাগি রহোরে ভাই।
তেরী বনত বনত বনি যাই।।
তেরী বিগড়ি বাত বনি যাই।
অঙ্কা তারে বঙ্কা তারে, তারে সুধন কসাই।
সুগা পঢ়াবত গণিকা তারে, তারে মীরা বাই।।
দৌলত দুনিয়া মাল খাজানা বেনিয়া বয়েল চরাই।
আউর একদিন আন পড়েগা খোঁজ খবর না পাই।।

---ঃঃ---

(২০৯)

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ।।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন,
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত সীতা,
হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা।।
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ,
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ।

এই ছয় গোঁসাই করি চরণ বন্দন
যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ।।
এই ছয় গোঁসাই যার মুই তার দাস,
তা সবার পদরেণু মোর পঞ্চ গ্রাস।
তাঁদের চরণ সেবি ভক্ত সনে বাস,
জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ।।
এই ছয় গোঁসাই যবে ব্রজে কৈলা বাস,
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ।
আনন্দে বলো হরি, ভজ বৃন্দাবন
শ্রীগুরু বৈষ্ণব-পদে মজাইয়া মন।।
শ্রীগুরু বৈষ্ণবপাদপদ্ম করি আশ।
নাম সংকীর্ত্তন করে নরোত্তম দাস।।
— জয় রাধে রাধে গোবিন্দ জয় জয়।।
— নিতাই গৌর হরি বোল, হরিবোল, হরিবোল।।

---ঃঃ---

(২১০)

হে গোবিন্দ রাখ শরণ
অব ত জীবন হারে
নীর পিবন হেতু গয়ে সিন্ধু কিনারে
সিন্ধু বীচ বসতি গ্রাহ
চরণ ধরি পছাড়ে।
নাক কান ডুবন লাগে
কৃষ্ণকে ফুকারে
দ্বারিকা মে শব্দ গয়ে
গরুড় পরি সিধারে।।

---ঃঃ---

(২১১)

হে ব্রজ তোমার রজের মাঝারে

নবীন জীবন দাও মোরে।

গোপ গোপীগণের (আভীর গণের) শ্রীচরণতলে

তুচ্ছ তৃণটি দাও করে।।

পুষ্প হবার গরিমা রাখি না কর মোরে কীট মৌমাছি

পঙ্কে বা বালু কঙ্করে হোক অঙ্কে তোমার ঠাঁই যাচি।।

পাখি যদি কর শ্যামেরে জাগাব কুঞ্জ ভঙ্গ গান করি

ঝিল্লী করিলে অভিসার পথ চিনাব আঁধারে তান ধরি।।

ভেক যদি কর ভাদর নিশীথে গাব গীতি প্রাণ মন গলা

শ্যামের সখীরে গৃহের চখীরে করিব কেবলই চঞ্চলা।।

চঞ্চরী যদি কর চ্যুতবনে বেড়াব সদাই সঞ্চরী

মুকুলে মুকুলে বুলে বুলে বুলে শ্যাম গুণগানে গুঞ্জরী।।

মীন যদি কর যমুনার তীরে ঘাটে ঘাটে বিচরণ করি

জলকেলিরত শ্যামের শ্রীপদ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাব সঞ্চরী।।

নয়নের জলে ধুইয়া এসেছি বিদ্বেষ লোভ রোষ মদে

একটুকু ঠাঁই আজি আমি চাই তোমার গোঠের গোষ্পদে।।

কৃমিকীট তৃণ হীন পতঙ্গ যা খুশী আমায় তাই কর

হে ব্রজ তোমার রজের মাঝারে একটুকু মোর ঠাঁই কর।।

---ঃঃ---